জান্নাতের ছায়াপথ

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক رحمه الله

জান্নাতের ছায়াপথ

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ﵀

জান্নাতের ছায়াপথ

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ﵀

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪২ হিজরি / নভেম্বর ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬-০৫১১৪০
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd, www.shobdotoru.com

মূল্যঃ ২৮৭ টাকা

Jannater Chayapath by Abdullah Ibnu Mubarak, Published by Shobdotoru. first Edition: November 2020

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিকা ও সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْد لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضْلل فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১]

তিনি আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

"হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[২]

---

১. সূরা আ-লু ইমরান, ৩ : ১০২

২. সূরা নিসা, ৪ : ১

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴿٧١﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। এতে তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"[৩]

হামদ, ছানা, দরুদ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কালাম পাঠের পর,

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসীম দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের তাঁর খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে জমিনে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিধিনিষেধ প্রচার, প্রসার, বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যুগে যুগে তিনি নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাদের সাথে তাঁর কিতাব, শরীয়ত, মু'জিযা ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে নিজের দ্বীনকে জমিনের বুকে কায়িম করার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। নবুওয়াত ও রিসালাতের মহান ধারাবাহিকতার ইতি টেনে তিনি সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে জমিনের বুকে পাঠিয়েছেন। রাসূল ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবী কিংবা রাসূল আসবেন না। উম্মাতকেই তাঁর রেখে যাওয়া শরীয়ত কায়িম রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ও মনোনীত শরীয়ত মানবরচিত কোনো মতবাদ কিংবা ধারণার মতো নয়। মানবরচিত মতবাদ ও ধারণাগুলো একদিকে যেমন অপরিপূর্ণ অন্যদিকে আবার সার্বজনীন নয়। তা ছাড়া মানবরচিত মতবাদ ও ধারণা প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সংগ্রাম ও লড়াই চলে থাকে তাতে মানবতার বুলি আওড়ানো হলেও দিনশেষে চরম অমানিবকতার চিত্র ফুটে ওঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত দুঃখ-দুর্দশা, জুলুম-নির্যাতন ও অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রতিটির পেছনে মানবরচিত মতবাদ ও ধারণা প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস খুঁজে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যখন যে শরীয়তকে জমিনের বুকে কায়িম রাখতে চেয়েছেন তার পথ ও পন্থা ছিল

---

৩. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০, ৭১

ইনসাফ, সততা, জবাবদিহিতা আর মানবিকতার মানদণ্ডে শতভাগ উত্তীর্ণ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার দাওয়াত ও সংগ্রাম কখনোই অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট, অসৎ, অন্যায় কিংবা অমানবিক পদ্ধতিতে হয়নি। আল্লাহর দেয়া বিধান হলো জুলুমের বিরুদ্ধে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অভিযান, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয়যাত্রা এবং অমানবিক মতবাদ ও জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। বন্ধুর এই পথ পাড়ি দিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সামনে বিভিন্ন ধাপ রেখেছেন। এখানে পরম মমতামাখা নমনীয়তা থেকে শুরু করে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও কঠোরতার স্তর রয়েছে। দাওয়াত ও উত্তম ব্যবহারের প্রাথমিক ধাপ থেকে শুরু করে জিহাদ ও কিতালের মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থাও রয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং জুলুম-ইনসাফের লড়াইয়ে কল্যাণকামী দলকে অনেক সময় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেই আদর্শের বিজয় সুনিশ্চিত করতে হয়েছে। এটা মানবজাতির চিরাচরিত রীতি। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীনতাকামী, অধিকার আদায়ে আগ্রহী এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আপসহীন জাতিকে নিজেদের সততা ও মানবিকতার পাশাপাশি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও রক্তক্ষয়ী লড়াই সংগ্রামের পথ মাড়িয়ে সফলতার স্বাদ নিতে হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ আমার, আপনার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত অনাগত সকল মাখলূকের নবী ও রাসূল। তার আনীত শরীয়াহ তথা ইসলাম মানবজাতির সকল সমস্যার শেষ সমাধান। ইসলামের বিধিবিধান ব্যতীত আর কোনো মতবাদ শতভাগ ইনসাফ, সততা ও মানবতা সুনিশ্চিত করতে পারবে না। তাই এই উম্মাহর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো জমিনের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেয়া। স্বয়ং রাসূল ﷺ তার মুবারক হাতে গড়ে ওঠা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে এই শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। তারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামকে কায়িম রাখার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। দাওয়াতের ময়দান থেকে শুরু হওয়া ইসলামের অগ্রযাত্রা জিহাদ ও কিতালের ময়দানে এসেও থেমে যায়নি। কিয়ামাত পর্যন্ত দ্বীনের অন্যান্য ফরয বিধিবিধানের মতো জিহাদ ও কিতালকেও এই উম্মাহর জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী পশ্চিমা নেতৃত্ব, নৈতিকতা-বিবর্জিত নানা মতাদর্শ আর তাদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত গণমাধ্যমগুলো ইসলামের এই ফরয ও মানবতা

প্রতিষ্ঠার বিধানটিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে খোদ মুসলিম জাতিকে এ থেকে বিমুখ করার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়।

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এতে রয়েছে সর্বাঙ্গিন সৌন্দর্য। আর মুজাহিদ ইসলাম ও মানবতার অতন্দ্র প্রহরী। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম রণাঙ্গনের রক্ত মাড়িয়ে যে জনপদে ঝাণ্ডা গেঁড়েছে সে জনপদে আর দশটি বিজিত নগরীর মতো রক্তবন্যা বয়ে যায়নি। নারী ধর্ষিত হয়নি। গণহারে উপাসনালয়ের চূড়া ভেঙে পড়েনি। বৃদ্ধ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অসম্মানিত হননি। ইসলাম তরবারি হাতে প্রবেশ করলেও মক্কা সে তরবারিধারীদের উদারতা আর মানবতায় মুগ্ধ বিমোহিত হয়েছে। ইসলামের আদর্শের দ্যুতিতে ইউরোপ নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে মানসিক পীড়ায় পড়েছে। ইসলামের তরবারি খুব বেশি প্রয়োজনে কিছু মানুষের ওপর উত্তোলিত হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে পৃথিবীব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিতে সাদা-কালোর তফাত মিটিয়ে দিয়েছে। ধনী-গরিবকে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। সমাজের উঁচু ও নিচু তলার জনগোষ্ঠীকে একই ছায়াতলে এনে ইনসাফের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছে। নারীর প্রতি অমানবিক দুনিয়াকে মানবতার সবক দিয়ে নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। তাই ইসলামের দেয়া জিহাদের বিধানকে যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে দিনরাত চিৎকার করে যাচ্ছে তারা আসলে নিজেদের সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমকে আড়াল করার দুরভিসন্ধি এঁটে বসেছে।

জিহাদ ইসলামের বিধান। অতএব ইসলাম থেকেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জেনে নেয়া চাই। জিহাদ ও কিতাল সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইসলামের বক্তব্য জেনে এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা চাই। এখানে আমরা জিহাদ ও কিতাল কী, কেন এবং কখন ও কার সাথে করণীয় সে সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি। আশা করি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে পাঠকের জন্য বাস্তবতা উপলব্ধি করা কঠিন হবে না।

এক. 'জিহাদ' শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো 'চেষ্টা করা'। আর 'কিতাল' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'লড়াই করা'।

জিহাদের সাধারণ মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের কালিমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা। ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করা। সাধারণ এই

মর্ম অনুযায়ী দ্বীনের জন্য যেকোনো প্রকার চেষ্টা করা, কষ্ট সহ্য করা কিংবা ত্যাগ স্বীকার করাই জিহাদ।

শরীয়তের বিশেষ পরিভাষায় জিহাদ হলো : ইসলামের কালিমা প্রতিষ্ঠা, ইসলাম ও মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি, ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং ইসলামবিরোধীদের কর্তৃত্ব ও ষড়যন্ত্র রুখে দেয়ার বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে লড়াই করা। আর তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদের হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। তাদের কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো; কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদের শুধু এই অপরাধে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্জন গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়িম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।"[৪]

---

৪. সূরা হজ, ২২ : ৩৮-৪১

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"সুতরাং আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় জিহাদ করাই তাদের কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদের মহাপুণ্য দান করব। আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার তারা যে, জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।"[৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ

৫. সূরা নিসা, ৪ : ৭৪-৭৬

حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ করো ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"[৬]

আরও বলেন,

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

---

৬. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯ : ১৩-১৬

"যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মারো, অবশেষে যখন তাদের পূর্ণরূপে পরাভূত করো তখন তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্রসমর্পণ করবে! এ কথা শুনলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। অতঃপর তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।"[৭]

আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেন। আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই-না চমৎকার সাহায্যকারী।"[৮]

---

৭. সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১-৮

৮. সূরা আনফাল, ৮ : ৩৯, ৪০

সূরা তাওবার এক আয়াতে তিনি বলেন,

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

"তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ওই লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"[১]

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহের সরল অর্থ এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ হতে ব্যাখ্যা পাঠ করলে পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ইসলামে যে জিহাদ ও কিতালের বিধিবিধান দেয়া হয়েছে তা নিছক ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই নয়। জিহাদ ও কিতাল হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার এক অমোঘ নির্দেশ। আর তাও বিনা উদ্দেশ্যে নয়। এর পেছনে এমন শক্তিশালী কারণ থাকতে হবে, যার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছেন। যেমন,

১. অন্যায়-অবিচারের সমুচিত জবাব দেয়া।

২. নিপীড়িত মানবতা, বিশেষ করে অত্যাচারিত মুসলমানদের রক্ষা করা।

৩. ইসলামী হুকুমাতের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান।

৪. জমিনের বুক থেকে সর্বপ্রকার অরাজকতা ও নাশকতার মূলোৎপাটন।

৫. মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের তাওহীদের কালিমার বিরোধিতাকারীদের দমন করা।

---

১. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯ : ২৯

দুই. জিহাদ ও কিতাল আল্লাহর ফরয করে দেয়া বিধান। এই বাস্তবতাকে অস্বীকারকারী ঈমানদার হতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, জুওয়াইবির রহ. তার নিকট বর্ণনা করেন,

عَنِ الضَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢١٦] . قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقِتَالِ فَكَرِهُوهَا ، فَلَمَّا بَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَ أَهْلِ الْقِتَالِ ، وَفَضِيلَةَ أَهْلِ الْقِتَالِ ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِ الْقِتَالِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ لَهُمْ، لَمْ يُؤْثِرْ أَهْلُ الْيَقِينِ بِذَلِكَ عَلَى الْجِهَادِ شَيْئًا، فَأَحَبُّوهُ وَرَغِبُوا فِيهِ ، حَتَّى أَنَّهُمْ يَسْتَحْمِلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُهُمْ {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة: ٩٢] ، وَالْجِهَادُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমাদের ওপর কিতাল (যুদ্ধ) ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"[১০]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম যাহহাক রহ. বলেন, কিতালের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের (আসহাবুর রাসূলের কারও কারও) কাছে তা কষ্টকর মনে হলো। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা কিতালে অংশ নেয়া লোকজনের সাওয়াব, মর্যাদা এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বরাদ্দকৃত জীবন ও রিযিক ইত্যাদির বর্ণনা দিলেন তখন তাতে বিশ্বাস রাখা লোকজন (সাহাবীগণ) অন্যকিছুকেই আর জিহাদের ওপর

---

১০. সূরা বাকারা, ২ : ২১৬

প্রাধান্য দিলেন না। তারা জিহাদের জন্য এতটাই উদগ্রীব ও উন্মুখ হয়ে উঠলেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার বাহনের আবদার করতে লাগলেন। প্রয়োজনীয় বাহন না পেয়ে তাদের অবস্থা এমন হলো, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ﴾

তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না, যা ব্যয় করবে।[১১]

(ইমাম যাহহাক বলেন,) জিহাদ আল্লাহ তাআলার ফরয বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ফরয।[১২]

তিন. জান্নাত তরবারির ছায়ায়

একবার শত্রুসেনার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স রা. বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَضَى بِسَيْفِهِ قُدُمًا يَضْرِبُ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

"রাসূল ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ায় ঘেরা।' এটা শুনে জীর্ণশীর্ণ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু মূসা, আপনি কি স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি উঠে স্বীয় সঙ্গীদের নিকট গিয়ে তাদের সালাম করলেন এবং নিজের তরবারির খাপ খুলে ভেঙে ফেলে দিয়ে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং অবশেষে বহু শত্রু হত্যা করে নিজে শাহাদাত লাভ করলেন।"[১৩]

---

১১. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯ : ৯২

১২. কিতাবুল জিহাদ, ৭৩। সনদ সহীহ।

১৩. সহীহ মুসলিম, ১৯০২।

'জান্নাত তরবারির ছায়ায়' কথাটি শুনতে একটু কেমন লাগলেও এটাই বাস্তবতা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে। এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার উদ্দেশ্য দেশে অশান্তি কিংবা অরাজকতা সৃষ্টি নয়; বরং অশান্তি, অরাজকতা, সন্ত্রাস, দুনীতি ও দুর্বৃত্তায়নকে প্রতিরোধ করা। ইসলামও অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তরবারি হাতে নিয়েছে। আর এই সুব্যবস্থা হবে আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এতে মানবজাতির জন্য ইহকালেই জান্নাতের শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

চার. দাওয়াত, তাযকিয়া ও জিহাদ

জিহাদের সাধারণ অর্থকে পুঁজি করে দ্বীনের যেকোনো মেহনতকে জিহাদ বলে আখ্যা দেয়া যায়। জিহাদের সাওয়াবকে এ সকল মেহনতের কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে তাতেও একই সাওয়াবের বয়ান দেয়া যায়। আলিমগণ এ ব্যাপারে খুব বেশি দ্বিমত করেননি। তবে কেউ যদি কিতালের ফরয বিধানকে অস্বীকার করে শুধু দাওয়াত ও খানকাহভিত্তিক কর্মসূচিকে জিহাদের সংজ্ঞায় সীমিত করে নেয় তবে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলার অকাট্য নির্দেশকে অস্বীকার করার নামান্তর। এটা রাসূল ﷺ-এর ২৭ টি গাযওয়া এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত চলে আসা মর্দে মুজাহিদদের রক্তঝরা ইখলাসপূর্ণ কৃতিত্বকে খাটো চোখে দেখার ধৃষ্টতা বৈ আর কিছু নয়।

পাঁচ. মানবরচিত কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোনোভাবেই জিহাদ নয়

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইসলাম কোনো মানবরচিত মতবাদ নয়; বরং ইসলাম এসেছে মানবরচিত সমস্ত অসৎ এবং অসম্পূর্ণ চিন্তাধারাকে মিটিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার দেয়া বিধিবিধান কায়িমে সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার জন্যে। অতএব মানবরচিত কোনো বিধান বা সেমতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা জিহাদ হতে পারে না। এতে সাময়িক কল্যাণ কিংবা মুসলমানদের সাধারণ উপকারের সম্ভাবনা থাকলে একে শর্তসাপেক্ষে বড়জোর আপাত-কল্যাণকামী কার্যক্রম বলা যেতে পারে।

ছয়. ইসলামের লড়াই কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, দেশ কিংবা জাতির বিরুদ্ধে নয়

পশ্চিমারা ইসলামের পবিত্র বিধান জিহাদ ও কিতালকে বিভিন্ন ধর্ম, রাষ্ট্র এবং জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি ও অসহযোগী আচরণ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে নেমেছে। মূলত ইসলামের লড়াই নির্দিষ্ট কোনো দেশ, জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। ইসলামের লড়াই হলো তাওহীদের লড়াই শিরকের বিরুদ্ধে, ঈমানের লড়াই কুফরের বিরুদ্ধে। সুন্নাহর লড়াই বিদআতের বিরুদ্ধে। ইনসাফের লড়াই জুলুমের বিরুদ্ধে। সত্যের লড়াই মিথ্যার বিরুদ্ধে। সাম্যের লড়াই বিভাজনের বিরুদ্ধে। মানবতার লড়াই অমানবিকতার বিরুদ্ধে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ-বিষয়ক আলোচনা :

জিহাদ কোনো নব্য আবিষ্কৃত বিষয় নয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মুসলমানরা এই নতুন পথ ও পন্থা আবিষ্কার করেছে। জিহাদ একটি সুপ্রাচীন বিষয়। রাসূল ﷺ-এর আগের নবী-রাসূলগণের সময়েও জিহাদের প্রচলন ছিল। দাউদ আ., সুলাইমান আ. এবং মূসা আ.-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে ইসলামিক এবং অনৈসলামিক সকল সূত্রেই জিহাদ ও কিতালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূল ﷺ-এর পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের যুগেও এর আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি। উলামায়ে আসলাফ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম-বিশ্ব ও ইমামগণ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে জিহাদ-বিষয়ক আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। ফকীহগণ জিহাদ-সংক্রান্ত মাসআলায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। ঐতিহাসিকগণ তাদের কালির আঁচড়ে সেই গৌরবগাঁথা মলাটবদ্ধ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. একজন কীর্তিমান সালাফ। কুরআন, হাদীস ও ফিকহসহ ইসলামের প্রায় সকল শাস্ত্রেই তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলজ্বল করছেন। ইলমের এই বরপুত্র নিজেকে কিতাবের পৃষ্ঠাতলে বন্দী না রেখে অংশ নিয়েছেন জিহাদের ময়দানে। বীর মুজাহিদ ও গাযী হয়ে ফিরে এসেছেন বারবার। জিহাদের ময়দানে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখার লড়াইয়ে তিনি যে অকৃত্রিম স্বাদ লাভ করেছেন তা তিনি তার ইলমী যোগ্যতা দ্বারা কিয়ামাত পর্যন্ত অনাগত উম্মাহর জন্য সংরক্ষণ

করে গিয়েছেন। 'কিতাবুল জিহাদ' জিহাদ-বিষয়ক তার অনবদ্য বর্ণনাগুলোর এক সংকলন। এতে রাসূল ﷺ-এর হাদীস, সালাফদের মতামত এবং বিভিন্ন ঘটনার অপূর্ব এক সম্মিলন রয়েছে। মূলত কিতাবটিতে আল্লাহর রাস্তার প্রতি উৎসাহ জোগানোর মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।

বইটি ইতিপূর্বে বাংলাদেশের আরেকটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রায় এক যুগ আগে প্রকাশ করে। যা বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় না বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক বাংলা পাঠকের জন্য বইটি চলিত ভাষায় অনুবাদ করা হলো। এতে প্রতিটি বর্ণনার সনদের মান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থকার একই ক্রমিক নাম্বারের অধীনে একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। আবার একই বর্ণনার একাধিক সনদ উল্লেখ করেছেন। সাধারণ পাঠকদের জন্য এ ধরনের জটিলতা এড়িয়ে আমরা সমস্ত বর্ণনার আলাদা ক্রমিক নাম্বার উল্লেখ করেছি। এতে মূল গ্রন্থের চেয়ে অনুবাদগ্রন্থে বর্ণনার ক্রমিক সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া কিছু ঘটনার সনদ দুর্বল হলেও তা গ্রহণযোগ্য। কারণ সিয়ার ও মাগাযী তথা জীবনী ও যুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনা সর্বজন গৃহীত বিষয়। তবে এসকল বর্ণনা সহিহ সনদে প্রমাণিত কোন বিষয়ের বিপরীত হলে তা পরিত্যাজ্য। তাছাড়া ফিকহি মতভিন্নতার কিছু সুযোগ থাকলেও আমরা সে বিষয়ে আলোচনায় যাইনি। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় আমীরের শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্তই শেষ কথা। এখানে সামান্য মতভিন্নতা থাকলেও আমীরের আনুগত্যেই বান্দার সফলতা নিহিত রয়েছে। তবে পাঠকগণ হক্কানি আলিমের দরস থেকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে নিতে পারেন। এবং এ ক্ষেত্রে এটাই হবে উত্তম পন্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বই থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা গ্রহণের তাওফীক দান করুন। এর সাথে জড়িত সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল ফরমান। আমীন।

আবু হুমাইদি
অধম অনুবাদক ও সম্পাদক
দক্ষিণ মতলব, চাঁদপুর
২০ অক্টোবর ২০১৫ মঙ্গলবার

গ্রন্থকারের জীবনী

সালাফ-যুগের যে সকল মনীষী কুরআন, হাদীস ও ফিকহের ইলম, কঠোর সাধনা, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখ মানসিকতা আর রণাঙ্গনে দাপিয়ে বেড়ানোর বিরল কৃতিত্ব গড়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ করেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ.' তাদের অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস ও ফিকহের ইমাম, রণাঙ্গনের বীর মুজাহিদ আর যুহদ ও তাকওয়ার সাধক-পুরুষ।

নাম :

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক ইবনি ওয়াযিহ আল হানযালী আত তামীমী।

জন্ম :

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. এর জন্ম হিজরী ১১৮ সনে খোরাসানের (বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের) মারওয়ি শহরে। এই শহর হতে আরও অনেক ইসলামী মনীষী উঠে এসেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ ইবনু হাম্বল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইসহাক ইবনু রাহওয়াই প্রমুখ।

শিক্ষাজীবন :

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা আর ইলমের প্রতি তীব্র বাসনা আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাককে ইলম হাসিলের পাশাপাশি অর্জিত ইলমের ওপর আমল ও তা ধরে রাখার বিরল যোগ্যতা দান করে। তিনি নিজ জন্মভূমি মারওয়ি শহর হতে ইলমের রাজপথে যে যাত্রা শুরু করেন তা তৎকালীন ইলমের সৌন্দর্যে শোভিত প্রতিটি শহর আর নগর প্রদক্ষিণ করে। মক্কা, মদীনা, শাম, মিসর, ইয়ামান, কূফা, ও বসরাসহ গোটা জাযিরাতুল আরব চষে তিনি ইলমের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের দরসে বসে হয়ে ওঠেন তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি। তার বিখ্যাত শাইখগণের মধ্যে রয়েছেন হিশাম ইবনু আনাস খুরাসানী, হুমাইদ আত- তাওয়ীল, হিশাম ইবনু উরওয়াহ, আসিম আহওয়াল, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আ'মাশ, ইমাম আওযাঈ, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শু'বা, ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান ইবনু ওআইনাহ, মা'মার ইবনু রশিদ, মা'মার ইবনু

সুলাইমান, যাকারিয়া ইবনু ইসহাক এবং ইমাম লাইস রহ. প্রমুখ। তিনি প্রায় চার হাজার শাইখ হতে ইলম হাসিল করেন।

তিনি ফিকহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, কাব্য, ভাষার অলংকরণ, যুহদ, তাকওয়া, অল্পে তুষ্টি, তাহাজ্জুদ, ইবাদাত, জিহাদে অংশগ্রহণ ও তার কৌশল, কথায় মিতভাষী হওয়া, সঠিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা আর নিজের সঙ্গীদের সাথে মতপার্থক্যে লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করেছিলেন।

হাদীসশাস্ত্রে ইবনু মুবারক রহ :

হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে ইবনু মুবারক রহ. ছিলেন তার সময়ের চার জন ইমামের একজন। জারহ ওয়া তা'দীলের আলিমরা নিরঙ্কুশভাবে ইবনু মুবারককে শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য আর বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস বলেছেন। তিনি ইমাম বুখারীর সহীহার বেশ কিছু বর্ণনার বর্ণনাকারী; যেখানে ইমাম বুখারী হাদীস নেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়াকড়ি আরোপ করেছেন।

ইবনু মুবারক ছিলেন এমন একজন ইমাম, যিনি অনুসরণযোগ্য। সুন্নাহর ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল প্রখর।

জিহাদের ময়দানে ইবনু মুবারক :

ইলমের ময়দানে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি প্রায়ই হজ আর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসীদের নেতা... তিনি এক বছর হজে যেতেন, আর পরের বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিজেকে নিয়োজিত করতেন।"

তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। ইবনুল মুবারক তার বন্ধু ফুযাইল ইবনু ইয়াজকে (যিনি মক্কা আর মদীনার আবিদ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন) চিঠি লিখেন, যাতে তিনি কেবল মাসজিদে ইবাদাতে মাশগুল না থেকে জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। ইতিহাসে সেই চিঠি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। নিজে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি উম্মাহকে জিহাদমুখী করার সুউচ্চ মানসে 'কিতাবুল জিহাদ' নামে স্বতন্ত্র কিছু বর্ণনা জমা করে রেখে যান, যা তার শিষ্যগণ পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে রূপদান করেন।

মুহাদ্দিস আর মুজাহিদ পরিচয় ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের ফকীহ, একজন সফল ব্যবসায়ী, যিনি যথার্থ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর উদাহরণ, বাতিলের বিরুদ্ধে কলম আর অস্ত্র উভয়ই ধারণ করেছিলেন তিনি।

তার ছাত্রবৃন্দ :

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের নিকট হতে অর্জিত ইলমের ওপর নিজে আমল করার পাশপাশি তিনি রেখে যান একঝাঁক ছাত্র। যারা হয়ে ওঠেন পরবর্তী প্রজন্মের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তার বিখ্যাত ছাত্র ও শিষ্যের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু দাউদ, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী, হাফিয আব্দুর রাযযাক, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান, আবু বকর ইবনু আবি শাইবাহ প্রমুখ।

রচনাবলি :

তার অনবদ্য ও কালজয়ী রচনাবলির মধ্যে রয়েছে :

তাফসিরুল কুরআন, সুনান ফিল ফিকহ, কিতাবুত তারীখ, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, কিতাবুর রাকাইক এবং কিতাবুল জিহাদ ইত্যাদি।

মৃত্যু : ১৮১ হিজরীর ১০ রমযান শামের হীত নগরীতে শেষ রাতে উম্মাহর এই মহান ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুজাহিদ, যাহিদ ও মুত্তাকী মনীষীর মৃত্যু হয়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাআলা তার ঈমান, আমল, ইলম ও জিহাদকে কবুল ফরমান। তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের নিআমাতে সম্মানিত করুন। আমাদের তার পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক আতা ফরমান।

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি?

১. সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. বলেন,

تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَقُولَ مِنَّا أَحَدٌ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا رَجُلًا حَتَّى جَمَعَنَا، فَجَعَلَ يُشِيرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا

“একবার আমরা পরস্পর আলোচনায় বললাম, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে, রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি?’ কিন্তু আমাদের কেউই তা করার সাহস পেল না। অতঃপর রাসূল নিজেই একে একে আমাদের প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন। আমরা সবাই জড়ো হলাম আর একে অপরের প্রতি (প্রশ্নটি করার জন্য) ইঙ্গিত করতে লাগলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাদের সামনে এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন,

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

“নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদের

ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।"[১৪]

এভাবে তিনি (ﷺ) সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রা. হতে বর্ণনাকারী আতা ইবনু ইয়াসার রহ. বলেন, ইবনু সালাম রা. সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকট (বর্ণনাকালে) তিলাওয়াত করেন। হিলাল ইবনু আবি মাইমূনাহ রহ. বলেন, আতা ইবনু ইয়াসার রহ.-ও (বর্ণনাকালে) পুরো সূরাটি তিলাওয়াত করেন। এমনিভাবে ইমাম আওযাঈ রহ.-ও বলেন যে, হিলাল ইবনু আবি মাইমূনাহ (বর্ণনাকালে) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাটি আমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন।[১৫]

২. আবু সালিহ সাম্মান রহ. বলেন,

قَالُوا: لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَ أَوْ أَحَبَّ إِلَى اللهِ، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} [الصف: ١٠،١١] فَكَرِهُوهَا، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: ٢ـ٤]

"একবার সাহাবীগণ রা. বললেন, 'আমরা যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি?' তখন এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

১৪. সূরা আস-সফ, ৬১:১-৪

১৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২৩৭৮৯। শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. সহীহ বলেছেন।

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝো।'[১৬]

তখন তাদের (কারও কারও) নিকট বিষয়টি কষ্টকর মনে হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।"[১৭]

৩. মুজাহিদ রহ. বলেন,

نَزَلَ قَوْلُهُ: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢] إِلَى قَوْلِهِ: {صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: ٤] فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالُوا فِي مَجْلِسٍ: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ لَعَمِلْنَا بِهِ حَتَّى نَمُوتَ. فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِمْ. فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: لَا أَزَالُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أَمُوتَ. فَقُتِلَ شَهِيدًا

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

---

১৬. সূরা আস-সফ, ৬১:১০, ১১

১৭. সূরা আস-সফ, ৬১:২-৪। সনদ সহীহ। ভিন্ন সনদে রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ২২/৬০৭।

“হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।”[১৮]

এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহ. বলেন, ‘এই আয়াত ক’টি আনসারীগণের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.-ও ছিলেন। এক মজলিসে জড়ো হয়ে তারা বলছিলেন, ‘আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোন আমলটি আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়?’ এরপর যখন তাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো; তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. বললেন, ‘আমরণ আমি আল্লাহ তাআলার পথে (জিহাদে) অটল-অবিচল থাকব’। শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাতবরণ করেন।”[১৯]

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন

৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসার রহ. কাতাদা রহ. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: ١١١] فَقَالَ: ثَامَنَهُمُ اللهُ فَأَغْلَى لَهُمْ

তিনি (কাতাদা রহ.) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।”[২০]

অতঃপর (এর ব্যাখ্যায় তিনি) বলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের (মুমিনদের) সাথে বাণিজ্য করেছেন এবং তাদের জন্য (মূল্যস্বরূপ) উচ্চমূল্য দান করেছেন।[২১]

---

১৮. সূরা আস-সফ, ৬১:২-৪

১৯. গ্রন্থকারের সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ২২/৬০৭।

২০. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯:১১১

২১. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ১২/৬।

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার আগে নেক আমল করা চাই

৫. আবু দারদা রা. বলেন,

عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْغَزْوِ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ

"যুদ্ধাভিযানে যাত্রার আগে তোমরা নেক আমল করো। কেননা, তোমরা তো কেবল নেক আমলের মাধ্যমেই লড়াই করে থাকো।"[২২]

আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফযীলত

৬. আবু দারদা রা. বলেন,

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَغْسِلُ الدَّرَنَ، وَالْقَتْلُ قَتْلَانِ كَفَّارَةٌ وَدَرَجَةٌ

"আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া (গুনাহের) পঙ্কিলতাকে ধুয়ে দেয়। আর আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া দুই প্রকার : ক) পাপ মোচন করে। খ) অথবা শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।"[২৩]

আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকারী তিন প্রকার

৭. সাহাবী উতবাহ ইবনু আব্দ সুলামী রা. হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْقَتْلَى ثَلَاثَةُ رِجَالٍ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، ذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ، فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَبَعْضُهَا أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ

---

২২. বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৮০৮ এর ভূমিকায়।

২৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৫৩৩।

الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ فِي النَّارِ. إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ

"(আল্লাহর রাস্তায়) নিহত ব্যক্তি তিন প্রকার :

এক. এমন মুমিন ব্যক্তি, যে তার জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে তখন লড়াই করেছে এবং নিহত হয়েছে। সে হলো পরীক্ষিত (ও তাতে উত্তীর্ণ) শহীদ। (কিয়ামাতের দিন) এই ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে বিশেষ তাঁবুতে অবস্থান করবে। নবীগণ কেবল নবুওয়াতের মর্যাদার দরুন তার চেয়ে মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবেন।

দুই. এমন মুমিন ব্যক্তি, যার অন্তরে কিছু গুনাহ ও ভুলত্রুটি রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও সে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। শত্রুর সাক্ষাতে লড়াই করেছে এবং নিহত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার তরবারিটি পাপ শোষকের ভূমিকা পালন করেছে। তার গুনাহ ও ভুলত্রুটিগুলো মুছে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে (এ ধরনের ব্যক্তির) তরবারি পাপমোচনকারী হয়ে থাকে। এই ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায়, তাকে সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হবে। কারণ, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। পক্ষান্তরে জাহান্নামের দরজা সাতটি। আর সেগুলো (জান্নাতের বিপরীতে) একটি অপরটির নিচে অবস্থিত।

তিন. মুনাফিক ব্যক্তি, যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করে নিহতও হয়েছে। কিন্তু সে জাহান্নামে যাবে। কারণ, তরবারি নিফাককে মুছে দেয় না।"[২৪]

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ব্যক্তিগণের প্রকারভেদ

৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

النَّاسُ فِي الْغَزْوِ جُزْءَانِ: فَجُزْءٌ خَرَجُوا يُكْثِرُونَ ذِكْرَ اللهِ وَالتَّذْكِيرَ بِهِ، وَيَجْتَنِبُونَ الْفَسَادَ فِي الْمَسِيرِ، وَيُوَاسُونَ الصَّاحِبَ، وَيُنْفِقُونَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فَهُمْ أَشَدُّ اغْتِبَاطًا بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْهُمْ بِمَا اسْتَفَادُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَإِذَا

২৪. গ্রন্থকারের সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৬৬৩।

كَانُوا فِي مَوَاطِنِ الْقَتْلِ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِيبَةٍ فِي قُلُوبِهِمْ، أَوْ خِذْلَانٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ طَهَّرُوا مِنْهُ قُلُوبَهُمْ، وَأَعْمَالَهُمْ. فَلَمْ يَسْتَطِعِ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ، وَلَا يُكَلِّمَ قُلُوبَهُمْ، فَبِهِمْ يُعِزُّ اللهُ دِينَهُ، وَيَكْبِتُ عَدُوَّهُ. وَأَمَّا الْجُزْءُ الْآخَرُ، فَخَرَجُوا، فَلَمْ يُكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، وَلَا التَّذْكِيرَ بِهِ، وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْفَسَادَ، وَلَمْ يُوَاسُوا الصَّاحِبَ، وَلَمْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ رَأَوْهُ مَغْرَمًا، وَحَزَنَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ فَإِذَا كَانُوا عِنْدَ مَوَاطِنِ الْقِتَالِ كَانُوا مَعَ الْآخِرِ الْآخِرِ، وَالْخَاذِلِ الْخَاذِلِ، وَاعْتَصَمُوا بِرُءُوسِ الْجَبَلِ، يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، فَإِذَا فَتَحَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أَشَدَّهُمْ تَخَاطُبًا بِالْكَذِبِ، فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ اجْتَرَأُوا فِيهِ عَلَى اللهِ، وَحَدَّثَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّهَا غَنِيمَةٌ، إِنْ أَصَابَهُمْ رَخَاءٌ بَطِرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَبْسٌ فَتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالْعَرَضِ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ، غَيْرُ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ مَعَ أَجْسَادِهِمْ، وَمَسِيرَهُمْ مَعَ مَسِيرِهِمْ، دُنْيَاهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ شَتَّى، حَتَّى يَجْمَعَهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ

"যুদ্ধাভিযানে বেরোনো লোকজন দুই প্রকার হয়ে থাকে :

এক. যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে বেশি বেশি তাঁর জিকিরে মগ্ন থাকে। অন্যদেরও আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়। চলার পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। সাথের লোকজনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সম্পদের উত্তম অংশ হতে ব্যয় করে। পার্থিব প্রয়োজনে ব্যয় হওয়া সম্পদের তুলনায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হওয়া সম্পদের প্রতিই বেশি তুষ্টি প্রকাশ করে। যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন এই ভেবে লজ্জায় কাতর হয়ে পড়ে যে, তাদের অন্তরে কোনোরূপ সংশয় কিংবা মুসলমানদের জন্য অপমানজনক কিছু করে বসলে আল্লাহ তাআলা তা জেনে যাবেন! যুদ্ধক্ষেত্রে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপারে) কোনো ধরনের আত্মসাতের সুযোগ আসলেও তারা নিজেদের অন্তর ও কার্যক্রমকে এসব থেকে পবিত্র রাখে। যদ্দরুন শয়তান তাদের কোনোরকম ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলতে পারে না। আর তাদের অন্তরেও কোনো কুমন্ত্রণা দিতে

পারে না। এ ধরনের মুজাহিদগণের মাধ্যমেই আল্লাহ দীনকে সমুন্নত করেন এবং তাঁর শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দেন।

দুই. অন্য দলটি হলো, যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয় কিন্তু নিজেরা বেশি করে আল্লাহর জিকির তো করেই না; অন্যদেরও আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর বিশৃঙ্খলা থেকেও বিরত থাকে না। নিজের সাথিদের প্রতি সদয় হয় না। স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পত্তি হতে উত্তম অংশ ব্যয় করে না। একান্ত অনিচ্ছায় করে থাকে। আর যতটুকু সম্পদ ব্যয় করে, একেও তারা নিজেদের জন্য জরিমানা মনে করে। আর শয়তানও বিষয়টি নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন পেছনের সারিতে আর পশ্চাৎগামীদের সাথে অবস্থান করে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আত্মরক্ষা করে আর যুদ্ধক্ষেত্রে লোকজনের মাঝে কী ঘটছে সেদিকে লক্ষ রাখে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করলে তারা তখন (দৌড়ে নেমে এসে) বড় বড় বুলি আর মিথ্যা গল্প ফেঁদে বসে। কোনোরকম আত্মসাতের সুযোগ পেলে আল্লাহ তাআলার সামনেই এ ধরনের অপকর্মের স্পর্ধা দেখিয়ে বসে! শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এ তো গনীমতের সম্পদ! সচ্ছলতা ও প্রশস্ততায় তারা উদ্ধত হয়ে ওঠে। আর পরিস্থিতি প্রতিকূলে গেলে শয়তান তাদের সম্পদের ফিতনায় ঠেলে দেয়।

এই দলটি মুমিনদের প্রকৃত বিনিময়ের (সাওয়াবের) কিছুই লাভ করবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের দেহগুলো মুমিনদের দেহের সাথেই রয়েছে। তাদের চলাফেরাও মুমিনদের সাথেই। কিন্তু বাস্তবে তাদের জগৎ এবং কর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। (দুনিয়াতে এভাবে চললেও) কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের জড়ো করবেন এবং (নিয়্যাতের ভিন্নতার কারণে) মুমিনদের জামাআত হতে পৃথক করে দেবেন।"[২৫]

৯. মুররাহ ইবনু শুরাহীল রহ. বলেন,

ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ قَوْمًا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَا تَذْهَبُونَ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ، فَتَكْتُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فُلَانٌ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ لِلْمُلْكِ، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَنَحْوُ هَذَا، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، فَمَنْ قُتِلَ يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

২৫. গ্রন্থকারের সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু সাঈদ ইবনি মানসুর, ২৩২৪।

"একবার কিছু লোক আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা.-এর নিকট এমন কিছু লোকের আলোচনা করলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা বিষয়টি নিয়ে যা ভাবছ আসলে তা এমন নয়। রণক্ষেত্রে যখন দুটি দল মুখোমুখি হয় তখন ফেরেশতাগণ নেমে আসেন। তারা উপস্থিত লোকজনকে (নিয়্যাত অনুযায়ী) শ্রেণিভুক্ত করেন। যেমন অমুক পার্থিব উদ্দেশ্যে লড়াই করছে আর, অমুক রাজত্ব লাভের জন্য লড়াই করছে আর অমুক সুখ্যাতি লাভের জন্য লড়াই করছে ইত্যাদি। আর অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় লড়াইয়ে নেমেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় লড়াই করে নিহত হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৬]

১০. ইমাম শিহাবুদ্দীন যুহরী রহ. বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَى مَجْلِسٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ سَرِيَّةً هَلَكَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُمْ عُمَّالُ اللهِ، هَلَكُوا فِي سَبِيلِهِ، فَقَدْ وَجَبَ أَوْ وَقَعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللهِ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِمْ، لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا. فَلَمَّا رَآهُمْ عُمَرُ قَالَ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَتَحَدَّثُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ، فَيَقُولُ قَائِلٌ كَذَا، وَيَقُولُ قَائِلٌ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ إِنْ دَهَمَهُمُ الْقِتَالُ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، أُولَئِكَ الشُّهَدَاءُ، وَكُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يُبْعَثُ عَلَى الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهَا، لَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

"একবার উমার ইবনুল খাত্তাব রা. রাসূল ﷺ-এর মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মজলিসের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত লোকজন তখন আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া একটি ক্ষুদ্র বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাদের কেউ কেউ

---

২৬. সনদ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : আয-যুহদু লি ইবনিল মুবারক, ১৪২।

বলছিলেন, 'তারা (নিহত লোকজন) আল্লাহ তাআলার কর্মী। আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের বিনিময় (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গিয়েছে।' আর কেউ কেউ বললেন, 'তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাদের সাথে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী আচরণ করা হবে।' তাদের দেখে উমার রা. বললেন, 'তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ?' তারা বললেন, 'অমুক বাহিনী নিয়ে। তাদের ব্যাপারে কেউ এই (জান্নাতী) কথা বলছে আর কেউ অন্য (নিয়্যাতের) কথা বলছে।' উমার রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! এমন অনেক মানুষ আছে, যারা পার্থিব উদ্দেশ্যে লড়াই করে। কেউ সুনাম-সুখ্যাতির জন্য লড়াই করে। আবার কিছু মানুষ আছে লড়াই করাই যাদের মূল কাজ। লড়াই ব্যতীত আর কিছুই তারা পারে না। আর কিছু মানুষ আছেন যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় লড়াই করেন। তারাই হলেন প্রকৃত শহীদ। প্রত্যেককেই তার মৃত্যুকালীন (নিয়্যাতের) অবস্থার ওপর পুনরুত্থিত করা হবে। আল্লাহর শপথ! কেউই জানে না যে, তার সাথে কী হতে যাচ্ছে? তবে এমন-সব ব্যক্তি ব্যতীত, যার সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তার আগে ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।"[২৭]

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা

১১. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ-وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ-كَمَثَلِ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তি এমন সিয়াম পালনকারীর ন্যায় যে সিয়ামব্রত অবস্থায় একাগ্রতার সাথে রুকু-সিজদা করে সালাতে দণ্ডায়মান থাকে। আর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন কে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করে।"[২৮]

---

২৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ২৫২০।

২৮. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু নাসাঈ, ৩১২৭।

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক রাখা যাবে না

১২. ত্বাউস রহ. বলেন,

قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَقِفُ الْمَوَاقِفَ أُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

"জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আমি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকি। এতে আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করি। আবার এটাও চাই যে, লোকে আমার অবস্থান (শৌর্য-বীর্য) দেখুক! রাসূল ﷺ তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।'[২৯]"[৩০]

মুজাহিদের উদাহরণ

১৩. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، مِثْلُ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ

"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে (দিনের বেলা) সিয়াম পালন করে আর আর দিবারাত্রি আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ সহকারে এই খুঁটির ন্যায় (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাকে।"[৩১]

---

২৯. সূরা কাহ্ফ, ১৮:১১০

৩০. গ্রন্থকারের সনদ মুরসাল। তবে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৭৯৩৯।

৩১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/১৭৩।

আল্লাহর রাস্তায় এক বেলার মর্যাদা

১৪. হাসান বসরী রহ. বলেন

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَغَدَا الْجَيْشُ، وَأَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، أَلَمْ تَكُنْ فِي الْجَيْشِ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَنْزِلَهُمْ فَأَرُوحُ وَأُدْرِكُهُمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ

“একবার রাসূল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন, যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.-ও ছিলেন। বাহিনী ভোরে রওনা হয়ে গেলেও আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রয়ে গেলেন। সালাত শেষে (তাকে দেখে) রাসূল ﷺ বললেন, ‘হে ইবনু রাওয়াহা, তুমি না (প্রেরিত) ওই বাহিনীতে ছিলে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি ছিলাম।) কিন্তু আমি আপনার সাথে সালাতে উপস্থিত হতে চেয়েছি (তাই রয়ে গেছি)। অবশ্য তাদের অবস্থান আমার জানা আছে। বেলা গড়ালে আমি রওনা দিয়ে তাদের নিকট পৌঁছে যাব। তখন রাসূল ﷺ বললেন, শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! জমিনের সবকিছু ব্যয় করলেও তুমি তাদের সেই সকালের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।”[৩২]

এই উম্মাতের বৈরাগ্য

১৫. মুআওয়িয়াহ ইবনু কুররাহ রহ. বলেন,

كَانَ يُقَالُ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

“কথিত আছে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বৈরাগ্য রয়েছে। আর এই উম্মাতের বৈরাগ্য হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।”[৩৩]

---

৩২. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে রবী' ইবনু সুবাইহ রয়েছেন। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ৫২৭। সনদ দুর্বল।

৩৩. সনদ মাওকূফ সহীহ। বিভিন্ন গ্রন্থে এই বর্ণনাটি হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সকল সনদই দুর্বল। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৩৩৩; মুসনাদু বাযযার, ৭৩৪৯।

১৬. আনাস ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"প্রত্যেক জাতির জন্যই বৈরাগ্য রয়েছে। আর এই উম্মাতের বৈরাগ্য হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।"[৩৪]

১৭. উমারাহ ইবনু গাযিয়্যাহ রহ. বলেন,

أَنَّ السِّيَاحَةَ، ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْدَلَنَا اللهُ بِذَلِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

"রাসুল ﷺ-এর নিকট সন্ন্যাস-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে আমাদের তাঁর রাস্তায় জিহাদের বিধান দান করেছেন। আর উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার প্রচলন দান করেছেন।"[৩৫]

আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কিছু সময়ের মূল্য

১৮. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غُدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أَوْ مَا عَلَيْهَا

"আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে বা ওপরে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[৩৬]

১৯. মুবারক ইবনু ফাযালা রহ. বলেন,

عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

"হাসান বসরী রহ. হতে (মুরসাল-সূত্রে) এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে।"[৩৭]

---

৩৪. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী যায়িদ আম্মিয়্যিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৩৩৩; মুসনাদু বাযযার, ৭৩৪৯।

৩৫. সনদ মুরসাল। হাসান গরীব। বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। দুর্বল স্মৃতিশক্তির দরুন মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : তাবরানী, মু'জামুল কাবির, ৬/৬২ [৫৫১৯]।

৩৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৭৯৩; সহীহ মুসলিম, ১৮৮২।

৩৭. এর সনদ দুর্বল। ভিন্ন সনদে রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৫৪৯।

শহীদের জন্য জান্নাতী হুরের আগমন

২০. আবু হুরাইরা রা. বলেন,

ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَهُمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْدَاءَ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"রাসুল ﷺ-এর নিকট শহীদগণের আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন, শহীদের রক্তে রঞ্জিত জমিন শুকিয়ে যাওয়ার আগেই দুজন স্ত্রী (জান্নাতী হুর) তার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে যেভাবে ধূসর মরুভূমিতে হারানো শাবক ফিরে পেয়ে মা উটনী ছুটে আসে। এ সময় তাদের দুজনের হাতে এক প্রস্থ করে (জান্নাতী) কাপড় থাকে, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে থাকা সকল কিছু হতে উত্তম।"[৩৮]

২১. আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর লাইসী রহ. বলেন,

إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ أَهْبَطَ اللهُ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَأَيْنَ الرَّجُلَ يَرْضَيْنَ مَقْدَمَهُ، قُلْنَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ. فَإِنْ نَكَصَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَإِنْ هُوَ قُتِلَ نَزَلْنَ إِلَيْهِ، فَمَسَحْنَ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ عَفِّرْ مَنْ عَفَّرَهُ، وَتَرِّبْ مَنْ تَرَّبَهُ

"(যুদ্ধের ময়দানে) যখন দুই দল মুখোমুখি হয় তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাত হতে ডাগরনয়না হুরদের দুনিয়ার আসমানে (প্রথম আসমানে) নামিয়ে দেন। তারা যখন কোনো মুজাহিদকে এগিয়ে যেতে দেখে তখন বলে, 'হে আল্লাহ, তাকে দৃঢ়পদ রাখুন।' আর যখন সে পিছু হটে তখন তারা সেখান থেকে সরে যায়। আর যদি সে নিহত হয় তবে তারা তার নিকট নেমে এসে তার চেহারার ধুলোবালি মুছে দেয়। আর এই বলে দুআ করে যে, 'হে আল্লাহ, তাকে যে ধুলোয় মেখেছে আপনি তাকে ধূলিমলিন (অপদস্থ) করুন। তাকে যে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে আপনি তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিন (পরাস্ত করুন)।"[৩৯]

---

৩৮. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাহর ইবনু হাওশাব রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। আরও রয়েছে : সুনানু ইবনি মাজাহ, ২৭৯৮। সনদ দুর্বল।

৩৯. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৫৪০।

২২. মুজাহিদ রহ. বলেন,

كَانَ يَزِيدُ بْنُ شَجَرَةَ مِمَّا يُذَكِّرُنَا فَيَبْكِي، وَيُصَدِّقُ بُكَاءَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، مَا أَحْسَنَ أَثَرَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ تَرَوْنَ مَا أَرَى مِنْ بَيْنِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَأَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، وَفِي الرِّحَالِ مَا فِيهَا، إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُقِيمَتْ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَأَبْوَابُ النَّارِ، فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَأَبْوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ الْحُورُ الْعِينُ، فَاطَّلَعْنَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ، قُلْنَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ. فَإِذَا أَدْبَرَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. فَانْهَكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ، فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي، وَلَا تُخْزُوا الْحُورَ الْعِينَ، فَإِذَا قُتِلَ، كَانَتْ أَوَّلُ نَفْحَةٍ مِنْ دَمِهِ تَحُطُّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَحُطُّ الْوَرَقُ مِنْ غُصْنِ الشَّجَرَةِ، وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ اثْنَتَانِ فَتَمْسَحَانِ عَنْ وَجْهِهِ، وَقُلْنَ: قَدْ أَنَى لَكَ. وَقَالَ لَهُمَا: قَدْ أَنَى لَكُمَا. ثُمَّ كُسِيَ مِائَةَ حُلَّةٍ، لَوْ جَعَلَهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ لَوَسِعَتْ، لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي آدَمَ، وَلَكِنْ مِنْ نَبْتِ الْجَنَّةِ

"ইয়াযিদ ইবনু শাজারাহ রহ. আমাদের বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা বলতেন আর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতেন। তার আমল তার চোখের পানিকে সত্য বলে প্রমাণ করত (যা বলতেন তা নিজেও আমল করতেন)। তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিআমাতসমূহের কথা স্মরণ করো। তোমাদের প্রতি তাঁর নিআমাতসমূহের ছাপ কতই-না উত্তমরূপে ফুটে উঠেছে! হলুদ, লাল, সাদা, কালো বর্ণে আর সাওয়ারির হাওদার মাঝে আমি যেসব (নিআমাত) দেখতে পাই তোমরা যদি তা দেখতে! যখন (জামাআতে) সালাত শুরু হয় তখন আসমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এমনিভাবে যখন দুটি বাহিনী মুখোমুখি হয় তখন আসমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। ডাগরনয়না হুরদের সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর তারা উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে। যখন কেউ অগ্রগামী হয় তারা বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ, তাকে দৃঢ়পদ রাখুন। হে আল্লাহ, তাকে সাহায্য করুন।' যখন কেউ পিছু হটে তারা তার দিক থেকে সরে আসে আর বলে, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দিন।' সমাজের বিশিষ্ট লোকজন, তোমরা নিজেদের নিংড়ে দাও। আমার পিতা-মাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ হোক! এসব ডাগরনয়না

হুরদের তোমরা অপমান কোরো না। যখন কেউ রণাঙ্গনে শহীদ হয়, তার রক্তের প্রথম ফোঁটার সাথে তার গুনাহও ঝরে পড়ে। যেমন (শীতকালে) গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরে পড়ে। এ সময় দুজন (জান্নাতী) রমনী তার নিকট নেমে আসে। তারা তার চেহারা মুছে দিতে দিতে বলে, 'তোমার (যাওয়ার) সময় হয়েছে।' সেও তাদের বলে, 'তোমাদেরও (প্রণয়ের) সময় হয়েছে।' অতঃপর তাকে শত প্রস্থের পোশাক পরানো হয়। চাইলেই যা অনায়াসে দু-আঙুলের মাঝে (ভাঁজ করে) রাখা যায়। এই কাপড় মানুষের হাতে বোনা কাপড় নয়। জান্নাতে বোনা কাপড়।"[৪০]

জান্নাতী নারীর বৈশিষ্ট্য

২৩. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَوْ قِيدُ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتِ الْأَرْضَ طِيبًا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। তোমাদের কারও জান্নাতে একটি ধনুক বা সমপরিমাণ জায়গা লাভও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। জান্নাতের কোনো নারী যদি দুনিয়াতে উঁকি দেয় তবে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর পুরো দুনিয়া সুগন্ধীতে মৌ মৌ করে উঠবে। তার উড়নাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[৪১]

২৪. সাঈদ ইবনু আমীর রহ. বলেন,

لَوْ أَنَّ خَيْرَةً مِنْ خَيْرَاتٍ حِسَانٍ اطَّلَعَتْ مِنَ السَّمَاءِ لَأَضَاءَتْ لَهَا الْأَرْضُ، وَلَقَهَرَ ضَوْءُ وَجْهِهَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَنَصِيفُ تُكْسَاهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَلَأَنْتِ أَحَقُّ أَنْ أَدَعَكِ لَهُنَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُنَّ لَكِ

৪০. সনদ মাওকুফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৫৩৮
৪১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৬৫৬৮।

"অপরূপা কল্যাণময়ীদের (হুরদের) মধ্য হতে একজন কল্যাণময়ী যদি আসমান হতে জমিনের দিকে উঁকি দেয় তাহলে পুরো দুনিয়া আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তার চেহারার উজ্জ্বলতা চাঁদ ও সূর্যকে (আলোকে) ম্লান করে দেবে। তার পরিধেয় উড়নাটিও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" অতঃপর তিনি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন, "নিঃসন্দেহে তাদের জন্য তোমাকে ত্যাগ করা যায়। কিন্তু তোমার জন্য কিছুতেই তাদের ত্যাগ করা যায় না।"[৪২]

শহীদের বাসস্থান

২৫. মুত্তালিব ইবনু হানতাব রহ. বলেন,

إِنَّ لِلشَّهِيدِ غُرْفَةً كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْجَابِيَةِ، أَعْلَاهَا الدُّرُ وَالْيَاقُوتُ، وَجَوْفُهَا الْمِسْكُ وَالْكَافُورُ قَالَ: فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَمَا تَخْرُجُ حَتَّى يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ آخَرُونَ مِنْ بَابٍ آخَرَ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِمْ

"শহীদের জন্য এমন একটি বাগানবাড়ি থাকবে যার ব্যাপ্তি হবে (ইয়ামানের) সানআ শহর হতে (সিরিয়ার) জাবিয়াহ পর্যন্ত। যার ওপরিভাগ মুক্তো ও ইয়াকূত পাথরে নির্মিত হবে। আর ভেতরটা থাকবে মিশক ও কর্পূরে পূর্ণ (সুবাসিত)। সেখানে একদল ফেরেশতা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে তার জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসবেন। তারা বিদায় না হতেই অন্য দরজা দিয়ে মহান রবের উপঢৌকন নিয়ে আরেকদল ফেরেশতা এসে হাজির হবেন।"[৪৩]

শাহাদাতের তামান্না

২৬. আনাস ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

"কোনো ব্যক্তি যখন এমন অবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর নিকট তার জন্য কল্যাণ (উত্তম বিনিময়) রয়েছে, তখন তাকে দুনিয়ার সবকিছু দিলেও সে দুনিয়ায় ফিরে

৪২. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/২৪৪।
৪৩. সনদ মাওকূফ সহীহ।

আসতে আগ্রহী হবে না; একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হবার তামান্না প্রকাশ করবে।"[৪৪]

২৭. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ قَالَ عَلَى النَّاسِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، وَلَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، أَوْ نَحْوَهُ. وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ

"যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি কোনো সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারি সংগ্রহ্ করতে পারছি না, যার ওপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর তারাও আরোহণ করার মতো যথেষ্ট সাওয়ারি জোগাড় করতে পারছে না। আর তাদের জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার পেছনে পড়ে থাকবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) কিংবা তিনি এমন কিছু বলেছেন। (রাসূল ﷺ আরও বলেন,) আমি তো এটাই্ কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাব, অতঃপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আমি আবার শহীদ হব। অতঃপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে।"[৪৫]

২৮. আনাস ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

"জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশ বার শহীদ হয়।"[৪৬]

---

৪৪. সনদ সহীহ্। আরও রয়েছে : সহীহ্ বুখারী, ২৭৯৫; সহীহ্ মুসলিম, ১৮৭৭।

৪৫. সনদ সহীহ্। কিছুটা ভিন্ন শব্দে রয়েছে : সহীহ্ বুখারী, ২৯৭২।

৪৬. সনদ সহীহ্। আরও রয়েছে : সহীহ্ বুখারী,২৮১৭; সহীহ্ মুসলিম, ১৮৭৭।

ভারী করার জন্য এমন ঘোড়ার চেয়ে ভারী কিছু হতে পারে না, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়েছে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় যার ওপর কাউকে আরোহণ করানো হয়েছে।”[৪১]

আল্লাহর রাস্তায় পা ধূলিমলিন হওয়ার ফযীলত

৩২. আবু মুসাব্বিহ হিমসি রহ. বলেন,

بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي صَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيُّ، إِذْ مَرَّ مَالِكٌ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللهِ، ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ اللهُ. قَالَ جَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْجَبَ مَالِكًا قَوْلُهُ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ، نَادَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللهِ، ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ اللهُ. فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ، فَأَجَابَهُ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. فَتَوَاثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ

“একবার আমরা গ্রীষ্মকালীন এক অভিযানে রোমান ভূমিতে সফর করছিলাম। জামাআতের আমীর ছিলেন মালিক ইবনু আব্দিল্লাহ খাসআমী রহ.। তিনি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তিনি তার খচ্চরকে লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মালিক রহ. তাকে বললেন, ‘হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আরোহণের সামর্থ্য দান করেছেন।’ জাবির রা. বললেন, ‘আমি আমার বাহনটিকে বিশ্রাম দিচ্ছি, যাতে বাহিনীর লোকজনের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘যার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত হয়, আল্লাহ তার জন্য

---

৪১. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাওর ইবনু হাওশাব রয়েছেন। তিনি দুর্বল। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২২১২২।

জাহান্নাম হারাম করে দেন।'[৫০] কথাটি মালিক রহ.-এর পছন্দ হলো। তিনি যতদূর থেকে তার আওয়াজ শোনা যায় সে পর্যন্ত গেলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আরোহণের সামর্থ্য দান করেছেন।' জাবির রা. তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমি আমার বাহনটিকে বিশ্রাম দিচ্ছি। যাতে বাহিনীর লোকজনের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যার দুই পা আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।' এই কথা শুনে লোকজন নিজ নিজ বাহন হতে লাফিয়ে নামতে লাগলেন। সেদিনের মতো এত অধিক পদাতিক সৈন্য আমি আর কখনো দেখিনি।"[৫১]

৩৩. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইবনি জাবির রহ. হতে বর্ণিত, আবু মুসাব্বিহ হিমসি রহ. বলেন,

غَزَوْنَا مَعَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ أَرْضَ الرُّومِ، فَسَبَقَ رَجُلٌ النَّاسَ، ثُمَّ نَزَلَ يَمْشِي وَيَقُودُ دَابَّتَهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلَا تَرْكَبُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ وأُصْلِحُ دَابَّتِي لِتُغْنِينِي عَنْ قَوْمِي. قَالَ أَبُو مُصَبِّحٍ: فَنَزَلَ النَّاسُ، فَلَمْ أَرَ نَازِلًا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

"আমরা রোমান ভূমিতে মালিক ইবনু আব্দিল্লাহ খাসআমী রহ.-এর নেতৃত্বে লড়াই করছিলাম। একজন (জাবির রা.) বাহিনীর সম্মুখভাগে এসে নিজের বাহন হতে নেমে তা টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। মালিক রহ. বললেন, 'হে আবু আব্দিল্লাহ, আপনি আরোহণ করছেন না কেন?' তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যে লোকের পা-দুটি ধূলিমলিন হয়, তা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম হয়ে যায়।' আমি আমার বাহনকে বিশ্রাম দিচ্ছি, যাতে বাহিনীর লোকজনের মুখাপেক্ষী না হতে হয়। বর্ণনাকারী আবু মুসাব্বিহ রহ. বলেন, এ কথা শুনে লোকজন নিজ নিজ বাহন হতে নেমে গেল। সেদিনের মতো এত লোককে আমি আর কখনো বাহন থেকে নামতে দেখিনি।"[৫২]

---

৫০. সহীহ বুখারী, ২৮১১।
৫১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৬০৪; মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসী, ১৮৮১।
৫২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২১৯৬২। রাসূল ﷺ-এর হাদীসটি ভিন্ন সনদে রয়েছে :

আল্লাহর রাস্তায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি

৩৪. মাসরূক রহ. বলেন,

مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَهُ سَاجِدًا

"বান্দার দুআ কবুলের জন্য আল্লাহর রাস্তা ব্যতীত সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো সিজদাবনত হওয়া[৫৩]।"[৫৪]

আল্লাহর রাস্তায় গুনাহ ঝরে যায়

৩৫. সালমান ফারসী রা. বলেন,

إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْعَبْدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَتَحَاتُّ عِذْقُ النَّخْلَةِ وَذَكَرَ مِنَ الصَّلَاةِ مِثْلَ ذَلِكَ

"আল্লাহর রাস্তায় যখন বান্দার অন্তর প্রকম্পিত হয় তখন তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে যায় যেভাবে খেজুরের শুকনো কাঁদি ঝরে পড়ে। তিনি সালাত সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন।"[৫৫]

আল্লাহর রাস্তায় সফর করা সদকা হতেও উত্তম

৩৬. সাইদ ইবনু আবি হিলাল রহ. বলেন,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَجِبَ لَهَا النَّاسُ حَتَّى ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعْجَبَتْكُمْ صَدَقَةُ ابْنِ عَوْفٍ ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَرَوْحَةُ صُعْلُوكٍ مِنْ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ يَجُرُّ سَوْطَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ ابْنِ عَوْفٍ

সুনানু তিরমিযী, ১৬৩২।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তারপরেই অন্য আমলের তুলনায় সিজদায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি।

৫৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৭৬৩৮

৫৫. সনদ মাওকূফ সহীহ। তাবরানী ও আবু নুআইম হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। মু'জামুল কাবীর, ৬/২৩৫ [৬০৮৬]; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৩৬৭।

“একবার আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রা. এই পরিমাণ সদকা করলেন যে, লোকজন তাতে বিস্মিত হলেন। একসময় বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর কানে পৌঁছল। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি আব্দুর রহমান ইবনু আওফের সদকা দেখে বিস্মিত হয়েছ?’ সকলে বলল, ‘হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (ﷺ)!’ তিনি বললেন, ‘একজন সহায় সম্বলহীন মুজাহিদ যখন তার চাবুকটি নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় চলে তাও আব্দুর রহমান ইবনু আওফের সদকা হতে উত্তম।”[৫৬]

আল্লাহর রাস্তার ফযীলত

৩৭. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ، الَّذِي لَا يَفْتُرُ عَنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ

“আল্লাহ রাস্তা হতে না ফেরা পর্যন্ত জিহাদরত ব্যক্তির উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে বিরতিহীন সিয়াম পালন করে আর (সালাতে) দণ্ডায়মান থাকে।”[৫৭]

আল্লাহর রাস্তায় আঘাত পাওয়া ব্যক্তির অবস্থা

৩৮. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

“শপথ সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে কিয়ামাতের দিন সেই অবস্থাতেই আগমন করবে। তার রক্তের বর্ণ রক্তের মতোই হবে কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের। আর আল্লাহর রাস্তায় কে আঘাত পেয়েছে তা তিনিই ভালো জানেন।”[৫৮]

---

৫৬. সনদ দুর্বল। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৩৫/২৬৯।

৫৭. সনদ হাসান গরীব। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৭৮৭।

৫৮. সনদ হাসান গরীব। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৮০৩।

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন

৩৯. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

"যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে মুজাহিদ বেশে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যাকে জিহাদ এবং কালিমার বিশ্বাস এই পথে বের হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা তার অর্জিত সাওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ তাকে আপন নিবাসে ফিরিয়ে দেবেন।"[৫৯]

আল্লাহ রাস্তায় আহত হওয়ার ফযীলত

৪০. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْأَتِهَا، إِذَا طُعِنَتْ تُفَجَّرُ دَمًا، فَاللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ مِسْكٍ

"আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানের দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় কিয়ামাতের দিন তা আগের মতোই থাকবে। সে ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়বে। রক্তের রং রক্তের মতোই হবে কিন্তু তা হতে মিশকের সুবাস ছড়িয়ে পড়বে।"[৬০]

ব্যতিক্রমী দুঃসাহসী ও ভীতু!

৪১. আবু হুরাইরা রা. বলেন,

الْجَرِيءُ كُلُّ الْجَرِيءِ الَّذِي إِذَا حَضَرَ الْعَدُوَ وَلَّى فِرَارًا , وَالْجَبَانُ كُلُّ الْجَبَانِ الَّذِي إِذَا حَضَرَ الْعَدُوَ حَمَلَ فِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ , فَقِيلَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَفِرُّ اجْتَرَأَ عَلَى اللهِ , فَفَرَّ , وَإِنَّ الْجَبَانَ فَرِقَ مِنَ اللهِ

---

৫৯. সনদ হাসান গরীব। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৭৪৬৩।
৬০. সনদ সহীহ। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৩৭।

"প্রকৃত দুঃসাহসী হলো সেই ব্যক্তি, যে শত্রুর মুখোমুখি হয় এবং পলায়নপর হয়ে পিছু হটে। আর প্রকৃত ভীতু হলো সেই ব্যক্তি যে শত্রুর সম্মুখীন হয় এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যা চান (ফলাফল) তা-ই হয়। বলা হলো, 'হে আবু হুরাইরা, এটা আবার কেমন কথা?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি পিছু হটে পালিয়েছে সে আল্লাহর ব্যাপারে (আদেশ লঙ্ঘন করে) দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং পালিয়েছে। আর ভীতু ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়েছে।"[৬১]

প্রকৃত সম্মানের অধিকারী

৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

يَجِيءُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: سَيَعلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمَ . فَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِأَوْلِيَائِي الَّذِينَ اهْرَاقُوا دِمَاءَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، فَيَتَطَلَّعُونَ حَتَّى يَدْنُونَ

"(কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় আসবেন। অতঃপর একজন ঘোষক (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন, 'আজকে সকলেই জানতে পারবে, প্রকৃত সম্মানের অধিকারী কারা?' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমার সেসব বন্ধুকে নিয়ে আসো, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করেছে।' তখন তারা উঠবেন এবং (আল্লাহ তাআলার) নিকটবর্তী হবেন।"[৬২]

৪৩. মুআয ইবনু জাবাল রা. বলেন,

يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ الْمُفْجَعُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا الْمُجَاهِدُونَ

"(কিয়ামাতের দিন) একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবেন যে, 'আল্লাহর রাস্তায় নানাবিধ কষ্ট-মুসিবত সয়ে যাওয়া লোকজন কোথায়?' তখন শুধু মুজাহিদগণই উঠে দাঁড়াবেন।"[৬৩]

---

৬১. মাওকুফ হাসান। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. ব্যতীত আর কেউ তা বর্ণনা করেননি।

৬২. সনদ মাওকুফ এবং দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাহর ইবনু হাওশাব রয়েছেন। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। তা ছাড়া গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনাটি নকল করেননি।

৬৩. মাওকুফ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ১৫/৩৩৯, ৩৪০।

ভীতু ও কৃপণের বিশেষ সুযোগ

৪৪. আবু ইমরান জুহানী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَاتَلَ الشُّجَاعُ وَالْجَبَانُ، فَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا الْجَبَانُ، وَإِذَا تَصَدَّقَ الْبَخِيلُ وَالسَّخِيُّ فَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا الْبَخِيلُ

"যখন ভীতু ও সাহসী ব্যক্তি একসাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তখন ভীতু ব্যক্তি অধিক সাওয়াব লাভ করে। আর যখন দানশীল ও কৃপণ উভয়ে দান করে তখন কৃপণ ব্যক্তি অধিক সাওয়াব লাভ করে।"[৬৪ ৬৫]

৪৫. হুজর আল হাজারী রহ. হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾

(সেদিন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে) ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। [৬৬]

এর ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনু জুবাইর রহ. বলেন,

قَالَ هُمُ الشُّهَدَاءُ، هُمْ ثَنِيَّةُ اللهِ حَوْلَ الْعَرْشِ مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ

তারা হলেন শহীদগণ। তাদের আল্লাহ তাআলা ব্যতিক্রম করেছেন। তারা তখন গলায় তরবারি ঝুলিয়ে আরশের পাশে অবস্থান করবেন। [৬৭]

জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম তিনটি শ্রেণি

৪৬. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: فَالشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ

---

৬৪. কারণ, ভীতু ব্যক্তির জন্য লড়াই করা এবং কৃপণ ব্যক্তির জন্য দান করা অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য বিষয়।

৬৫. সনদ মুরসাল যঈফ। বর্ণনাকারী হারিস ইবনু উবাইদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে।

৬৬. সূরা যুমার, ৩৯:৬৮

৬৭. সনদ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর, ৩/৭৩; তাফসীরুত তাবারী, ২০/২৫৫।

. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِي حَقَّهُ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

"জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন (শ্রেণির) ব্যক্তিকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। আর জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম তিন (শ্রেণির) ব্যক্তিকেও আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হলেন, ক) শহীদ, খ) ওই কৃতদাস যে উত্তমরূপে তার রবের ইবাদাত করে এবং নিজের মনিবের প্রতি কল্যাণকামী হয় আর গ) হারাম পরিত্যাগকারী ব্যক্তি, যার পরিবার-পরিজন রয়েছে। জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হলো ক) জোড়পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, খ) সম্পদের হক (যাকাত ও সদকা) অনাদায়কারী সম্পদশালী এবং গ) দরিদ্র অহংকারী।"[৬৮]

আল্লাহ তাআলার পছন্দ ও অপছন্দের মানুষ কারা?

৪৭. ইবনুল আহমাস রহ. বলেন,

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمُ اللهُ، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا حَدَّثْتَ؟ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمُ اللهُ. قَالَ: قُلْتُهُ، وَسَمِعْتُهُ. قُلْتُ: فَمَنِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ فِي فِئَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَانْكَشَفَ أَصْحَابُهُ، فَنَصَبَ نَفْسَهُ وَنَحْرَهُ حَتَّى قُتِلَ، أَوْ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفَرٍ فَأَطَالُوا السُّرَى حَتَّى أَعْجَبَهُمْ أَنْ يُمْسُوا الْأَرْضَ، فَنَزَلُوا، فَقَامَ فَتَنَحَّى حَتَّى أَيْقَظَ أَصْحَابَهُ لِلرَّحِيلِ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ، فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ، أَوْ ظَعْنٌ. قُلْتُ: هَؤُلَاءِ يُحِبُّهُمُ اللهُ، فَمَنِ الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ؟ قَالَ: التَّاجِرُ الْحَلَّافُ أَوِ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ

---

৬৮. সনদ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ৯৪৯২। (ইমাম আহমাদের সনদ দুর্বল)

“আবু যর গিফারী রা. বলেন, ‘তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সর্বাধিক পছন্দ করেন আর তিন ব্যক্তিকে তিনি অপছন্দ করেন।’ এ কথা শুনে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, ‘আমি আপনার ব্যাপারে জানতে পেরেছি যে, আপনি রাসূল ﷺ হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি তা শুনতে চাই।’ তিনি বললেন, ‘কোন হাদীসটি?’ বললাম, ‘তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সর্বাধিক পছন্দ করেন আর তিন ব্যক্তিকে তিনি অপছন্দ করেন।’ তিনি বললেন, ‘আমি তা বলেছি এবং রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ্ তাআলা যাদের পছন্দ করেন তারা কারা?’ তিনি বললেন, ‘ক) যে ব্যক্তি কোনো বাহিনী বা ক্ষুদ্র দলে ছিল, যার সঙ্গীগণ পালিয়ে গেছে কিন্তু সে নিজে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং লড়াই করে নিহত হয়েছে অথবা আল্লাহ্ তাআলা তাকে বিজয় দান করেছেন। খ) যে ব্যক্তি কোনো মুসাফির দলের সাথে সফর করে’ যারা দীর্ঘ রজনি সফর করে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে জমিনে অবতরণ করে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি এক কোণে জাগ্রত থাকে এবং নিজের সফরসঙ্গীদের সফরের জন্য জাগিয়ে দেয়। এবং গ) ওই ব্যক্তি, যার একজন মন্দ প্রতিবেশী রয়েছে। মৃত্যু কিংবা স্থান পরিবর্তন তাদের একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন করার আগ পর্যন্ত সে তার প্রতিবেশীর উপদ্রব সহ্য করে।’ আমি বললাম, ‘এদের তো আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন। আর তিনি যাদের অপছন্দ করেন তারা কারা?’ তিনি বললেন, ‘ক) অত্যধিক শপথকারী ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা, খ) খোঁটাদাতা কৃপণ আর গ) দরিদ্র অহংকারী।”[৬৯]

সবচেয়ে মর্যাদাবান শহীদ

৪৮. ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي الصَّفِّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، إِنَّ رَبَّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلَى قَوْمٍ، فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ

“আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান শহীদ হলেন তারা, যারা যুদ্ধের সারিতে দাঁড়ানোর পর শাহাদাতবরণের আগ পর্যন্ত অন্যদিকে ফিরেও তাকায় না। তারা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানায় গড়াগড়ি খাবে। তোমার রব তাদের প্রতি তাকিয়ে

---

৬৯. সনদ হাসান গরীব। আল্লামা ইরাকীর মতে বর্ণনাকারী ইবনুল আহমাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তাখরীজু ইহইয়া, ৪/১০৪,১০৫। সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২১৩৫৫।

হাসবেন। নিঃসন্দেহে তোমার রব যখন কোনো দলের দিকে তাকিয়ে হাসেন তখন তাদের কোনো হিসাব নেয়া হয় না।”[৭০]

৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রা. বলেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا وَاجَهُوا عَدُوَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَاضِعًا سَيْفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُجْزِيكَ نَفْسِيَ الْيَوْمَ بِمَا أَسْلَفْتُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، فَيُقْتَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا

“আমি কি তোমাদের কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান শহীদগণ সম্পর্কে জানাব? তারা হলেন সেসব ব্যক্তি, যারা যুদ্ধের সারিতে শত্রুর সাক্ষাতে ডানে-বামে কোনো দিকেই তাকায় না। তরবারি কাঁধে নিয়ে তারা বলেন, ‘হে আল্লাহ, আমি বিগত অবসর দিনগুলোতে যা কিছু করেছি তার (শূন্যতা পূরণের) জন্য আজ আপনার পথে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি।’ অতঃপর সে যুদ্ধে নিহত হয়। তারাই সেসব শহীদ, যারা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানায় যেখানে ইচ্ছা শুয়ে গড়াগড়ি খাবে।”[৭১]

সমুদ্রে নিমজ্জিত শহীদের মর্যাদা

৫০. হাযযায ইবনু মালিক রহ. বলেন,

قَالَ لِي كَعْبٌ: أَلَا أُنَبِّئُكَ يَا هَزَّازُ بْنَ مَالِكٍ بِأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: الْمُحْتَسِبُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ يَا هَزَّازُ بْنَ مَالِكٍ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: مَنْ غَرِقَ فِي بَحْرِهِ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ يَا هَزَّازُ بْنَ مَالِكٍ بِأَقَلِّ أَهْلِ الْجُمُعَةِ أَجْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا الرَّكْعَةَ

৭০. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও আছে : মুসনাদু আহমাদ, ২২৪৭৬।
৭১. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী যুহাইর ইবনু সালিম দুর্বল। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/২৯১।

الْأَخِيرَةَ أَوِ السَّجْدَةَ الْأَخِيرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، مَا يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَكَذَا، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ

"কা'আব রা. আমাকে বললেন, 'হে হাযযায ইবনু মালিক, আমি কি তোমাকে কিয়ামাতের দিন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী শহীদের কথা বলব?' (হাযযায) বললেন, 'অবশ্যই, বলুন।' তিনি বললেন, 'যে শহীদ নিজেই নিজের হিসাব রাখে।' অতঃপর বললেন, 'হে হাযযায ইবনু মালিক, আমি কি তোমাকে বলব যে, কারা এই মর্যাদা লাভ করবে?' (হাযযায) বললেন, 'অবশ্যই, বলুন।' তিনি বললেন, 'যারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।' অতঃপর বললেন, 'হে হাযযায ইবনু মালিক, আমি কি তোমাকে বলব যে, জুমআর সালাতে কে সবচেয়ে কম সাওয়াব লাভ করে?' (হাযযায) বললেন, 'অবশ্যই, বলুন।' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি শুধু শেষ রাকাআত বা শেষ সিজদা পায়' অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! কিয়ামাতের দিন লোকজন শহীদগণের প্রতি এমনভাবে তাকাবে।' বলে তিনি আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকালেন।"[৭২]

সর্বোত্তম জিহাদ

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর রহ. বলেন,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

"রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?' তিনি বললেন, '(জিহাদে) যার ঘোড়ার পা কাটা হয়েছে আর তার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।"[৭৩]

শাহাদাতের তামান্নায় লড়াইকারী আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা

৫২. খালিদ ইবনু মা'দান রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

الشُّهَدَاءُ أُمَنَاءُ اللهِ ، قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ

শহীদগণ (শাহাদাতের তামান্নায় লড়াইকারীগণ) আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা। তারা রণক্ষেত্রে নিহত হোক কিংবা বিছানায় মৃত্যুবরণ করুক।[৭৪]

---

৭২. সনদ দুর্বল। একাধিক বর্ণনাকারীর সমস্যা রয়েছে।

৭৩. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৪২৩৩।

৭৪. সনদ মুরসাল যঈফ। আবু বকর ইবনু আবি মারইয়াম দুর্বল।

অন্তিম শয্যায় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা.

৫৩. আবু ওয়াইল রহ. বলেন,

لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْوَفَاةُ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلٍ شَيْءٍ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُّهَا وَأَنَا مُتَتَرِّسٌ بِفَرَسِي، وَالسَّمَاءُ تَهُلُّنِي، مُنْتَظِرٌ الصُّبْحَ حَتَّى نُغِيرَ عَلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَانْظُرُوا سِلَاحِي وَفَرَسِي فَاجْعَلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ خَرَجَ عُمَرُ عَلَى جَنَازَتِهِ، فَذَكَرَ قَوْلَهُ، مَا عَلَى نِسَاءِ أَبِي الْوَلِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ عَلَى خَالِدٍ مِنْ دُمُوعِهِنَّ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً

"যখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা.-এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি বললেন, 'সম্ভাব্য সব জায়গাতেই আমি শাহাদাতের সুযোগ সন্ধান করেছি। কিন্তু আমার জন্য এটাই নির্ধারিত ছিল যে, আমি বিছানায় মৃত্যুবরণ করব। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্যদানের পর আমার জন্য সবচেয়ে আশাপ্রদ আমল হলো সেই রাতের আমল, যে রাতে আসমান আমার ওপর ভেঙে পড়ছিল (মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল) আর আমি ঘোড়ার পিঠে বসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম। এমন অবস্থাতেও আমি শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভোরের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার মৃত্যুর পর আমার অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া আল্লাহর রাস্তার জন্য দান করে দেবে।' তার মৃত্যুর পর উমর রা. তার জানাযার উদ্দেশ্যে বের হন এবং বলেন, 'আবুল ওয়ালিদের স্ত্রী কন্যাগণ তার জন্য অশ্রু বিসর্জন দিতে পারবে। তবে (শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে) মাথায় ধূলি নিক্ষেপ ও চিৎকার করতে পারবে না।'"[৭৫]

ইকরামা রা.-এর শাহাদাত

৫৪. ছাবিত বুনানী রহ. বলেন,

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ تَرَجَّلَ يَوْمَ كَذَا، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ قَتْلَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَدِيدٌ. قَالَ: خَلِّ عَنِّي يَا خَالِدُ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكَ مَعَ

৭৫. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৩৮১।

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقَةٌ . وَإِنِّي وَأَبِي كُنَّا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَمَشَى حَتَّى قُتِلَ

"(ইয়ামামার) যুদ্ধের দিন ইকরামা ইবনু আবি জাহ্‌ল রা. তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠেন (শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন)। তখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. তাকে বলেন, 'আপনি এমন করবেন না। কারণ, আপনার শাহাদাত মুসলমানদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।' তিনি বললেন, 'হে খালিদ, আমাকে ছেড়ে দিন। ইতিপূর্বে রাসূল ﷺ-এর সাথে আপনার অনেক কীর্তিগাথা রয়েছে। অথচ আমি আর আমার পিতা রাসূল ﷺ-এর প্রতি কঠোরতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এই বলে তিনি চলে গেলেন এবং শহীদ হলেন।'"[৭৬]

ইকরামা রা.-এর ইসলামের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর স্বপ্ন

৫৫. আবু বকর ইবনু আব্দির রহমান ইবনুল হারিস রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ أَبَا جَهْلٍ أَتَانِي فَبَايَعَنِي، فَلَمَّا أَسْلَمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قِيلَ صَدَّقَ اللهُ رُؤْيَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا كَانَ لِإِسْلَامِ خَالِدٍ. قَالَ: لَيَكُونَنَّ غَيْرُهُ حَتَّى أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، فَكَانَ ذَلِكَ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ

"আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আবু জাহ্‌ল এসে আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে। এর কিছুদিন পর যখন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন বলা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। আর সেটা ছিল খালিদ রা.-এর ইসলাম গ্রহণ।' রাসূল ﷺ বললেন, সেটা বরং অন্য কেউ হবে। একসময় ইকরামা ইবনু আবি জাহ্‌ল রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন। মূলত এটাই ছিল তাঁর স্বপ্নের বাস্তবতা।"[৭৭]

---

৭৬. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইমাম বুখারী, তারীখুল আওসাত, ১৭২; বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, ১৭৯২০।
৭৭. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। সহীহ ও মারফু সনদে রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৫০৬০।

কুরআনের প্রতি ইকরামা রা.-এর ভালোবাসা

৫৬. ইবনু আবি মুলাইকাহ রহ. বলেন,

كَانَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فَيَضَعُهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَيَبْكِي، وَيَقُولُ: كِتَابُ رَبِّي، وَكَلَامُ رَبِّي

"ইকরামা ইবনু আবি জাহ্‌ল রা. কুরআন নিয়ে নিজের চেহারার ওপর রাখতেন আর অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতেন, 'আমার রবের কিতাব! আমার প্রতিপালকের বাণী!'"[৭৮]

রাসূল ﷺ-এর বদদুআ

৫৭. হানযালাহ ইবনু আবি সুফইয়ান রহ. বলেন,

سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قِيلَ لَهُ: فِيمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨] ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোনো করণীয় নেই। কারণ, তারা রয়েছে অন্যায়ের ওপর।[৭৯]

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাইলে সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ রা.-কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ, সুহাইল ইবনু আমর আর হারিস ইবনু হিশামের বিরুদ্ধে বদদুআ করতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

---

৭৮. সনদ মুরসাল সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৫০৬২।

৭৯. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১২৮

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোনো করণীয় নাই। কারণ, তারা রয়েছে অন্যায়ের ওপর।"[৮০ ৮১]

৫৮. সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ রা. তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا . بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨]

"তিনি শুনেছেন যে, রাসূল ﷺ ফজরের সালাতের দ্বিতীয় রাকাআতে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে 'سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হাম্দ) বলার পর বলতেন, 'اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا' অর্থাৎ হে আল্লাহ, অমুক অমুকের প্রতি আপনার লানত (আযাব) বর্ষণ করুন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন,

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোনো করণীয় নাই। কারণ, তারা রয়েছে অন্যায়ের ওপর।"[৮২ ৮৩]

কবরজগতে শহীদের নিআমাত

৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন, ইবনু জুরাইজ রহ. তার নিকট বর্ণনা করেন,

عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

---

৮০. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১২৮

৮১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪০৭০।

৮২. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১২৮

৮৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪০৬৯।

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩] . قَالَ: يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ ، وَيَجِدُونَ رِيحَهَا ، وَلَيْسُوا فِيهَا

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তোমরা কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।'[৮৪]

এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহ. বলেন, (কবরজগতেই) তারা জান্নাতে প্রবেশ করেন না। তবে জান্নাতের ফলমূল ও সুবাসযুক্ত বাতাস লাভ করেন।[৮৫]

জান্নাতে শহীদগণের আমোদ-ফুর্তি ও ভূরিভোজ

৬০. উবাই ইবনু কাআব রা. বলেন,

الشُّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ مِنْ رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، يُبْعَثُ لَهُمْ حُوتٌ وَثَوْرٌ يَعْتَرِكَانِ فَيَلْهُونَ بِهِمَا، فَإِذَا اشْتَهَوُا الْغَدَاءَ عَقَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، يَجِدُونَ فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ طَعَامٍ فِي الْجَنَّةِ. وَفِي لَحْمِ الْحُوتِ طَعْمُ كُلِّ شَرَابٍ

"শহীদগণ জান্নাতের সম্মুখভাগে অবস্থিত উদ্যানে গম্বুজসমূহের ছায়ায় অবস্থান করবেন। তাদের সামনে একটি মাছ আর একটি ষাড় পাঠানো হবে, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে আর তারা তা উপভোগ করবেন। যখন তারা মধ্যাহ্নভোজ করতে চাইবে তখন (মাছ ও ষাড়ের) একটি অন্যটিকে হত্যা করবে। অতঃপর তারা এর গোশত আহার করবে। ষাঁড়টির গোশতে জান্নাতের সমস্ত খাদ্যের স্বাদ পাবে আর মাছের মধ্যে জান্নাতের সব ধরনের পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করবে।"[৮৬]

---

৮৪. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৬৯

৮৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ২/৬৯৯।

৮৬. সনদ হাসান গরীব। বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু শাদ্দাদ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। আরও রয়েছে : ইবনু হান্নাদ সাররি, কিতাবুয যুহদ, ১৬৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৩৫০; তাফসীরুত তাবারী, ২/৭০২।

শহীদগণ পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবে

৬১. কাআব রা. বলেন,

جَنَّةُ الْمَأْوَى فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ تَرْتَعِي فِيهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ

'জান্নাতুল মাওয়াতে সবুজ বর্ণের কিছু পাখি রয়েছে। শহীদগণের আত্মা সেসব পাখিতে প্রবেশ করে উড়ে বেড়াবে।'[৮৭]

৬২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَطْعَمِهِمْ وَرَأَوْا حُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ. قَالُوا: يَالَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ...} [آل عمران: ١٦٩]

"উহুদ যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়, মহান আল্লাহ তাদের রূহগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা জান্নাতের ঝরনাসমূহের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানকার ফলমূল খায় এবং 'আরশের ছায়ায় ঝোলানো সোনার ফানুসে বসবাস করে। তারা যখন নিজেদের খাবারের সুঘ্রাণ পেল এবং সুসজ্জিত বাসস্থান দেখতে পেল, তখন বলল, 'যদি আমাদের ভাইয়েরা জানতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কীভাবে সম্মানিত করেছেন আর আমরা কিসের (নিআমাতের) মধ্যে আছি! যাতে (এটা জানতে পেরে) তারা জিহাদের ব্যাপারে বিমুখ না হয় এবং যুদ্ধের ব্যাপারে উদাসীনতা না দেখায়। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আমি তাদের নিকট তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দেব। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

---

৮৭. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৪২৫; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/৩৮১।

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তোমরা কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"[৮৮] [৮৯]

শহীদের জন্য নতুন দেহ

৬৩. হিব্বান ইবনু আবি জাবালাহ রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا اسْتُشْهِدَ الشَّهِيدُ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ جَسَدًا كَأَحْسَنِ جَسَدٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِرُوحِهِ، فَأُدْخِلَ فِيهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، وَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِمَّنْ يَتَحَزَّنُ عَلَيْهِ، فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَهُ أَوْ يَرَوْنَهُ فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَزْوَاجِهِ

"শহীদ যখন শাহাদাতবরণ করেন তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য অত্যন্ত সুদর্শন একটি দেহ তৈরি করেন। অতঃপর তার অন্তরকে সেই দেহে প্রবেশ করানোর আদেশ দান করেন। তাকে সেখানে প্রবেশ করানো হয়। তখন সে তার সদ্য বেড়িয়ে আসা (আগের) দেহের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, তার সাথে কী আচরণ করা হচ্ছে? এবং তার চারপাশে সমবেত শোক প্রকাশকারীদেরও দেখতে পায়। এতে তার ধারণা হয় যে তারা তার কথা শুনতে পাচ্ছে কিংবা তাকে দেখতে পাচ্ছে। অতঃপর সে তার (জান্নাতী) রমণীদের কাছে চলে যায়।"[৯০]

শহীদগণের ব্যাপারে একটি আয়াত, যা পরে রহিত হয়ে যায়

৬৪. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

মাউনা নামক কূপের পাশে সংঘটিত লড়াইয়ে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে কুরআনে একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা তিলাওয়াত করেছি। পরে তা রহিত হয়ে যায় (এবং উঠিয়ে নেয়া হয়)। আয়াতটি ছিল এমন,

---

৮৮. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৬৯

৮৯. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২৩৮৮; সুনানু আবি দাউদ, ২৫২০।

৯০. সনদ মুরসাল এবং যঈফ। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনি আনআম রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। তা ছাড়া হাদীসটি তিনি ব্যতীত ভিন্ন কোনো সনদেও পাওয়া যায় না।

بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ .

"আমাদের গোত্রীয় লোকজনের কাছে এ কথা পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছি।"[৯১]

যে সকল মুজাহিদ ও তাদের সন্তানের রিযিক জান্নাতে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে

৬৫. কাসিম ইবনু মুখাইমারাহ এবং হাকাম ইবনু উতাইবাহ রহ. বলেন,

أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلَ ، فَجَلَسَ، وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا إِنَّ هَذَا لَوْ سَلَّمَ لَرَدَدْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: وَهَلْ تَعْرِفُهُ قَالَ: نَعَمْ هَذَا مِنَ الثَّمَانِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا مَعَكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، أَرْزَاقُهُمْ وَأَرْزَاقُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى اللهِ فِي الْجَنَّةِ

"একবার হারিসা ইবনু নু'মান রা. রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি ﷺ জিবরীল আ.-এর সাথে নিভৃতে কথা বলছিলেন। হারিসা রা. সালাম না দিয়েই বসে পড়লেন। জিবরীল আ. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকটি সালাম দিলে আমি তার সালামের উত্তর দিতাম।' রাসূল ﷺ বললেন, 'আপনি কি তাকে চেনেন?' জিবরীল আ. বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি সেই আশি জনের একজন, যারা হুনাইনের যুদ্ধে আপনার সাথে ধৈর্যধারণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে জান্নাতে তাদের এবং তাদের সন্তানদের রিযিক রয়েছে।"[৯২]

আল্লাহর রাস্তায় যেকোনো প্রকার মৃত্যুতেই জান্নাতের নিআমাত রয়েছে

৬৬. সালামান ইবনু আমীর শা'বানী রহ. বলেন,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَحْدَمٍ الْخَوْلَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ حَضَرَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فِي الْبَحْرِ

---

৯১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৮১৪।
৯২. সনদ সহীহ।

مَعَ جَنَازَتَيْنِ، أَحَدُهُمَا أُصِيبَ بِمَنْجَنِيقٍ، وَالْآخَرُ تُوُفِّيَ، فَجَلَسَ فَضَالَةُ عِنْدَ قَبْرِ الْمُتَوَفَّى، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَ الشَّهِيدَ، فَلَمْ تَجْلِسْ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: مَا أُبَالِي مِنْ أَيِّ حُفْرَتَيْهِمَا بُعِثْتُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ} [الحج: ٥٩]. فَمَا تَبْغِي أَيُّهَا الْعَبْدُ، إِذَا دَخَلْتَ مُدْخَلًا تَرْضَاهُ، وَرُزِقْتَ رِزْقًا حَسَنًا، وَاللهِ مَا أُبَالِي مِنْ أَيِّ حُفْرَتَيْهِمَا بُعِثْتُ

"আব্দুর রহমান ইবনু জাহদাম খাওলানী রহ. বর্ণনা করেন, একবার সমুদ্র অভিযানে তিনি ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা.-এর নিকট দুটি মৃতদেহ নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের একজন (শত্রুপক্ষের) গোলার আঘাতে শহীদ হন আর অপরজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। (দাফনের পর) ফাযালা রা. স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর কবরের পাশে বসেন। তাকে বলা হলো 'আপনি শহীদকে পরিত্যাগ করলেন! তার পাশে বসলেন না?' তিনি বললেন, 'আমি তাদের দুজনের কার (মতো) কবর হতে পুনরুত্থিত হব তার পরওয়া করি না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

'যারা আল্লাহর রাস্তায় গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে; আল্লাহ তাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। তাদের অবশ্যই এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে; আর নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।'[১৩]

অতএব হে আল্লাহর বান্দা, যখন তুমি তোমার পছন্দের বাসস্থান আর উত্তম রিযিক লাভ করলে তখন আর কী চাও? আল্লাহর শপথ! আমি তাদের দুজনের কার (মতো) কবর হতে পুনরুত্থিত হব তার পরোয়া করি না।"[১৪]

---

১৩. সূরা হজ, ২২:৫৮, ৫৯

১৪. সনদ দুর্বল। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। এর চেয়ে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ১৬/৬১৯।

আল্লাহর রাস্তার নিয়্যাতে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করলেই শহীদ

৬৭. ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي رِكَابِهِ فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ أَوْ مَاتَ بِأَيِّ حَتْفٍ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার পা-দানিতে পা রাখে, আর এমন অবস্থায় কোনো বিষাক্ত কীট তাকে দংশন করে অথবা তার বাহন (পশুটি) তাকে ছুড়ে ফেলে কিংবা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কারণে সে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদ।"[৯৫]

শহীদের প্রকারসমূহ

৬৮. জাবির ইবনু আতীক রা. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيعِ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ. قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ . قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا؛ فَإِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ

---

৯৫. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মারফু সনদে রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ২৪৯৯। আবু মূসা আশআরী রা. হতে। সনদ দুর্বল।

"রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস রা.[১৬] এর রোগের কথা শুনে তাকে দেখতে আসলেন। এসে দেখেন তিনি অচেতন অবস্থায় রয়েছেন। রাসূল ﷺ তাকে জোরে ডাকলেন। কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিলেন না (তবে তখনো মারা যাননি)। তখন রাসূল ﷺ 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করে বললেন, 'আবু রাবী, আমরা তোমাকে হারালাম!' এ কথা শুনে মহিলারা চিৎকার করে উঠল। কাঁদতে শুরু করল। জাবির ইবনু আতীক রা. তাদের থামানোর চেষ্টা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'এদের ছেড়ে দাও (কাঁদতে দাও)। তবে যখন সে স্থির হয়ে যাবে তখন যেন আর (এভাবে চিৎকার করে) না কাঁদে।' লোকজন বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, স্থির হয়ে যাওয়ার অর্থ কী?' রাসূল ﷺ বললেন, 'যখন মারা যাবে।' এমন সময় তার মেয়ে (পিতাকে লক্ষ্য করে) বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার আশা ছিল আপনি শহীদ হবেন! আপনি তো (আল্লাহর রাস্তার) প্রস্তুতি সেরেই রেখেছিলেন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাকে তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। শাহাদাত বলতে তোমরা কী বোঝো?' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া।' রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকার শহীদ রয়েছে। ক) পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ, খ) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, গ) মহামারিতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, ঘ) মাটিচাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, ঙ) আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, এবং চ) গর্ভবতী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী নারীও শহীদ।[১৭ ১৮]

৬৯. তরিক ইবনু শিহাব রহ. বলেন,

ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، الشُّهَدَاءَ، فَقِيلَ: إِنَّ فُلَانًا قُتِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا شَهِيدًا، وَفُلَانًا قُتِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا شَهِيدًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ شُهَدَاؤُكُمْ إِلَّا مَنْ قُتِلَ إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ، إِنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ، وَيَغْرَقُ فِي الْبُحُورِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

১৬. গ্রন্থকার আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস লিখেছেন। আসলে তা আব্দুল্লাহ ইবনু সাবিত হবে।
১৭. এই বর্ণনায় সপ্তম প্রকারটির উল্লেখ নেই। সুনানু নাসাঈর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে 'وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ' বিষফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। সুনানু নাসাঈ, ১৮৪৬। সনদ সহীহ।
১৮. সনদ সহীহ।

“একবার কয়েকজন লোক আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর নিকট শহীদগণের আলোচনা করল। তারা বলতে লাগল, ‘অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধের দিন শহীদ হয়েছেন আর অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধের দিন।’ তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বললেন, ‘একমাত্র (আল্লাহর রাস্তায়) নিহত ব্যক্তিগণই যদি শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে তো তোমাদের দৃষ্টিতে শহীদের সংখ্যা অনেক কম হবে! যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে গেছে বা সমুদ্রে ডুবে গেছে, অথবা যাকে হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে তারা সবাই কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট শহীদ বলে গণ্য হবেন।’”[৯৯]

আল্লাহর রাস্তার একদিন

৭০. আবু হুরাইরা রা. বলেন,

أَيَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَفْتُرُ، وَيَصُومُ فَلَا يُفْطِرُ، مَا كَانَ حَيًّا؟ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْهُ

“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আমৃত্যু বিরামহীন সালাত আদায় করে যাবে আর বিরতিহীন সিয়াম পালন করবে? বলা হলো, ‘হে আবু হুরাইরা, কে এমন সামর্থ্য রাখে?’ তিনি বললেন, ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের একদিন তার চেয়েও উত্তম!”[১০০]

৭১. আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান রা. তার গোত্রের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَقَدْ تَبَيَّنَ، إِي وَاللهِ، لَقَدْ شَغَلْتُكُمْ عَنِ الْجِهَادِ حَتَّى حَقَّتْ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعِرَاقِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِمِصْرَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَأَلْفِ يَوْمٍ لِلصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ

---

৯৯. সনদ হাসান গরীব। আরও রয়েছে : সুনানু সাঈদ ইবনি মানসূর, ২৬১৭।
১০০. সনদ হাসান।

"হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আমি তোমাদের জিহাদ হতে বিরত রেখেছিলাম যদ্দরুন আমার এবং তোমাদের ওপর যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে! অতএব যে শামের দিকে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) যেতে চায় সে যেন তা-ই করে। যে ইরাক অভিমুখে যেতে চায় সে যেন তা-ই করে আর যে মিসরের দিকে যেতে চায় সেও যেন তা-ই করে। কেননা, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের একদিন ওই ব্যক্তির হাজার দিনের সমান, যে বিরতিহীন সিয়াম পালন করে আর নিরলস সালাতে দণ্ডায়মান থাকে।"[১০১]

৭২. একবার উসমান ইবনু আফফান রা. মিনায় অবস্থিত মাসজিদুল খাইফে উপস্থিত হয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ كَتَمْتُكُمُوهُ ضِنًّا بِكُمْ، وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أُبْدِيَهُ نَصِيحَةً لِلّٰهِ وَلَكُمْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ، فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ

"হে লোকসকল, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে একটি হাদীস শুনেছিলাম। কিন্তু তোমরা (দীনের ব্যাপারে) কৃপণ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তা গোপন রেখেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আল্লাহর এবং তোমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেব। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় একদিন এর বাইরের হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম।' অতএব তোমাদের সকলেই যেন নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করে নেয়।"[১০২]

জিহাদ একটি ফরয বিধান

৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, জুওয়াইবির রহ. তার নিকট বর্ণনা করেন,

عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢١٦]. قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقِتَالِ فَكَرِهُوهَا، فَلَمَّا بَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَ أَهْلِ الْقِتَالِ،

---

১০১. সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। একাধিক বর্ণনাকারী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না।

১০২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৬০৯।

وَفَضِيلَةَ أَهْلِ الْقِتَالِ، وَمَا أَعَدَ اللهُ لِأَهْلِ الْقِتَالِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ لَهُمْ، لَمْ يُؤْثِرْ أَهْلُ الْيَقِينِ بِذَلِكَ عَلَى الْجِهَادِ شَيْئًا، فَأَحَبُّوهُ وَرَغِبُوا فِيهِ، حَتَّى أَنَّهُمْ يَسْتَحْمِلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُهُمْ {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة: ٩٢]، وَالْجِهَادُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾

'তোমাদের ওপর (সশস্ত্র) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়।'[১০৩]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম যাহহাক রহ. বলেন, কিতালের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের (আসহাবুর রাসূলের কারও কারও) কাছে তা কষ্টকর মনে হলো। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা কিতালে অংশ নেয়া লোকজনের সাওয়াব, মর্যাদা এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বরাদ্দকৃত জীবন ও রিযিক ইত্যাদির বর্ণনা দিলেন তখন তাতে বিশ্বাস রাখা লোকজন (সাহাবীগণ) অন্যকিছুকেই আর জিহাদের ওপর প্রাধান্য দিলেন না। তারা জিহাদের জন্য এতটাই উদগ্রীব ও উন্মুখ হয়ে উঠলেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার বাহনের আবদার করতে লাগলেন। প্রয়োজনীয় বাহন না পেয়ে তাদের অবস্থা এমন হলো, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

'তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না, যা ব্যয় করবে।'[১০৪]

(ইমাম যাহহাক বলেন,) জিহাদ আল্লাহ তাআলার ফরয বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ফরয।[১০৫]

---

১০৩. সূরা বাকারা, ২:২১৬

১০৪. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯:৯২

১০৫. সনদ সহীহ।

৭৪. উসমান ইবনু আতা রহ. এর পিতা আতা খুরাসানী রহ. তার নিকট বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: {مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} [النساء: ٧٥]. قَالَ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِينَ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করছ না?'[১০৬]

এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, 'আয়াতটি হিজরতের (হুকুমের) পর মক্কায় অবস্থানকারী অপারগ মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।'[১০৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথা অকাট্য সত্য

৭৫. মা'মার রহ. বর্ণনা করেন,

عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ} [الأحزاب: ٢٢] . قَالَ أَنْزَلَ اللهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا} [البقرة: ٢١٤] ، {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ} [الأحزاب: ٢٢] لِقَوْلِهِ: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ} [البقرة: ٢١٤]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾

---

১০৬. সূরা নিসা, ৪:৭৫

১০৭. সনদ হাসান গরীব। উসমান ইবনু আতা খুরাসানী যঈফ রাবী। তবে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৭/২২৬, ২২৭।

“যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।”[১০৮]

এর ব্যাখ্যায় কাতাদা রহ. বলেন, ‘এই আয়াতে সূরা বাকারার একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।’ সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾

“তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ তোমরা সেসব লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর বিপদ ও কষ্ট এসেছে। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্যে কখন আসবে! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।”[১০৯,১১০]

জিহাদের বাসনা ও জান্নাতের সুঘ্রাণ

৭৬. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُيِّبْتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللهِ، لَئِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَّ اللهُ كَيْفَ أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ

১০৮. সূরা আহযাব, ৩৩:২২

১০৯. সূরা বাকারা, ২:২১৪

১১০. সনদ সহীহ। মূলত এই বর্ণনায় কষ্ট ও মুসিবত সহ্য করার পর সাহায্যের দেখা পাওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ১৯/৬০।

مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ أَثَرًا مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ ، فَقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ ، فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: ٢٣]

"আমার চাচা আনাস ইবনু নাযর রা., যার নামানুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে, বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ব্যাপারটি তার নিকট অসহনীয় লাগছিল। তিনি বলেন, মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত ছিলেন আমি তাতে অনুপস্থিত রইলাম। আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দেখবেন আমি কি করি। এ কথা বলার সাথে সাথে তার ভয় হলো যে, তিনি (যথাসময়ে আবার) বিপরীত কিছু বলেন কি না। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হন। উহুদে যেতে পথিমধ্যে সা'দ ইবনু মুআয রা.-এর সাথে তার দেখা হয়। তিনি প্রশ্ন করেন, হে আবূ আমর, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আহা! জান্নাতের ঘ্রাণের দিকে। আমি উহুদের দিকে তা অনুভব করছি। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তার শরীরে আশিটিরও বেশি জখম ছিল। এর মধ্যে কিছু ছিল তরবারির আঘাত, কিছু তিরের আঘাত আর কিছু বর্শার আঘাত। আমার ফুফু রুবাই বিনতু নাযর রা. বলেন, জখমের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারছিলাম না। শুধু তার আঙুলের গোছা দেখেই তাকে চিনতে পেরেছি। তার সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।"[১১১] [১১২]

---

১১১. সূরা আহযাব, ৩৩:২৩

১১২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ৩২০০; সহীহ মুসলিম, ১৯০৩।

জান্নাতের প্রশস্ততা

৭৭. আবু বকর ইবনু হাফস রহ. বলেন,

قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ}، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ قَسْحَمٍ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: وَبَخٍ عَلَى وَجْهَيْنِ عَلَى التَّعَجُّبِ، وَعَلَى الْإِنْكَارِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: بَخٍ بَخٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِمْتَ أَنِّي إِنْ دَخَلْتُهَا كَانَ لِي فِيهَا سَعَةٌ. قَالَ: أَجَلْ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ قَسْحَمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلْقَاهَا وِلَاءَ الْقَوْمِ فَتَصْدُقَ اللهَ، قَالَ: فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: تَخَلَّ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا، ثُمَّ تَقَدَّمْ. فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

বদর যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য।"[১১৩]

তখন ইবনু কাসহাম আনসারী নামক জনৈক সাহাবী বলে ওঠেন, 'بَخٍ بَخٍ' অর্থাৎ বাহ বাহ! বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনু হাফস রহ. বলেন, 'শব্দটি বিস্ময় প্রকাশ এবং অস্বীকার উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।' তার মুখে এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'بَخٍ بَخٍ' তথা 'বাহ! বাহ!' বলে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এটা শুনে বিস্মিত হয়েছি। আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি তাহলে কি আমার জন্য এই পরিমাণ প্রশস্ততা হবে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, হবে।' ইবনু কাসহাম রা. আবার বলনে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মধ্যে আর এই জান্নাতের মধ্যে কতটুকু দূরত্ব রয়েছে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি এই (শত্রু) গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

---

১১৩. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৩৩।

দাঁড়াবে আর এর পরেই আল্লাহ তাআলার বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।' এই শুনে তিনি তার হাতে থাকা কয়েকটি খেজুর ছুড়ে ফেললেন আর দুনিয়ার খাদ্য ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হলেন।[১১৪]

খোঁড়া ও বৃদ্ধ সাহাবীর জিহাদের বাসনা

৭৮. ইকরামা রহ. বলেন,

كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ قَالَ لِبَنِيهِ: أَخْرِجُونِي. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَرَجُهُ، وَحَالُهُ، فَأَذِنَ لَهُ فِي الْمُقَامِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ لِبَنِيهِ: أَخْرِجُونِي. فَقَالُوا: قَدْ رَخَّصَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَذِنَ. قَالَ: هَيْهَاتَ مَنَعْتُمُونِي الْجَنَّةَ بِبَدْرٍ وَتَمْنَعُونِيهَا بِأُحُدٍ، فَخَرَجَ . فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ الْيَوْمَ أَطَأُ بِعَرَجَتِي هَذِهِ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَطَأَنَّ بِهَا الْجَنَّةَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ كَانَ مَعَهُ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. قَالَ: وَمَا عَلَيْكَ أَنْ أُصِيبَ الْيَوْمَ خَيْرًا مَعَكَ؟ قَالَ: فَتَقَدَّمْ إِذًا. قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْعَبْدُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَقَاتَلَ هُوَ حَتَّى قُتِلَ

"আমর ইবনু জামূহ রা. ছিলেন একজন খোঁড়া আনসারী সাহাবী। রাসূল ﷺ যখন বদরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তখন তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলো।' রাসূল ﷺ-এর নিকট তার খোঁড়া অবস্থা তুলে ধরা হলে তিনি তাকে ঘরে থাকার অনুমতি দিলেন। এরপর অহুদের উদ্দেশে যখন লোকজন বের হতে লাগল, তিনি তার ছেলেদের ডেকে বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলো।' তারা বলল, 'রাসূল ﷺ আপনাকে অবকাশ দিয়েছেন এবং ঘরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'হায়! তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধে জান্নাতে যেতে বাধা দিয়েছ। এখন আবার অহুদেও বাধা দিচ্ছ!' এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। যখন শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলেন তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আজ যদি

---

১১৪. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আনাস ইবনু মালিক রা. হতে মারফু সনদে সহীহ বর্ণনা আছে। সহীহ মুসলিম, ১৯০১।

আমি নিহত হই তবে খোঁড়া অবস্থাতেই জান্নাতে হেঁটে বেড়াব?' রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য (দীন)-সহ প্রেরণ করেছেন! আমি এই পা নিয়ে আজই জান্নাতে ঘুরে বেড়াব ইনশা আল্লাহ।' অতঃপর তিনি তার সাথে থাকা সুলাইম নামক একজন কৃতদাসকে ডেকে বললেন, 'তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও।' সুলাইম বললেন, 'আজ যদি আমি আপনার পাশে থেকে ভালো কোনো কাজে আসি তাতে আপনার কী এমন ক্ষতি হবে?' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এগিয়ে যাও।' কৃতদাসটি এগিয়ে গেল এবং লড়াই করে নিহত হলো। অতঃপর তিনিও এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করে নিহত হলেন।"[১১৫]

জান্নাতের প্রশ্নে ছাড় নেই

৭৯. সুলাইমান ইবনু আবান রহ. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ أَرَادَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ وَأَبُوهُ أَنْ يَخْرُجَا جَمِيعًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا، فَاسْتَهَمَا، فَخَرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُوهُ: آثِرْنِي بِهَا يَا بُنَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ، إِنَّهَا الْجَنَّةُ، لَوْ كَانَ غَيْرَهَا آثَرْتُكَ بِهِ، فَخَرَجَ سَعْدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ قُتِلَ خَيْثَمَةُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يَوْمَ أُحُدٍ

"রাসূল ﷺ যখন বদরের উদ্দেশে রওনা দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সা'আদ ইবনু খাইসামাহ রা. ও তার পিতা খাইসামাহ রা.-ও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর নিকট তুলে ধরা হলে তিনি দুজনের যেকোনো একজনকে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তখন উভয়ের নামে লটারির ব্যবস্থা করা হলো। তাতে সা'আদ রা.-এর নাম উঠল। তখন তার পিতা তাকে বললেন, 'বেটা, এটা আমার জন্য ছেড়ে দাও।' সা'আদ রা. বললেন, 'বাবা, এটা তো জান্নাত! অন্য কিছু হলে আমি অবশ্যই তা আপনার জন্য ছেড়ে দিতাম।' এরপর সা'আদ রা. রাসূল ﷺ-এর সাথে বদরের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন এবং লড়াই করে নিহত হলেন। আর খাইসামাহ রা. পরের বছর অহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।"[১১৬]

---

১১৫. সনদ মুরসাল সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৬৫/১৪৪।

১১৬. সনদ দুর্বল। একাধিক অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। আরও রয়েছে : সুনানু সাঈদ ইবনি মানসুর, ২৫৫৮।

কা’বার রবের কসম আমি সফলকাম!

৮০. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ. قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

“তার মামা হারাম ইবনু মিলহান রা.-কে বি’রু মাউনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি (দেখিয়ে) এভাবে দু-হাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কা’বার রবের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।”[১১৭]

৮১. ইমাম শিহাবুদ্দীন যুহরী রহ. বলেন,

زَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، قُتِلَ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُوجَدْ جَسَدُهُ حِينَ دَفَنُوهُ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَفَنَتْهُ

“উরওয়া ইবনু যুবাইর রহ. বলেন, আমীর ইবনু ফুহাইরাহ রা. বি’রু মাউনার দিন শহীদ হন। দাফনের সময় তার লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের ধারণা, ফেরেশতাগণ তাকে দাফন করেছেন।”[১১৮]

বি’রু মাউনার শহীদদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণা

৮২. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

“যারা বি’রু মাউনায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই রি’ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং

---

১১৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪০৯২।

১১৮. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : ইবনু সা’আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৩/২৩১।

উসাইয়্যাহ গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস রা. বলেন, বি'রু মাউনার নিকট শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা মানসুখ হয়ে যায় (এবং উঠিয়ে নেয়া হয়)। আয়াতটি ছিল এমন,

بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

'আমাদের গোত্রীয় লোকজনের কাছে এ কথা পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছি।'"[১১৯]

জিহাদের ময়দানে নিহত মুমিন-মাত্রই জান্নাতী

৮৩. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمَّتِي الرُّبَيِّعِ نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرٍ، وَمَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي حَارِثَةَ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جَنَاتٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى

"আমারা ফুফাত ভাই হারিসা ইবনু রুবাই (মায়ের নাম) বদর যুদ্ধের দিন লড়াই দেখার জন্য গিয়েছিল। যুদ্ধে অংশ নিতে নয়। আচমকা একটি তির এসে তাকে বিদ্ধ করে আর সে নিহত হয়। তখন তার মা অর্থাৎ আমার ফুফু রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ছেলে হারিসা যদি জান্নাতবাসী হয় তবে আমি ধৈর্যধারণ করব আর সাওয়াবের আশা রাখব। এর অন্যথা হলে আমি যে কী করব তা আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন!' রাসূল ﷺ বললেন, 'হারিসার মা, সেখানে তো অনেক জান্নাত রয়েছে। আর হারিসা সর্বোচ্চ জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে।"[১২০]

---

১১৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ২৮১৪।
১২০. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৪০১১; সহীহ বুখারী, ৩৯৮২।

রাসূল ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত বুক

৮৪. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ تَقَعُ نَبْلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِي بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ

"আবু তালহা রা. রাসূল ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে তির ছুড়তেন আর রাসূল ﷺ তাঁর পেছন হতে মাথা উঁচু করে দেখতেন, তিরটি কোথায় পড়েছে? আবু তালহা রা. নিজের বুক পেতে রাসূল ﷺ-কে আড়াল করে দাঁড়াতেন আর বলতেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এভাবেই আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করেছেন। আমার বুক এভাবেই আপনার সামনে উপস্থিত থাকবে।'"[১২১]

আল্লাহর জন্য নিজেকে ছিন্নভিন্ন করার আকাঙ্ক্ষা!

৮৫. সাইদ ইবনু মুসাইয়্যাব রহ. বলেন,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، فَإِذَا لَقِينَا الْعَدُوَّ أَنْ يَقْتُلُونِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي، ثُمَّ يُمَثِّلُوا بِي، فَإِذَا لَقِيتُكَ سَأَلْتَنِي فِيمَ هَذَا، فَأَقُولُ: فِيكَ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَقُتِلَ، وَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَبَرَّ اللهُ آخِرَ قَسَمِهِ كَمَا بَرَّ أَوَّلَهُ

"অহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনু জাহ্শ রা. বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনাকে শপথ করে বলছি, আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হব তখন তারা যেন আমাকে হত্যা করে। আমার পেট চিরে ফেলে আর হাত-পা কেটে নেয়। অতঃপর (কিয়ামাতের দিন) আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাত করব তখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন, 'তোমার এই অবস্থা কীভাবে হলো?' আমি বলব, 'আপনার রাস্তায়।' অতঃপর শত্রুদলের সাক্ষাতে তিনি নিহত হলেন এবং তার সাথে তা-ই করা হলো।"

---

১২১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৪০৫৮।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. আরও বলেন, 'আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা যেভাবে তার শপথের (দুআর) প্রথম অংশ পূর্ণ করেছেন ঠিক সেভাবেই শেষাংশও পূর্ণ করবেন।'[১২২]

বৃদ্ধ ও খোঁড়া সাহাবীর বাসনা

৮৬. মুসলিম ইবনু সুবাইহ রহ. বলেন,

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ لِبَنِيهِ مَنَعْتُمُونِي الْجَنَّةَ بِبَدْرٍ، وَاللهِ، لَئِنْ بَقِيتُ.. . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ عُمَرُ لَمْ يَكُنْ لِي هَمٌّ غَيْرَهُ، فَطَلَبْتُهُ، فَإِذَا هُوَ فِي الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ

"(বদরের যুদ্ধের পর) আমর ইবনু জামূহ রা. তার ছেলেদের বলেন, 'তোমরা আমাকে বদরে জান্নাতবাসী হতে বাধা দিয়েছ। আল্লাহর শপথ! আমি যদি বেঁচে থাকি..(আগামী যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করব)। উমর রা. বিষয়টি জানতে পেরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'আপনি নাকি এই কথা বলেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপরে অহুদ যুদ্ধের দিন উমর রা. বলেন, 'তিনি সেদিন আমার মূল লক্ষ্য ছিল। আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম। একসময় দেখতে পেলাম তিনি সামনের সারিতেই আছেন।"[১২৩]

পিতার কৃতিত্বে সন্তানকে সম্মাননা

৮৭. যায়িদ ইবনু আসলাম রা. বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا فَرَضَ لِلنَّاسِ فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَأَتَاهُ طَلْحَةُ بِابْنِ أَخٍ لَهُ، فَفَرَضَ لَهُ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَضَّلْتَ هَذَا الْأَنْصَارِيَّ عَلَى ابْنِ أَخِي؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لِأَنِّي رَأَيْتُ أَبَاهُ يَسْتَنُّ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيْفِهِ كَمَا يَسْتَنُّ الْجَمَلُ

১২২. সনদ হাসান গরীব। আলী ইবনু জায়িদ ইবনু জুদআন দুর্বল রাবী। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রায়যাক, ৯৫৫২; ইবনু সা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৩/৯০।
১২৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, ৪৯৮৩।

“উমর ইবনু খাত্তাব রা. যখন মানুষের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালাহ রা.-এর জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ করলেন। তখন তালহা রা. তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে উমর রা.-এর নিকট আসলেন। তিনি তার জন্য এর চেয়ে কম ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। তালহা রা. বললেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই আনসারী লোকটিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা দান করলেন?’ উমর রা. বললেন, ‘হ্যাঁ, কারণ আমি অহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতাকে তরবারি হাতে এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে ছুটে বেড়াতে দেখেছি যেভাবে উদ্ধত উট ছুটে বেড়ায়।’”[১২৪]

অহুদের ময়দানে জিয়াদ ইবনু সাকান রা.-এর কীর্তি

৮৮. ইয়াযিদ ইবনুস সাকান রা. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَحَمَهُ الْقِتَالُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَخَلَصَ إِلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ثَقُلَ، وَظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَئِذٍ، وَدَنَا مِنْهُ الْعَدُوُّ، فَذَبَّ عَنْهُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ حَتَّى قُتِلَ وَأَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِ الْجِرَاحَةُ، وَأُصِيبَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُلِمَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكُلِمَتْ شَفَتُهُ، وَأُصِيبَتْ وَجْنَتُهُ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ رَجُلٌ يَبِيعُ لَنَا نَفْسَهُ، فَوَثَبَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَمْسَةٌ فِيهِمْ: زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ، فَقُتِلُوا حَتَّى كَانَ آخِرَهُمْ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ، فَقَاتَلَ حَتَّى أُثْبِتَ، ثُمَّ ثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَاتَلُوا عَنْهُ حَتَّى أَجْهَضُوا عَنْهُ الْعَدُوَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْنِ مِنِّي وَقَدْ أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَوَسَّدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَهُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا وَهُوَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ

“অহুদ যুদ্ধের দিন লড়াই তীব্র আকার ধারণ করল এবং রাসূল ﷺ-এর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। রাসূল ﷺ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। তিনি দুটো বর্ম পরিধান করেছিলেন। একসময় শত্রুপক্ষ তার একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলে মুসআব ইবনু উমাইর এবং আবু দুজানাহ সিমাক ইবনু খারশাহ রা. তাদের প্রতিহত করতে

---

১২৪. সনদ দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম দুর্বল রাবী। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৪১১৮।

লাগলেন। একপর্যায়ে মুসআব রা. নিহত হলেন এবং আবু দুজানা রা. আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ চেহারা মুবারকে আঘাত পেলেন। তার চোয়ালের দাঁত ভেঙে গেল, ঠোঁট কেটে গেল আর কপালে ক্ষত সৃষ্টি হলো। এ সময় তিনি বললেন, 'কে আছে আমার জন্য নিজের জীবন বিকিয়ে (উৎসর্গ করে) দেবে?' এ কথা শুনতেই পাঁচ জন আনসারী যুবক লাফিয়ে উঠল। তাদের মধ্যে জিয়াদ ইবনু সাকান রা.-ও ছিলেন। জিয়াদ ইবনু সাকান ব্যতীত তারা সবাই একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। সর্বশেষ ব্যক্তি হিসেবে জিয়াদ ইবনু সাকান রা. নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। অতঃপর মুসলমানদের আরেকটি দল এগিয়ে আসল। তারা লড়াই করতে করতে একসময় রাসূল ﷺ-এর আশপাশ থেকে শত্রুসেনাদের হটিয়ে দিল। তখন রাসূল ﷺ জিয়াদ ইবনু সাকানকে বললেন, 'আমার কাছে আসো।' কিন্তু তিনি তখন আঘাতে আঘাতে একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। রাসূল ﷺ নিজের পা ছড়িয়ে দিলেন আর জিয়াদ ইবনু সাকান রা. তার ওপর মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।"[১২৫]

নবীজীর জন্য আত্মোৎসর্গ

৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন, সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ রহ. আমাদের বলেন,

أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَجِيءُ حَتَّى يَجْثُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ، وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ

"অহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকা প্রায় ত্রিশ জন সাহাবী আহত হন। প্রত্যেকেই রাসূল ﷺ-এর সামনে বসে কিংবা সামনে এসে বলতেন,

وَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ
وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ
وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ

১২৫. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইমাম বুখারী তারীখুল কাবীর, ৮/৩১৪।

আমার এ মুখ আপনার মুখের রক্ষাকবচ
আপনার বদলে আমার এ প্রাণ হোক কবজ।
শান্তিধারা নেমে আসুক আজ আপনার তরে
থামে না যেন এ ধারা কভু ক্ষণিকের তরে।[১২৬]

জিহাদ শুধু দীনের জন্য

৯০. আব্দুল্লাহ ইবনু আবি নাজীহ রহ. তার পিতা ইয়াসার মাক্কী রহ. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَشَعَرْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ قُتِلَ . فَقَدْ بَلَّغَ، فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ

"(অহুদ যুদ্ধের দিন) একজন সাহাবী জনৈক আনসারী সাহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসারী সাহাবী তখন রক্তে রঞ্জিত ছিলেন। আগন্তুক বললেন, 'হে অমুক, তুমি কি জানো রাসূল ﷺ নিহত হয়েছেন!' আনসারী বললেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ যদি নিহত হয়েও থাকেন তিনি তো (দীনের দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়ে গেছেন। অতএব তোমরা নিজেদের দীনের পক্ষে লড়াই করো।"[১২৭]

অহুদ যুদ্ধে আবু উবাইদাহ রা.-এর কীর্তি

৯১. আম্মাজান আয়েশা রা. তার পিতা আবু বকর সিদ্দীক রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ فَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ دُونَهُ أُرَاهُ قَالَ: وَيَحْمِيهِ قُلْتُ: كُنْ طَلْحَةَ ، حَيْثُ فَاتَنِي مَا فَاتَنِي ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ، أَنَا أَقْرَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১২৬. সনদ হাসান গরীব। গ্রন্থকার পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেননি। পূর্ণ সনদে ইবনু জুদআন রয়েছেন। তিনি দুর্বল। দেখুন, ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ৮০২।

১২৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল-মুহতাযিরুন, ৩৪৯

مِنْهُ، وَهُوَ يَخْطَفُ السَّعْيَ تَخَطُّفًا لَا أَحْفَظُهُ حَتَّى دَفَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَلَقَتَانِ مِنَ الْمِغْفَرِ قَدْ نَشَبَتَا فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ . يُرِيدُ طَلْحَةَ ، وَقَدْ نَزَفَ ، فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ ، وَأَقْبَلْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرَادَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى أَنْ أَتْرُكَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى تَرَكْتُهُ ، فَأَكَبَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ حَلْقَةً قَدْ نَشِبَتْ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ أَنْ يُزَعْزِعَهَا فَيَشْتَكِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَزَمَ عَلَيْهَا بِثَنِيَّتِهِ ، ثُمَّ نَهَضَ عَلَيْهَا ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، وَنَزَعَهَا ، فَقُلْتُ: دَعْنِي ، فَأَبَى ، فَطَلَبَ إِلَيَّ ، فَأَكَبَّ عَلَى الْأُخْرَى ، فَصَنَعَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَزَعَهَا ، وَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْتَمَ الثَّنَايَا

"অহুদ যুদ্ধের দিন (ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর) সবার আগে যারা ফিরে আসে আমি ছিলাম তাদেরই একজন। ততক্ষণে আমি যা হারানোর হারিয়েছি। এমন সময় দেখলাম রাসূল ﷺ-এর সাথে এক ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে পেছনে রেখে সামনে লড়ে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি বলেছেন, 'এবং লোকটি রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করছেন।' (আবু বকর রা. বলেন,) আমি মনে মনে বললাম, তিনি তালহা রা.। আমার আর মুশরিকদের মাঝখানে এক ব্যক্তি ছিলেন। আমি রাসূল ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলাম। লোকটি খুব দ্রুত ছুটে আসছিলেন। আমিও বুঝতে পারছিলাম না যে, তিনি কে? ইতিমধ্যে আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। তার শিরস্ত্রাণের দুটি আংটা চেহারা মুবারকে গেঁথে গিয়েছিল। এতক্ষণে আমি ছুটে আসা লোকটিকে চিনতে পারলাম। তিনি ছিলেন আবু উবাইদাহ রা.। তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা তোমাদের সাথির প্রতি খেয়াল রাখো। অর্থাৎ তালহা রা.-এর প্রতি। তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি নিজের খেয়াল করলেন না। তখন আমরা উভয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি মনোযোগী হলাম। আবু উবাইদাহ চাচ্ছিলেন আমি যেন তাকে সুযোগ দিই। তিনি তার আবদারে অনড় রইলেন। অবশেষে আমি তাকে সুযোগ দিলাম। তিনি রাসূল ﷺ-এর দিকে ঝুঁকে একটি আংটা কামড়ে ধরলেন, যা রাসূল ﷺ-এর চেহারায় গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু আবু উবাইদাহ তা নাড়াচাড়া করে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিতে চাইলেন না। তাই তিনি সামনের দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সোজা

বের করে আনলেন। এতে তার সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেল। আমি বললাম, 'এবার আমাকে (আরেকটি আংটা) বের করতে দিন।' কিন্তু তিনি সেটারও আবদার করলেন এবং ঝুঁকে গিয়ে আগের মতো আরেকটি বের করে আনলেন। এতে তার সামনের আরও একটি দাঁত ভেঙে গেল। সেই থেকে আবু উবাইদার সামনের দুই দাঁত ভাঙা।"[১২৮]

অহুদের ময়দানে তালহা রা.-এর অবস্থা

৯২. মুসা ইবনু তালহা রহ. বলেন,

أَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، رُبِعَ فِيهَا جَبِينُهُ، وَقُطِعَ فِيهَا عِرْقُ نِسَائِهِ، وَشُلَّتْ أُصْبُعُهُ هَذِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

"তালহা রা. যখন অহুদের ময়দান থেকে ফিরলেন তখন তার দেহে তরবারি, বর্শা ও তিরের পঁয়ত্রিশ বা পঁচাত্তরটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। তার কপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। একটি ধমনি কাটা পড়েছিল। আর বৃদ্ধাঙুলির পাশের এই (তর্জনী) আঙুলটি অবশ হয়ে গিয়েছিল।"[১২৯]

৯৩. যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. বলেন, অহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

أَوْجَبَ طَلْحَةُ

তালহা (জান্নাতকে) ওয়াজিব করে নিয়েছে। [১৩০]

---

১২৮. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবি তলহা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। তবে মূল ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৫১৫৯।

১২৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৪৩১৩।

১৩০. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৪১৭।

অন্তিম সময়ে সা'আদ ইবনু রবী' রা.-এর বার্তা

৯৪. আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনু আবি স'সআহ রহ. বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَنْظُرُ لِي مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَخَرَجَ يَطُوفُ فِي الْقَتْلَى حَتَّى وَجَدَ سَعْدًا جَرِيحًا قَدْ أُثْبِتَ بِآخِرِ رَمَقٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ لَهُ أَمِنَ الْأَحْيَاءِ أَنْتَ أَمْ فِي الْأَمْوَاتِ؟ قَالَ: فَإِنِّي فِي الْأَمْوَاتِ أَبْلِغْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ سَعْدًا يَقُولُ لَكَ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جُزِيَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ سَعْدًا يَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ إِنْ خُلِصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ، وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ

"(অহুদ যুদ্ধের দিন) রাসূল ﷺ বললেন, এমন কে আছে যে, সা'আদ ইবনু রবী'র অবস্থা সম্পর্কে আমাকে খবর এনে দেব? তখন জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি পারব।' বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর তিনি মৃতদের সারিতে সা'আদ রা.-কে অনুসন্ধান করতে করতে একসময় তাকে মারাত্মক আহত ও অন্তিম অবস্থায় দেখতে পেলেন।' তিনি বললেন, 'হে সা'আদ, রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন যে, 'আপনি জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন নাকি মৃতদের মধ্যে তা খুঁজে দেখতে।' সা'আদ রা. বললেন, 'আমি মৃতদের সারিতে রয়েছি। আপনি আমার পক্ষ হতে রাসূল ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বলবেন, 'সা'আদ আপনার উদ্দেশে বলেছেন, আলাহ তাআলা যেন আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন, যা তিনি উম্মাতের পক্ষ হতে নবী-রাসূলগণকে দান করে থাকেন। আর আমার দলের লোকজনকেও আমার সালাম পৌঁছে দেবেন আর বলবেন, সা'আদ আপনাদের বলেছেন, আপনাদের মাঝে চোখের পলক ফেলার পরিমাণ শক্তি থাকা অবস্থাতেও যদি শত্রুপক্ষ রাসূল ﷺ-এর কাছে ঘেঁষতে পারে তবে আল্লাহ তাআলার দরবারে আপনাদের কোনো অজুহাতই গ্রহণ করা হবে না। (অতঃপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।)"[১৩১]

---

১৩১. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ভিন্ন সনদে রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৪৯০৬। সনদ সহীহ।

অহুদের শহীদগণের প্রতি সালামের নির্দেশ

৯৫. উবাইদ ইবনু উমাইর লাইসী রহ. বলেন,

وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ مُنْجَعِفٌ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدٌ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: ٢٣] ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوهُمْ وَزُورُوهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ

"অহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ মুসআব ইবনু উমায়র রা. এর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। তিনি অহুদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি সেদিন রাসূল ﷺ-এর পতাকাবাহী ছিলেন। এ সময় রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করেন,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

'মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'[১৩২]

(এরপর তিনি—ﷺ—বলেন,) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট শহীদ বলে গণ্য হবে। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোকসকল, তোমরা তাদের কাছে এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে আর সালাম দেবে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামাত পর্যন্ত যে তাদের সালাম করবে তার উত্তর দেয়া হবে।"[১৩৩]

---

১৩২. সূরা আহযাব, ৩৩:২৩

১৩৩. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : তবাকাতুল কুবরা, ৩/১২১।

মুসআব ইবনু উমায়র রা. সম্পর্কে আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রা.-এর মূল্যায়ন

৯৬. সা'দ ইবনু ইবরাহীম রহ. তার পিতা ইবরাহীম ইবনু আব্দির রহমান ইবনি আওফ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

"আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা.-এর নিকট কিছু খানা আনা হলো। তিনি তখন সায়িম (রোজাদার) ছিলেন। তিনি বললেন, 'মুসআব ইবনু উমায়র রা. ছিলেন আমার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদাত লাভ করেছেন। তাকে এমন একটি চাদরে কাফন দেয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হামযাহ রা.-ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি শাহাদাত লাভ করেছেন। এরপর দুনিয়াতে আমাদের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব সম্পত্তি দান করা হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো আমাদের সাওয়াবের বিনিময় এখানেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাদ্য পরিহার করলেন।"[১৩৪]

রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় শহীদ হওয়া সাহাবীগণের বিশেষ মূল্যায়ন

৯৭. উমাই ইবনু রবীআহ আল-মুরাদী রহ. বলেন,

قَالَ أَبُو الْعُبَيْدَيْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَشُقُّوا عَلَيْنَا. ثُمَّ قَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَبَا الْعُبَيْدَيْنِ، إِنَّمَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ دُفِنُوا مَعَهُ فِي الْبُرُودِ

---

১৩৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪০৪৫।

"একবার আবুল উবাইদাইন (মুআওয়িয়াহ ইবনু সাবরাহ ইবনি হুসাইন) রহ. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ, আপনারা পরস্পর মতবিরোধে জড়াবেন না। এতে আমাদের কষ্ট হয়।' ইবনু মাসউদ রা. বললেন, 'আবু উবাইদাইন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রকৃত সাথি তো ছিল তারা, যারা তার সাথে (জীবদ্দশায়) নিজ পরিধেয় বস্ত্রে সমাহিত হয়েছেন।'"[১৩৫] [১৩৬]

৯৮. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রা. বলেন,

لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَةَ قَالَ: قِيلَ مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ قَالَ: فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَلَا يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا

"মুআওয়িয়াহ রা. যখন (অহুদ প্রান্তর ঘেঁষে) একটি কূপ খনন করার পরিকল্পনা করলেন তখন এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হলো যে, 'এখানে যাদের স্বজনের মৃতদেহ (সমাহিত) রয়েছে তারা যেন নিজ নিজ স্বজনের কবরে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ অহুদ যুদ্ধে সমাহিত শহীদগণের নিকট উপস্থিত হয়।[১৩৭] বর্ণনাকারী বলেন, 'আমরা তাদের একেবারে সতেজ অবস্থায় বের করে আনলাম। এ সময় জনৈক শহীদের আঙুলে কোদালের আঘাত লাগলে ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হতে শুরু করে।' এই দৃশ্য দেখে আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এই দৃশ্য দেখার পর (শহীদগণের মর্যাদা বিষয়ে) কোনো অস্বীকারকারীই আর অস্বীকার করবে না।"[১৩৮]

---

১৩৫. ইবনু মাসউদ রা. বিনয়বশত রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় শহীদগণকে তার বিশেষ সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত যে, ঈমানের সাথে রাসূল ﷺ-কে দেখার পর যারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা সকলেই সাহাবী। -অনুবাদক।

১৩৬. সনদ সহীহ। গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি।

১৩৭. অর্থাৎ খননকালে কারও লাশ বেরিয়ে পড়লে স্বজনের দায়িত্বে অন্যত্রে দাফন করা হবে।

১৩৮. সনদ হাসান। বর্ণনাকারী আবু যুবাইর মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনি তাদারুস সম্পর্কে তাদলীসের অভিযোগ রয়েছে। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৬০২।

শহীদগণের আবাসস্থল

৯৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

لَمَّا اسْتُشْهِدَ الشُّهَدَاءُ بِأُحُدٍ، وَنَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ، رَأَوْا مَنَازِلَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ لَمْ يُسْتَشْهَدُوا، وَهُمْ مُسْتَشْهِدُونَ. فَقَالُوا: فَكَيْفَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَصْحَابُنَا مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَ اللهِ؟ فَأَنْزَلَ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: ١٦٩] إِلَى آخِرِهَا

"অহুদ যুদ্ধের শহীদগণ যখন (জান্নাতে) নিজেদের আবাসস্থলে পৌঁছলেন তখন নিজেদের সঙ্গী-সাথিদের মধ্যে এমন কিছু লোকজনের আবাস দেখতে পেলেন যারা তখনো শহীদ হননি। শাহাদাতের তামান্না লালন করতেন (বা ভবিষ্যতে শহীদ হবেন)। তখন তারা বললেন, 'আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট যে উত্তম প্রতিদান পেয়েছি তা আমাদের সঙ্গীগণ কীভাবে জানবে?' তখন এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তোমরা কখনো মৃত মনে কোরো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।'"[১৩৯] [১৪০]

বদরী সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদা

১০০. হাসান বসরী রহ. বলেন,

لَمَّا حَضَرَ النَّاسُ بَابَ عُمَرَ، وَفِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَتِلْكَ الشُّيُوخُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَخَرَجَ آذِنُهُ، فَجَعَلَ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ، لِصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَأَهْلِ بَدْرٍ، وَكَانَ وَاللهِ بَدْرِيًّا، وَكَانَ يُحِبُّهُمْ، وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِهِمْ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ يُؤْذَنُ لِهَذِهِ الْعَبِيدِ وَنَحْنُ جُلُوسٌ لَا يَلْتَفِتُ

---

১৩৯. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৬৯

১৪০. সনদ দুর্বল। অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তবে সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ২৫২০; মুসতাদরাকু হাকিম, ৩১৬৫।

إِلَيْنَا فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: وَيَا لَهُ مِنْ رَجُلٍ، مَا كَانَ أَعْقَلَهُ أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ أَرَى الَّذِي فِي وُجُوهِكُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ غِضَابًا، فَاغْضَبُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ دُعِيَ الْقَوْمُ وَدُعِيتُمْ، فَأَسْرَعُوا وَأَبْطَأْتُمْ، أَمَا وَاللهِ لِمَا سَبَقُوكُمْ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ فِيمَا لَا تَرَوْنَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ فَوتًا مِنْ بَابِكُمْ هَذَا الَّذِي تُنَافِسُونَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَبَقُوكُمْ بِمَا تَرَوْنَ، فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ وَاللهِ إِلَى مَا سَبَقُوكُمْ إِلَيْهِ، وَانْظُرُوا هَذَا الْجِهَادَ فَالْزَمُوهُ عَسَى أَنْ يَرْزُقَكُمْ شَهَادَةً. ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ، فَلَحِقَ بِالشَّامِ فَقَالَ الْحَسَنُ: صَدَقَ وَاللهِ، لَا يَجْعَلُ اللهُ عَبْدًا أَسْرَعَ إِلَيْهِ كَعَبْدٍ أَبْطَأَ عَنْهُ

"একবার উমার রা.-এর দরবারে কতিপয় লোক এলেন, যাদের মধ্যে সুহাইল ইবনু আমর রা., আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব রা. ও কুরাইশের আরও অনেক বড় বড় নেতারা ছিলেন। সংবাদ পেয়ে উমার রা.-এর দারোয়ান এগিয়ে এল। সে সুহাইব রা., বিলাল রা. ও আম্মার রা. অর্থাৎ বদরী সাহাবায়ে কেরামকে ভেতরে আসার অনুমতি দিতে লাগল। আল্লাহর শপথ! উমার রা. নিজেও বদরী সাহাবী ছিলেন আর বদরী সাহাবায়ে কেরামেরকে অত্যধিক ভালোবাসতেন এবং তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার জন্য নিজ সঙ্গী-সাথিদের জোর দিতেন। এ অবস্থা দেখে আবূ সুফইয়ান রা. বললেন, আজকের মতো অবস্থা তো আর কখনো দেখিনি। এ দারোয়ান ওই গোলামদের অনুমতি দিচ্ছে আর আমরা বসে রয়েছি। সে আমাদের প্রতি তাকিয়েও দেখছে না।

(হাসান রা. বলেন,) সুহাইল ইবনু আমর রা. কতই-না জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, লোকসকল, আল্লাহর শপথ! তোমাদের চেহারায় আমি অসন্তোষের ভাব দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের যদি অসন্তুষ্ট হতেই হয় তবে নিজেদের ওপর অসন্তুষ্ট হও। এদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং তোমাদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারা দ্রুত দাওয়াতকে গ্রহণ করেছে, আর তোমরা দেরি করেছ। মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহর শপথ! তোমরা আমীরুল মুমিনীনের এই দরজায় ঢুকতে একে অন্যের চাইতে অধিক আগ্রহ পোষণ করছ। অথচ এ দরজা আজ তোমাদের জন্য খোলাও হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য অনেক বিরাট বিষয়

হলো, সেই সম্মান হারানো, যা তারা (ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হয়ে) অর্জন করেছে। এই মর্যাদা অর্জন করার ফলেই তারা তোমাদের চাইতে অগ্রাধিকার লাভ করেছে যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হে লোকসকল, তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে তাঁরা যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, এখন তোমরা তা কোনোভাবেই তা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এখন জিহাদের প্রতি মনোযোগী হও এবং এতেই লেগে থাকো। হয়তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন।

এরপর সুহাইল ইবনু আমর রা. কাপড় ঝেড়ে উঠে গেলেন এবং (জিহাদের উদ্দেশ্যে) সিরিয়ায় চলে গেলেন। হাসান রহ. বলেন, সুহাইল রা. সত্য বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যে বান্দা আল্লাহ তাআলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় তাকে আল্লাহ বিলম্বকারীদের মতো মর্যাদা দেন না।"[১৪১]

ইসলাম ও জিহাদে অগ্রগামী হওয়ার মর্যাদা

১০১. আবু নাওফাল ইবনু আবি আকরাব রহ. বলেন,

خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ مِنْ مَكَّةَ، فَجَزِعَ أَهْلُ مَكَّةَ جَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يُطْعَمُ إِلَّا خَرَجَ يُشَيِّعُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَعْلَى الْبَطْحَاءِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَفَ وَوَقَفَ النَّاسُ حَوْلَهُ يَبْكُونَ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَ النَّاسِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللهِ مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً بِنَفْسِي عَنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا اخْتِيَارَ بَلَدٍ عَنْ بَلَدِكُمْ، وَلَكِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فَخَرَجَتْ فِيهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاللهِ مَا كَانُوا مِنْ ذَوِي أَنْسَابِهَا، وَلَا فِي بُيُوتَاتِهَا، فَأَصْبَحْنَا وَاللهِ لَوْ أَنَّ جِبَالَ مَكَّةَ ذَهَبٌ فَأَنْفَقْنَاهَا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا أَدْرَكْنَا يَوْمًا مِنْ أَيَّامِهِمْ، وَايْمُ اللهِ لَئِنْ فَاتُونَا بِهِ فِي الدُّنْيَا لَنَلْتَمِسَنَّ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، فَاتَّقَى اللهَ امْرُؤٌ خَرَجَ غَازِيًا. فَتَوَجَّهَ غَازِيًا إِلَى الشَّامِ، وَأَتْبَعَهُ ثَقَلُهُ، فَأُصِيبَ شَهِيدًا

১৪১. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম : ৫২২৭। ইমাম হাইসামী বলেন, হাসান রহ. উমার রা. থেকে শোনেননি। তবে এ হাদীসের রাবীরা সহীহ গ্রন্থের রাবী।

"হারিস ইবনু হিশাম রা. সিরিয়ার উদ্দেশে মক্কা হতে রওনা হওয়ার সময় সমস্ত মক্কাবাসী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলত হয়ে উঠল। দুধের শিশু ছাড়া ছোটবড় সবাই তাকে বিদায় জানানোর জন্য মক্কা শহর হতে বের হয়ে এল। 'বাতহা ' নামক উঁচু স্থানে অথবা এর নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে তিনি দাঁড়িয়ে যান। সব লোকজন তার চারিপাশে জড়ো হয়ে দাঁড়ায়। তারা কাঁদতে থাকে। তিনি তাদের এমন ব্যাকুল অবস্থা দেখে বললেন, হে লোকসকল, আল্লাহর শপথ! আমি এ জন্য চলে যাচ্ছি না যে, আমার কাছে তোমাদের অপেক্ষা নিজের প্রাণ অধিক প্রিয় অথবা আমি তোমাদের এই মক্কা শহরের পরিবর্তে অন্য কোনো শহর পছন্দ করেছি; বরং এ জন্য যাচ্ছি যে, যখন (ইসলাম ও জিহাদের) ডাক এসেছিল, তখন এই ডাকে কুরাইশের এমন কিছু লোক অগ্রগামী হয়েছিল, যারা কুরাইশের বিশিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আর কুরাইশ বংশের উচ্চ পরিবারভুক্তও ছিল না। এখন আমাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহর শপথ! এখন যদি আমরা মক্কার পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি তবুও আমরা তাদের একদিনের সাওয়াবও অর্জন করতে সক্ষম হব না। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে তো তারা আমাদের চাইতে অগ্রসর হয়ে গেছে। এখন আমরা এতটুকু কামনা করি যে আখিরাতে যেন আমরা তাদের সমতুল্য হতে পারি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয় তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। অবশেষে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গীগণও তার সাথে গেল। তিনি সেখানেই শাহাদাত লাভ করেন।"[১৪২]

আল্লাহর রাস্তায় সফরের জন্য বিলাল রা.-এর অনুমতি প্রার্থনা

১০২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. বলেন,

لَمَّا كَانَ خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ تَجَهَّزَ بِلَالٌ لِلْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ أَرَاكَ يَا بِلَالُ تَدَعُنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، لَوْ أَقَمْتَ مَعَنَا فَأَعَنْتَنَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتَنِي لِلّٰهِ، فَدَعْنِي أَذْهَبْ إِلَى اللهِ، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي عِنْدَكَ. فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتَ بِهَا

"আবু বকর রা.-এর খিলাফাতকাল শুরু হলে বিলাল রা. শাম (সিরিয়া) অভিমুখে সফরের প্রস্তুতি নিলেন। তখন আবু বকর রা. তাকে বললেন, 'বিলাল, তোমার

---

১৪২. গ্রন্থকারের সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম , ৫২১১। সনদ দুর্বল।

ব্যাপারে তো আমরা এই ধারণা করিনি যে, তুমি আমাদের এই অবস্থায় রেখে চলে যাবে! তুমি যদি আমাদের সাথে থাকতে তবে তো আমাদের সহযোগিতা করতে পারতে।' বিলাল রা. বললেন, 'আপনি যদি আল্লাহর জন্য আমাকে (ক্রয় করে) মুক্ত করে থাকেন তাহলে আমাকে আল্লাহর রাস্তায় যেতে দিন। আর যদি নিজের (উপকারের) জন্য মুক্ত করে থাকেন তবে আপনার কাছেই রেখে দেন।' এ কথা শুনে আবু বকর রা. তাকে সফরের অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি শামের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন আর সেখানেই ইনতিকাল করেন।"[১৪৩]

অতিরিক্ত স্বাস্থ্য নিয়েও মিকদাদ রা.-এর জিহাদে যাওয়ার তামান্না

১০৩. যুবাইর ইবনু নুফাইর রহ. বলেন,

جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بِدِمَشْقَ، وَهُوَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ عَلَى تَابُوتٍ، مَا بِهِ عَنْهُ فَضْلٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ قَعَدْتَ الْعَامَ عَنِ الْغَزْوِ. قَالَ: أَبَتِ الْبَحُوثُ يَعْنِي سُورَةَ التَّوْبَةِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: ٤١] قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بَحَثَتِ الْمُنَافِقِينَ

"একবার আমরা দামিশকে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি একটি কাঠের সিন্ধুকের ওপর বসে আমাদের হাদীস শোনাতেন। (স্বাস্থ্যবান হওয়ার দরুন) তিনি বসলে সেখানে আর (কারও বসার মতো) অতিরিক্ত জায়গা থাকত না। সেই বৈঠকে এক ব্যক্তি বললেন, '(এই স্বাস্থ্য নিয়ে) এ বছর যদি আপনি যুদ্ধে না যেতেন (তবে ভালো হতো)!' তিনি বললেন, 'বুহুছ'[১৪৪] অর্থাৎ সূরা তাওবা এই সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا' 'তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।'"[১৪৫]

বর্ণনাকারী আবু উসমান রহ. বলেন, 'সূরার এই নামকরণের কারণ হলো, এতে মুনাফিকদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪৬]

---

১৪৩. গ্রন্থকারের সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/১৫০।

১৪৪. সূরা তাওবার অপর নাম হলো 'سُورَةُ الْبَحُوثِ' সূরা বুহুছ। কারণ, এই সূরাতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বহছ তথা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা যমখশরী, আল ফাইকু ফি গরীবিল হাদীস, ২/৪০৭।

১৪৫. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯:৪১

১৪৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৩২৮২। সনদ সহীহ।

১০৪. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: ٤١] فَقَالَ: أَمَرَنَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْتَنْفَرَنَا شُيُوخًا وَشَبَابًا، جَهِّزُونِي. فَقَالَ بَنُوهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، قَدْ غَزَوْتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ الْآنَ. فَغَزَا الْبَحْرَ، فَمَاتَ، فَطَلَبُوا جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَمَا تَغَيَّرَ

"একবার তালহা রা. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا' 'তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।'[১৪৭] অতঃপর বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের (তাঁর রাস্তায়) বের হতে আদেশ করেছেন এবং যৌবন ও বার্ধক্য উভয় অবস্থাতেই বের হতে বলেছেন। অতএব তোমরা আমাকে (যুদ্ধ সরঞ্জাম) প্রস্তুত করে দাও।' তার সন্তানগণ তাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি রাসূল ﷺ, আবু বকর ও উমার রা.-এর যুগে যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনার পক্ষ হতে আমরা যুদ্ধে যাব।' তারপরও তিনি সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় ইনতিকাল করেন। বাহিনীর লোকজন তাকে দাফন করার জন্য একটি দ্বীপ এলাকা অনুসন্ধান করছিলেন। এভাবে সাত দিন চলে গেলেও তার লাশে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।"[১৪৮]

রাসূল ﷺ-এর রিজিক

১০৫. তাউস ইয়ামানী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে আমাকে তরবারি দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর আমার রিজিক রেখেছেন আমার বর্শার ছায়াতলে। যারা আমার বিরোধিতা

১৪৭. সূরা তাওবা (বারাআত), ৯:৪১

১৪৮. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আলী ইবনু জায়িদ ইবনি জুদআন রয়েছেন। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৫৫০৮।

করবে তাদের জন্য অপমান আর লাঞ্ছনা রেখেছেন। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৪৯]

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা.-এর আনন্দের দিন

১০৬. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বলেন,

مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمَيْنِ أَفِرُّ، يَوْمٌ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَهْدِيَ لِي فِيهِ شَهَادَةً، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ لِي فِيهِ كَرَامَةً

"আমার জানা নেই যে, কোন দিনটিতে আমি বেশি আনন্দ বোধ করব? যেদিন আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করার ইচ্ছা করবেন সেদিন নাকি যেদিন আল্লাহ তাআলা আমাকে (শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে) সম্মানিত করার ইচ্ছা করবেন সেদিন?"[১৫০]

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা.-এর প্রিয় রাত

১০৭. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বলেন,

مَا مِنْ لَيْلَةٍ يُهْدَى إِلَيَّ فِيهَا عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ، أَوْ أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ كَثِيرَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ أُصَبِّحُ فِيهَا الْعَدُوَّ

"প্রিয়তমা নববধূর সাক্ষাৎ কিংবা সন্তান লাভের সুসংবাদ অপেক্ষা আমার নিকট তুষারঝরা কনকনে শীতের সেই রাত অধিক পছন্দনীয়, যে রাতে আমি কোনো বাহিনীর সাথে শত্রুর ওপর আক্রমণের অপেক্ষায় থাকি।"[১৫১]

সামুরাহ ইবনু ফাতিক রা. এর পছন্দের বিষয়

১০৮. সামুরাহ ইবনু ফাতিক আসাদী রা. বলেন,

مَا أُحِبُّ أَنَّ امْرَأَتِي أَصْبَحَتْ نَفَسًا بِغُلَامٍ، وَلَا أَنَّ فَرَسِي أَصْبَحَتْ بِعَظْفَةٍ عَلَى

১৪৯. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৪৩৭
১৫০. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক, ১৭৪।
১৫১. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসনাদু আবি ইয়া'লা, ৭১৮৫। সনদ সহীহ।

مُهْرَةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيَّ يَوْمٌ إِلَّا عَدَا عَلَيَّ فِيهِ قِرْنِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ، عَلَيْهِ لَأْمَتُهُ، إِنْ قَتَلَنِي قَتَلَنِي، وَإِنْ قَتَلْتُهُ عَدَا عَلَيَّ مِثْلُهُ مَا بَقِيتُ

"আমার নিকট এটা অধিক পছন্দনীয় নয় যে, আমার স্ত্রী কোনো সন্তান প্রসব করবে কিংবা আমার ঘোড়া তার সদ্যোজাত শাবকের প্রতি মমতাময়ী হয়ে উঠবে; বরং আমার আগ্রহ হলো, আমার প্রতিটি দিন এমন হবে যে, আমার সমবয়সী ও বর্ম পরিহিত কোনো মুশরিক আমার ওপর হামলে পড়বে; যদি সে আমাকে হত্যা করতে পারে তাহলে হত্যা করবে। আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে তার মতো আরেকজন আমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে আর আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকবে।"[১৫২]

১০৯. সামুরাহ ইবনু ফাতিক রা. থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةُ، لَوْ أَخَذَ مِنْ لَأَمَتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ . فَفَعَلَ ذَلِكَ، أَخَذَ مِنْ لِأُمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِئْزَرَهُ

"সামুরাহ কতই-না ভালো যুবক! সে যদি তার মাথার চুল ছোট করত লুঙ্গি গুটিয়ে (একটু ওপরে) পড়ত ! (তাহলে আরও ভালো হতো)। তিনি তা-ই করলেন। চুল ছোট করলেন আর (প্রয়োজনমাফিক) লুঙ্গি গুটিয়ে নিলেন।"[১৫৩]

জিহাদের ময়দানে অন্ধ সাহাবী

১১০. আলী ইবনু যায়িদ রহ. বলেন,

أَنَّ عَطِيَّةَ بْنَ أَبِي عَطِيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ الْكُوفَةِ، عَلَيْهِ دِرْعٌ سَابِغَةٌ يَجُرُّهَا فِي الصَّفِّ

"আতিয়্যা ইবনু আবি আতিয়্যা রহ. বলেন, তিনি কুফায় যুদ্ধ চলাকালে একদিন (অন্ধ সাহাবী) আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম রা.-কে দেখেন, তিনি বর্ম পরিহিত অবস্থায় সৈন্যসারির মাঝে হাঁটছেন। [১৫৪]

---

১৫২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২০/১৩২। ইবনু হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ, ৩/১৫২।

১৫৩. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৭৭৮৮।

১৫৪. সনদ দুর্বল। আতিয়্যাহ ইবনু আবি আতিয়্যাহ এবং আলী ইবনু জায়িদ উভয়ই দুর্বল রাবী। আরও রয়েছে

নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক

১১১. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"যে ব্যক্তির চরিত্রে চিত্ত অস্থিরকারী কৃপণতা, আর ভীতিকর কাপুরুষতা রয়েছে সে খুবই নিকৃষ্ট।"[১৫৫]

একজন গাযীর শেষ কথা

১১২. হাইছাম ইবনু মালিক রহ. ইসলামী সৈন্যদলের জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক সম্পর্কে বলেন,

وَكَانَ شُجَاعًا، فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ: كَمْ مِنْ مَشْهَدٍ شَهِدْتُهُ، وَكَمْ مِنْ مَجْمَعٍ حَضَرْتُهُ، وَلَمْ أُرْزَقِ الشَّهَادَةَ، لَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ

"তিনি ছিলেন একজন বীর পুরুষ। যখন তার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি বলেন, 'কত সম্মুখসমরে অংশ নিলাম! কত রণক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়ালাম! অথচ শাহাদাত লাভ হলো না! কাপুরুষদের চক্ষু হতে নিদ্রা উবে যাক!"[১৫৬]

রণাঙ্গনে হিশাম ইবনুল আ'স রা.

১১৩. আলী ইবনু রাবাহ রহ. বলেন,

أَقْبَلَتِ الرُّومُ يَوْمَ أَجْنَادِينَ فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنَ الرُّومِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ، عَلَيْهِمْ يَنَاقُ الْبِطْرِيقُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَكُمْ جَمْعٌ عَظِيمٌ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَى نَوَاظِيرِ الشَّامِ بِيَرِينَ وَقِدِّيسَ، وَتَكْتُبُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيُمِدَّكُمْ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ

: ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর, ৭/১০।

১৫৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ২৫১১।

১৫৬. ঘটনা হিসেবে সনদ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ১৬/২৭৩।

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فَقَاتِلُوا الْقَوْمَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ نَصْرًا مِنْ عِنْدِ أَبِي بَكْرٍ، رَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَلْحَقَ بِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: مَا تَرَكَ لَكُمْ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ مَقَالًا. فَقَاتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَقُتِلَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ، وَهَزَمَ اللهُ الرُّومَ، وَقُتِلَ يَنَاقُ الْبِطْرِيقُ. فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِشَامِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ قَتِيلٌ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ، هَذَا الَّذِي كُنْتَ تَبْتَغِي

"(হিজরী ১৩ সনে) আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমান বাহিনী রোমান ও আরব খ্রিষ্টানদের বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের সেনাপতি ছিল ইয়ান্নাক নামক জনৈক জেনারেল। এ সময় মুসলমানদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, 'তোমাদের সামনে তো বিশাল বাহিনী এসে হাযির হয়েছে। তোমরা চাইলে (কৌশলগত কারণে) সিরিয়ার বিরীন ও কিদ্দিস পর্যন্ত পিছু হটে আবু বকর রা.-এর নিকট পত্র লিখতে পার। এতে তিনি (আরও সৈন্য পাঠিয়ে) তোমাদের সাহায্য করবেন।' তখন হিশাম ইবনুল আ'স রা. বললেন, 'তোমরা যদি মনে করো যে প্রকৃত সাহায্য মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে তোমরা এই জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করো। আর যদি তোমরা আবু বকর রা.-এর সাহায্যের অপেক্ষায় থেকে থাকো তাহলে এই যে আমি ঘোড়ায় চড়লাম, তার সাথে সাক্ষাতের আগে আর নামছি না।' তখন মুসলিম বাহিনীর একজন বলে উঠলেন, 'হিশাম ইবনুল আ'স তো তোমাদের আর কিছু বলার সুযোগ রাখেননি।' এরপর মুসলিম বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড লড়াই হলো। অনেক মুসলমান হতাহত হলেন। হিশাম ইবনুল আ'স রা.-ও শহীদ হলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা রোমানদের বিপর্যস্ত করলেন। রোমান জেনারেল ইয়ান্নাকও নিহত হলো। যুদ্ধশেষে একজন হিশাম ইবনুল আ'স রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার লাশকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি তো এটাই (শাহাদাত) কামনা করেছিলেন।'"[১৫৭]

---

১৫৭. সনদ গরীব। তা ছাড়া আজনাদাইনের যুদ্ধে হিশাম ইবনুল আ'স রা. এর শাহাদাতের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১৫ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। পরের বর্ণনায় তা রয়েছে। এই বর্ণনাটি আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৭৪/১৯।

১১৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনি উমাইর রহ. বলেন,

مَرَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَرَأَى حَلْقَةً مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسًا، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: أَهِشَامٌ كَانَ أَفْضَلَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ؟ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، جَاءَ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ شَيْئًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي، فَمَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَاكَ وَهِشَامًا، فَقُلْنَا: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّا شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ، فَبَاتَ وَبِتُّ نَدْعُو اللهَ أَنْ يَرْزُقَنَا الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَسْأَلُهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رُزِقَهَا وَحُرِمْتُهَا، فَفِي ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكُمْ فَضْلُهُ عَلَيَّ

“একবার আমর ইবনুল আস রা. বাইতুল্লাহতে এসে কাবা তাওয়াফ করলেন। তখন তিনি কুরাইশের একটি ছোট দলকে সেখানে বসে থাকতে দেখলেন। তারা আমর ইবনুল আস রা.-কে দেখে বলতে লাগল, ‘হিশাম আর আমরের মধ্যে কে উত্তম?’ আমর ইবনুল আস. রা. তাওয়াফ শেষ করে তাদের নিকট এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা যে আমাকে দেখে কিছু একটা বলাবলি করেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি। এবার বলো তোমরা কী বলছিলে?’ তারা বলল, ‘আমরা আপনার আর হিশামের কথা বলছিলাম যে, আপনাদের মধ্যে কে উত্তম?’ তিনি বললেন, ‘তাহলে এই বিষয়ে আমিই তোমাদের জানাচ্ছি, আমি আর সে আমরা দুজনই ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। রাতে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট শাহাদাত কামনা করে দুআ করি। দুআতে আমি শাহাদাত কামনা করেছিলাম। পরদিন সে শাহাদাত লাভ করল আর বঞ্চিত রয়ে গেলাম। এ থেকেই তোমরা বুঝে নিতে পার যে সে আমার চেয়ে মর্যাদাবান।”[১৫৮]

১১৫. মুহাম্মাদ ইবনুল আসওয়াদ ইবনি খালাফ ইবনি বায়াযাহ খুযাঈ রা. বলেন,

إِنَّا لَجُلُوسٌ فِي الْحِجْرِ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ قِيلَ: قَدِمَ اللَّيْلَةَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ مِصْرَ، فَمَا أَكْبَرَ بِأَنْ دَخَلَ، فَابْتَدَرْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا، فَلَمَّا طَافَ دَخَلَ الْحِجْرَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: كَأَنَّكُمْ قَدْ قَرَضْتُمُونِي بِهَنْتٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَمْ نَذْكُرْ

১৫৮. সনদ শক্তিশালী। আরও বর্ণনা করেছেন, ইবনু সা’আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৪/১৪৬।

إِلَا خَيْرًا، ذَكَرْنَاكَ وَهِشَامًا، فَقَالَ بَعْضُنَا: هَذَا أَفْضَلُ. وَقَالَ بَعْضُنَا: هَذَا أَفْضَلُ. فَقَالَ عَمْرٌو: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّا أَسْلَمْنَا فَأَحْبَبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَاصَحْنَاهُ. فَذَكَرَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَقَالَ: أَخَذَ بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ حَتَّى اغْتَسَلَ وَتَحَنَّطَ، وَتَكَفَّنَ. ثُمَّ أَخَذَ بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ حَتَّى اغْتَسَلْتُ، وَتَحَنَّطْتُ، وَتَكَفَّنْتُ، ثُمَّ اعْتَرَضْنَا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي. قَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي. قَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: عَلَّقَ عَمْرٌو يَوْمَ الْيَرْمُوكِ سَبْعِينَ سَيْفًا بِعَمُودِ فُسْطَاطِهِ، قُتِلُوا مِنْ بَنِي سَهْمٍ

“কুরাইশের কিছু লোকজনসহ আমরা হারামের হাতীমে বসা ছিলাম। এমন সময় বলা হলো, গতরাতে আমর ইবনুল আস রা. মিসর হতে আগমন করেছেন। এরই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। আমরা তার দিকে লক্ষ করলাম। তিনি তাওয়াফ শেষ করে হাতীমে এসে দু-রাকাত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, ‘তোমরা মনে হয় আমার সমালোচনা করছিলে!’ সবাই বলে উঠল, না, না, আমরা ভালো কথাই বলছিলাম। আমরা তো আপনার আর হিশামের আলোচনা করছিলাম। আমাদের কেউ একজনকে মর্যাদাবান বলছিল তো অন্যজন আরেকজনকে বেশি মর্যাদাবান বলছিল।’ তখন আমর রা. বললেন, ‘তাহলে আমিই তোমাদের আসল খবর জানাচ্ছি। আমরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি, রাসূল ﷺ-কে ভালোবেসেছি আর তাঁর কল্যাণকামী হয়েছি। ’ এরপর তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘কাপড় দিয়ে খুঁটি দাঁড় করানো হলো। অতঃপর হিশাম গোসল সেরে নিল। সুগন্ধী মাখল আর কাফনের কাপড় জড়িয়ে নিল। এভাবেই কাপড় দিয়ে খুঁটি দাঁড় করানো হলো। তারপর আমি গোসল সেরে সুগন্ধী মেখে কাফনের কাপড় জড়িয়ে নিলাম। অতঃপর আমরা নিজেদের আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন করলাম (জিহাদে শরীক হলাম) আর তিনি তাকে কবুল করে নিলেন (শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন)। সুতরাং হিশাম আমার চেয়ে উত্তম। সে আমার চেয়ে উত্তম। কারণ, আল্লাহ তাকে কবুল করে নিয়েছেন। এ কারণেই সে আমার চেয়ে উত্তম।

বর্ণনাকারী আবু উমার রহ. বলেন, ‘তাবিঈ আমর ইবনু শুআইব রহ. বলেছেন, ‘ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনুল আস রা. তার কাপড়ের খুঁটিতে সত্তরটি তরবারি ঝুলিয়েছিলেন। এই তরবারিগুলো ছিল বনু সাহম গোত্রের নিহত লোকজনের।’’”[১৫৯]

---

১৫৯. সনদ দুর্বল। তবে আগের বর্ণনা দ্বারা মূল ঘটনা প্রমাণিত।

মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে পরোপকার

১১৬. আবুল জাহাম ইবনু হুযাইফাহ আদাওয়ী রহ. বলেন,

انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّي، وَمَعِي شَنَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَإِنَاءٍ، فَقُلْتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رِمَاقٌ سَقَيْتُهُ مِنَ الْمَاءِ، وَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ يَنْشَغُ، فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ؟ فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ. فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: آهٍ فَأَشَارَ ابْنُ عَمِّي أَنِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخُو عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ؟ فَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ: آهٍ فَأَشَارَ هِشَامٌ أَنِ انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِئْتُهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَمِّي فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ

"ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমি চাচাত ভাইয়ের সন্ধানে বের হলাম। আমার সাথে তখন পানির মশক আর একটি পানপাত্র ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল অন্তিম অবস্থায় পেলেও তাকে একটু পানি পান করিয়ে দেব এবং চেহারাটুকু মুছে দেব। হঠাৎ দেখি তিনি আমার কাছেই লুটিয়ে পড়ে আছেন। আমি বললাম, একটু পানি পান করিয়ে দেব? তিনি ইশারায় সম্মতি জানালেন। এমন সময় আরেক ব্যক্তি 'আহ' বলে কাতরে উঠলেন। চাচাত ভাই ইশারায় আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে আগে যেতে বললেন। গিয়ে দেখি তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর ভাই হিশাম ইবনুল আস রা.। আমি তার পাশে গিয়ে বললাম, পানি দেব? তিনি ইশারায় 'হ্যাঁ' বললেন। এমন সময় আরেকজনের কাতরকণ্ঠে 'আহ' ধ্বনি ভেসে আসল। তখন হিশাম রা.-ও ইশারায় বললেন, 'তার কাছে যাও।' আমি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়ে দেখি তিনি ইনতিকাল করেছেন। তখন হিশাম রা.-এর নিকট ফিরে আসি। ততক্ষণে তিনিও শহীদ হয়েছেন। অবশেষে চাচাত ভাইয়ের নিকট ফিরে এসে দেখি তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।"[১৩০]

সিয়াম অবস্থায় শাহাদাতবরণ

১১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

تَرَافَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ عَامَ الْيَمَامَةِ، فَكَانَ

---

১৩০. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনু সাবিতের পরিচয় স্পষ্ট নয়। আরও রয়েছে : বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ৩২০৮।

الرَّعْيُ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنَّا يَوْمًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ تَوَاقَعُوا، كَانَ الرَّعْيُ عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ، فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَخْرَمَةَ صَرِيعًا، فَوَقَعْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَاجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْمِجَنِّ مَا لَعَلِّيَ أُفْطِرُ. فَفَعَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ قَضَى

"আমি, আব্দুল্লাহ ইবনু মাখরামাহ এবং হুযাইফা রা. এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আলিম রা., আমরা ইয়ামামার যুদ্ধে সহযোদ্ধা ছিলাম। আমাদের ওপর একদিন করে পাহারার দায়িত্ব ছিল। যেদিন যুদ্ধ শুরু হলো সেদিন ছিল আমার দায়িত্ব। দায়িত্ব পালনকালে আমি একটু এগিয়ে দেখি আব্দুল্লাহ ইবনু মাখরামাহ রা. উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। আমি তার দিকে ঝুঁকলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য কি ইফতারের সময় হয়েছে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'আমার জন্য এই ঢালটির ওপর (খাওয়ার মতো) কিছু রেখে দাও। যাতে আমি ইফতার করতে পারি।' আমি তা-ই করলাম। এর কিছুক্ষণ পর আমি আবার ফিরে এসে দেখি তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন।"[১৬১]

ইয়ামামার যুদ্ধে সালিম রা.-এর আত্মত্যাগ

১১৮. ইবরাহীম ইবনু হানযালাহ রহ. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قِيلَ لَهُ يَوْمَئِذٍ فِي اللِّوَى: أَيْ تَحَفَّظْ بِهِ؟ فَقَالَ غَيْرُهُ: تَخْشَى مِنْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَتُوَلِّي اللِّوَى غَيْرَكَ؟ فَقَالَ: بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِذًا. فَقُطِعَتْ يَمِينُهُ، فَأَخَذَ اللِّوَى بِيَسَارِهِ، فَقُطِعَتْ يَسَارُهُ، فَاعْتَنَقَ اللِّوَى وَهُوَ يَقُولُ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤] ، {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} [آل عمران: ١٤٦] فَلَمَّا صُرِعَ، قِيلَ لِأَصْحَابِهِ: مَا فَعَلَ أَبُو حُذَيْفَةَ؟ قِيلَ: قُتِلَ. قَالَ: فَمَا فَعَلَ فُلَانٌ لِرَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ؟ قِيلَ: قُتِلَ. قَالَ فَأَضْجِعُونِي بَيْنَهُمَا

"ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হুযাইফা রা.-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সালিম রা.-কে যুদ্ধের

---

১৬১. সনদ দুর্বল। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন। একই সূত্রে আরও উল্লেখ করেছেন : ইবনুল আসির, উসুদুল গাবাহ, ৩/৩৭৭।

পতাকা সম্পর্কে বলা হলো অর্থাৎ বলা হলো যে, আপনি কি এটা সামলে রাখতে পারবেন? আরেকজন বলে উঠল, 'আপনি কি নিজের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছেন? তাহলে এই দায়িত্ব আপনি ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হবে। তিনি বললেন, 'তাহলে আমি নিকৃষ্ট কুরআন-বাহক বলে বিবেচিত হব! (এই বলে তিনি দায়িত্ব নিলেন। অতঃপর) তার ডান হাত কেটে দেয়া হলো। তিনি বাম হাতে পতাকা সামলে নিলেন। তার বাম হাতও কেটে দেয়া হলো। এবার তিনি বুক ও ঘাড় দিয়ে পতাকা চেপে ধরে বলতে লাগলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

'আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়! তার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না—সে জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে আমি তাকে তা-ই দেব। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদের আমি প্রতিদান দেব। আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথিরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।'[১৬২]

অবশেষে তিনি যখন লুটিয়ে পড়লেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুযাইফার খবর কী?' বলা হলো, 'তিনি নিহত হয়েছেন।' তারপর আরেকজনের নাম উল্লেখ করে

১৬২. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৪৪-১৪৬

তিনি জানতে চাইলেন, 'অমুকের খবর কী?' বলা হলো, 'তিনিও শহীদ হয়েছেন।' তিনি বললেন, 'আমাকে তাদের দুজনের মাঝে শুইয়ে দাও।[১৬৩]

জিহাদের ময়দানে কারা ধৈর্যধারণ করে?

১১৯. জা'ফর ইবনু হাইয়ান এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বর্ণনা করেন,

عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} [آل عمران: ١٤٦] قَالَ جَعْفَرٌ: عُلَمَاءُ صَبْرٍ. وَقَالَ الْمُبَارَكُ: أَتْقِيَاءُ صَبْرٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾

'আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথিরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।'[১৬৪]

এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে জা'ফর ইবনু হাইয়্যান রহ. বলেন, 'আয়াতে ধৈর্যশীল বলতে ধৈর্যশীল আলিমগণের কথা বলা হয়েছে।' আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন, 'ধৈর্যশীল আল্লাহভীরু বান্দাদের কথা বলা হয়েছে।"[১৬৫]

১২০. আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন,

احْتَبَسْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكِ ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ قَارِئًا يَقْرَأُ. فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِ قِرَاءَتِهِ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَخَرَجَ، فَإِذَا هُوَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ

---

১৬৩. সনদ দুর্বল। ইবরাহীম ইবনু হানজালা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। আরও বর্ণনা করেছেন : ইমাম বগভী, মু'জামুস সাহাবাহ, ৩/১৪৪।

১৬৪. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:১৪৬

১৬৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৬/১১৫।

"একবার আয়িশা রা. রাসূল ﷺ-এর নিকট আসতে দেরি করলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দেরি হলো কী কারণে?' তিনি বললেন, 'আমি একজন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শুনছিলাম।' অতঃপর তিনি তার তিলাওয়াতের মাধুর্যের কথা উল্লেখ করলেন। এ কথা শুনে রাসূল নিজের চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন লোকটি হলো হুযাইফা রা.-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সালিম রা.। তাকে দেখে রাসূল ﷺ বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা কেবলই আল্লাহ তাআলার (আলহামদুলিল্লাহ), যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে তোমার মতো ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন।"[১৬৬]

১২১. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

مَرَرْتُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، أَلَا تَرَى مَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ وَأَنْتَ هَاهُنَا قَالَ: فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخٍ، فَلَبِسَ سِلَاحَهُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ حَتَّى أَتَى الصَّفَّ، فَقَالَ: أُفٍّ لِهَؤُلَاءِ وَمَا يَصْنَعُونَ. وَقَالَ لِلْعَدُوِّ: أُفٍّ لِهَؤُلَاءِ وَمَا يَعْبُدُونَ. خَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ يَعْنِي فَرَسَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا. فَحَمَلَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

"ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আমি সাবিত ইবনু কায়স ইবনু শাম্মাস রা.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তিনি সুগন্ধী মাখছেন। আমি বললাম, 'চাচা, আপনি কি মুসলমানদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? তারপরও এখানে রয়ে গেছেন?' এই কথা শুনে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'এবার তাহলে (শুরু করা যাক) ভাতিজা!' এই বলে তিনি অস্ত্রসজ্জিত হলেন। অতঃপর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। এরপর মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন, 'আহ! কী করছে এরা? আবার শত্রুপক্ষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহ! এরা কিসের ইবাদাত করছে? আমার ঘোড়ার পথ ছাড়ো, আমি এই যুদ্ধের উত্তাপে ঝলসে যেতে চাই।' এই বলে তিনি লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হলেন।"[১৬৭]

---

১৬৬. সনদ সহীহ। একই সনদে রয়েছে : ইবনু হাজার আসকালানী, আল ইসাবাহ, ৩/১৩।

১৬৭. গ্রন্থকারের বর্ণনায় আনাস রা.-এর সন্তানের নাম উল্লেখ নেই। তবে ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাকু হাকিম [৫০৩২] গ্রন্থে মূসা ইবনু আনাস রা.-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সনদ সহীহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলি

সাবিত ইবনু কায়স রা.-এর ঘটনা

১২২. আনাস রা. এর পুত্র মূসা ইবনু আনাস রা. বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ} قَالَ: فَقَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: لَا أَرَانِي إِلَّا كُنْتُ أَرْفَعُ الصَّوْتَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَافْتَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنْ شِئْتَ عَلِمْتُ لَكَ عِلْمَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَتَاهُ، فَوَجَدَهُ مُنْكَسِرَ الْوَجْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَكَ، وَسَأَلَ عَنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ الصَّوْتَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ. قَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: فَأَتَاهُ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

যখন এই আয়াত ক'টি নাযিল হলো,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বোলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[১৬৮]

এই আয়াত নাযিলের পর সাবিত ইবনু কায়স রা. নিজের ঘরে অবস্থান করা শুরু করলেন। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় আমি রাসূল ﷺ-এর সামনে নিজের আওয়াজকে উঁচু করি।' রাসূল ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উপস্থিত একজন বলল, 'আপনি চাইলে আমি তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।' এরপর তিনি তার নিকট এসে দেখলেন তিনি বিধ্বস্ত চেহারায় বসে আছেন। লোকটি তাকে বলল, 'রাসূল ﷺ আপনাকে খুঁজছেন। তিনি আপনার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন।' উত্তরে সাবিত রা. বললেন, 'আমি রাসূল ﷺ-এর দরবারে উঁচু আওয়াজে কথা বলতাম। অতঃপর এই আয়াত নযিল হলো। নিঃসন্দেহে এ ধরনের ব্যক্তি জাহান্নামী হবে!' লোকটি রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে তার বিষয়টি জানালেন।

বর্ণনাকারী মূসা ইবনু আনাস রহ. বলেন, 'লোকটি দ্বিতীয় দফা সাবিত রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাকে এক বিশাল সুসংবাদ শোনালেন যে, 'আপনি জাহান্নামী নন; বরং আপনি জান্নাতী হবেন।''[১৬৯]

১২৩. ইসমাঈল ইবনু ছাবিত রহ. বলেন,

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ. قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: نَهَانَا اللهُ أَنْ نَتَحَمَّدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيَلَاءِ، وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَهَانَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

---

১৬৮. সূরা হুজরাত, ৪৯:২,৩

১৬৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ মুসলিম, ১৮৭। তাফসীরুত তাবারী,২১/৩৪১।

أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا امْرُؤٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَيُدْخِلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ فَعَاشَ حَمِيدًا، وَقُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ

"একবার সাবিত ইবনু কায়স আনসারী রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আশঙ্কা হয় যে আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি!' রাসূল ﷺ বললেন, 'কী কারণে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন কাজে প্রশংসা কামনা করতে নিষেধ করছেন, যা আমরা আদৌ করিনি। অথচ আমি নিজের প্রশংসা পছন্দ করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি সৌন্দর্যকে ভালোবাসি। আল্লাহ তাআলা আপনার আওয়াজের ওপর আমাদের আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি উচ্চ আওয়াজে কথা বলে থাকি।' তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'হে সাবিত, তুমি এটা পছন্দ করো না যে, তুমি প্রশংসিত অবস্থায় জীবন যাপন করবে, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তা পছন্দ করি।' এরপরে তিনি প্রশংসার জীবন লাভ করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ হন।"[১৭০]

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ তিন প্রকার

১২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এর আযাদকৃত গোলাম মিকসাম রহ. বলেন,

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَعِي رَجُلٌ، إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي: مَرْحَبًا بِأَبِي إِسْحَاقَ، فَلَمَّا جَلَسَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: كَعْبُ الْأَحْبَارِ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا رَحِمَكَ اللهُ. فَقَالَ: يَنْتَهِي الْإِثْمُ إِلَى أَنْ يُشْرِكَ الْعَبْدُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَنْكِحَ أُمَّهُ، وَيَنْتَهِي الْبِرُّ إِلَى أَنْ يُهَرَاقَ دَمُ الْعَبْدِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ، وَيُحِبُّ الرَّجْعَةَ، فَيَهْدِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَذَلِكَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يَغْفِرُ اللهُ تَبَارَكَ

---

১৭০. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৫০৩৪।

وَتَعَالَى لَهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ خَطِئَهَا، وَيَرْفَعُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ دَرَجَةً، حَتَّى تُنْفَى آخِرُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ. وَرَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ، وَيُحِبُّ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ بَاشَرَ الْقِتَالَ فَذَاكَ تَمَسُّ رُكْبَتُهُ رُكْبَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّفِيعِ. وَرَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ، وَلَا يُحِبُّ الرَّجْعَةَ، فَبَاشَرَ الْقِتَالَ، فَذَاكَ كَمَلَكٍ شَاهِرٍ سَيْفَهُ فِي الْجَنَّةِ، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، مَا سَأَلَ أُعْطِيَ، وَلِمَنْ شَفَعَ شُفِّعَ

"একবার আমরা বাইতুল মাকদাসে বসা ছিলাম। আমার সাথে আরও একজন ছিল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। তাকে দেখে আমার সঙ্গী বলে উঠল, 'আবু ইসহাক, আপনার আগমন শুভ হোক!' আমি তাকে বললাম, ইনি কে? সে বলল, 'ইনি কা'আব আহবার রহ.।' আমরা তাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি আমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করুন।' তিনি বললেন, 'সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ হলো আল্লাহ আযযা ও জাল্লার সাথে কাউকে শরীক করা আর আপন মায়ের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো। আর সবচেয়ে পুণ্যের কাজ হলো আল্লাহর রাস্তায় বান্দার রক্ত প্রবাহিত হওয়া। শহীদ তিন প্রকার :

এক. ওই ব্যক্তি, যে ঘর থেকে বের হয় আর শাহাদাত এবং ঘরে ফিরে আসা উভয়টিই পছন্দ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আচমকা একটি তিরের আঘাত তাকে উপহার দেন। তার রক্তের প্রথম ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এর পরের প্রতিটি ফোঁটায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ে।

দুই. ওই ব্যক্তি, যে ঘর থেকে বের হয় আর শাহাদাত এবং ঘরে ফিরে আসা উভয়টিই পছন্দ করে। অতঃপর সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়। এই ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়ে ইবরাহীম আ.-এর হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসবে।

তিন. ওই ব্যক্তি, যে ঘর থেকে বের হয় আর সে শাহাদাত পছন্দ করে। ঘরে ফিরে আসা পছন্দ করে না। অতঃপর সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়। এই ব্যক্তির উদাহরণ ওই বাদশাহের ন্যায় যে খোলা তরবারি হাতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করবে। যা চাইবে তা-ই দেয়া হবে। যার জন্য সুপারিশ করবে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"[১৭১]

---

১৭১. বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি।

পূর্ববর্তী কিতাবের বর্ণনায় শহীদের প্রকারভেদ

১২৫. ইউসুফ ইবনু আবি মারইয়াম রহ. জুওয়াইরিয়াহ ইবনু কুদামা রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَكَعْبٌ، حَتَّى دَخَلَا عَلَى حَبْرٍ مِنَ الْأَحْبَارِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: مَا كُنْتَ مُفْشِيًا مِنْ حَدِيثِكَ، فَأَفْشِهِ إِلَى هَذَا. فَقَامَ إِلَى كِسْوَةٍ فِي الْبَيْتِ، فَأَخْرَجَ كَرَّاسَةً فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ، إِذَا أَوَّلُ سَطْرٍ: رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُقْتَلَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِي الْجَنَّةِ. وَإِذَا السَّطْرُ الثَّانِي: رَجُلٌ غَزَا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُقْتَلَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يُزَاحِمَ بِرُكْبَتِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَإِذَا السَّطْرُ الثَّالِثُ: رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ، وَيُرِيدُ أَنْ يُقْتَلَ , فَأَصَابَهُ سَهْمٌ . فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِي الْجَنَّةِ , وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ يَشْفَعُ

“একবার জুওয়াইরিয়াহ ইবনু কুদামা রহ. এবং কা'আব আহবার রহ. জনৈক ইয়াহুদি পণ্ডিতের কাছে গেলেন। কা'আব রহ. তাকে বললেন, ‘আপনার নিকট গচ্ছিত ইলম হতে কিছু প্রকাশ করতে চাইলে তার কাছে তা বর্ণনা করুন।’ পণ্ডিত উঠে ঘরের পর্দার আড়ালে চলে গেলেন এবং একটি খাতা নিয়ে আসলেন। সেখানে তিনটি লাইন লেখা ছিল :

প্রথম লাইনে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি কোনোরকম হতাহতের ইচ্ছা ছাড়াই আল্লাহর রাস্তায় বের হলো, কিন্তু একটি তির এসে তাকে বিদ্ধ করল। তার রক্তের প্রথম ফোঁটা সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে তা মুছে দেব। আর বাকি প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় লাইনে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যে, সে হত্যা করবে কিন্তু নিজে নিহত হবে না। অতঃপর একটি তির এসে তাকে বিদ্ধ

করল। তার রক্তের প্রথম ফোঁটা সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে তা মুছে দেবে। আর বাকি প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি সে ইবরাহীম আ.-এর হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসবে।

তৃতীয় লাইনে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যে, সে হত্যা করবে এবং নিজে নিহত হবে। অতঃপর একটি তির এসে তাকে বিদ্ধ করল। তার রক্তের প্রথম ফোঁটা সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে তা মুছে দেব। আর বাকি প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিয়ামাতের দিন সে খোলা তরবারি উঁচিয়ে আসবে এবং সুপারিশ করবে।”[১৭২]

শহীদের চারটি স্তর

১২৬. উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ، وَصَدَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنَهُمْ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، قَالَ: فَمَا أَدْرِي قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا يَضْرِبُ جِلْدَهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ

“শহীদ চার প্রকারের :

এক. উত্তম ঈমানের অধিকারী মুমিন, যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, অবশেষে মারা যায়।

---

১৭২. ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। সনদ গরীব। একাধিক বর্ণনাকারী সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে আগের বর্ণনায় সমার্থক বক্তব্য রয়েছে।

কিয়ামতের দিন লোকেরা তার প্রতি এভাবে ওপরে চোখ তুলে তাকাবে, এই বলে তিনি মাথা ওপরের দিকে তুলে (তাকিয়ে) দেখালেন, এমনকি তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। রাবী বলেন, এখানে উমার রা.-এর টুপির কথা বলা হয়েছে না রাসূল ﷺ-এর টুপি বোঝানো হয়েছে তা আমার জানা নেই।

দুই. আরেক ব্যক্তিও উত্তম ঈমানের অধিকারী মু'মিন। সেও শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, কিন্তু ভীরুতার কারণে তার দেহ এমনভাবে কম্পিত হতে থাকে যেন তাকে বাবলা গাছের কাঁটাযুক্ত ডাল দিয়ে মারা হয়েছে। একটি অদৃশ্য তির এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলে তার আঘাতে সে মারা যায়। এ হলো দ্বিতীয় স্তরের শহীদ।

তিন. আরেক মুমিন ব্যক্তি তার ভালো কাজের সাথে কিছু খারাপ কাজও করে ফেলেছে। সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যুদ্ধ করে অবশেষে মারা যায়। এ ব্যক্তি তৃতীয় স্তরের শহীদ।

চার. অপর মুমিন ব্যক্তি যে নিজের ওপর যুলুম করেছে। সেও শত্রুর মোকাবিলায় লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য বলে বিশ্বাস করে যুদ্ধ করে, তারপর মারা যায়। এই ব্যক্তি চতুর্থ স্তরের শহীদ।"[১৭৩]

অগ্রবর্তী কারা?

১২৭. উসমান ইবনু আবি সাওদাহ রহ. বলেন,

بَلَغَنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة: ١٠] قَالَ: أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ' 'অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই।'[১৭৪]

এই আয়াতের ব্যাপারে আমরা জানতে পারি যে, এখানে অগ্রগামী বলতে 'সবার আগে মসজিদে গমনকারী এবং সবার আগে আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী।"[১৭৫]

---

১৭৩. সনদ দুর্বল। আরও রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ১৬৪৪। সনদ দুর্বল।

১৭৪. সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬:১০

১৭৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ২২/২৯০।

আসহাবুর রাসূলের বিশেষ চারটি গুণ

১২৮. মুহাম্মাদ ইবনু জিয়াদ রহ আবু ইনাবাহ খাওলানী রা. সম্পর্কে বলেন,

أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا فِي مَجْلِسِ خَوْلَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَالِسًا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَارِبًا مِنَ الطَّاعُونِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: خَرَجَ يَتَزَخْزَحُ هَارِبًا مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَبْقَى حَتَّى أَسْمَعَ مِثْلَ هَذَا أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ خِلَالٍ كَانَ عَلَيْهَا إِخْوَانُكُمْ؟ أَوَّلُهَا: لِقَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْدِ، وَالثَّانِيَةُ: لَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ عَدُوًّا، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا، وَالثَّالِثَةُ: لَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ عَوْزًا مِنَ الدُّنْيَا، كَانُوا وَاثِقِينَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ: إِنْ نَزَلَ بِهِمُ الطَّاعُونُ لَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيهِمْ مَا قَضَى

"একবার তিনি খাওলানের এক মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মালিক মহামারি হতে আত্মরক্ষার্থে জনপদ ছেড়ে পালাচ্ছিলেন। খাওলানী রা. তার সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হলো, 'তিনি মহামারির ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। আমি বেঁচে থাকতে এই কথা শুনব বলে তো ধারণা করিনি। আমি তোমাদের আমার সঙ্গীগণ (সাহাবায়ে কেরাম) যে গুণাবলির অধিকারী ছিলেন তা জানিয়ে দেব? তাদের প্রথম গুণ ছিল, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ (শাহাদাত) তাদের নিকট মধুর চেয়ে মিষ্ট ছিল। দ্বিতীয় গুণ ছিল, তারা শত্রুকে কখনো ভয় পেতেন না। তারা সংখ্যায় কম হোক বা বেশি। তাদের তৃতীয় গুণ ছিল, তারা পার্থিব অভাব অনটনকে মোটেও ভয় পেতেন না। তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের রিযক দান করবেন। তাদের চতুর্থ গুণ ছিল, মহামারি দেখা দিলে তারা সেই স্থান ত্যাগ করতেন না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যা নির্ধারণ করতেন তা-ই হতো।"[১৭৬]

---

১৭৬. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৬৭/১২৩।

শহীদ কে?

১২৯. মাসরূক রহ. বলেন,

قُلْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَنِيئًا لِمَنْ رَزَقَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الشَّهَادَةَ. فَقَالَ: وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: الْغَزْوَ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَكَثِيرٌ. قَالُوا: فَمَنِ الشَّهِيدُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْتَسِبُ نَفْسَهُ

"উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আমরা বললাম, 'আল্লাহ তাআলা যাকে শাহাদাতের রিজিক দানে ধন্য করেছেন তাকে অভিনন্দন!' উমর রা. বললেন, 'শাহাদাত বলতে তোমরা কী বোঝো?' সবাই বলল, 'আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা (লড়াই করে যে শহীদ হয়)।' তিনি বললেন, 'এ তো অনেক বড় বিষয়।' সবাই বলল, 'তাহলে শহীদ কে?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি নিজের জীবনের বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে সে-ই শহীদ।'"[১৭৭]

পিতা-পুত্রের একসাথে জান্নাতে যাওয়ার কামনা

১৩০. আবু যুহাইফাহ রা. বলেন,

إِنَّا لَمُتَوَجِّهُونَ إِلَى مِهْرَانَ، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَثَابَةَ، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَقُلْنَا: أَجَزَعٌ هَذَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَرَكْتُ أَثَابَةَ يَعْنِي أَبَاهُ فِي الرَّحْلِ، فَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ مَعِي فَدَخَلْنَا الْجَنَّةَ

"আমরা মিহরান নামক স্থানের দিকে অভিযানের উদ্দেশ্যে সফর করছিলাম। আমাদের সাথে আযদ গোত্রের এক লোক ছিল। তার নাম আবু আছাবাহ। তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা বললাম, 'তিনি কি কোনো সমস্যায় পড়েছেন?' তিনি বললেন, 'না, আমি আমার পিতা আছাবাহ-কে তার বাহনে রেখে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে তিনি সাথে থাকলে আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতাম।'"[১৭৮]

---

১৭৭. বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য। তবে গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি।

১৭৮. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী আবু ইবনু আমর ইবনি উতবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় না।

আল্লাহর রাস্তায় এক-দুই বর্শা পরিমাণ এগিয়ে যাওয়ার অন্তিম ইচ্ছা

১৩১. মিসআর রহ. আওন ইবনু আব্দুল্লাহ রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، وَقَدِ انْتَثَرَ قُصْبَهُ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ: ضُمَّ الَّتِي مِنْهُ؛ لَعَلِّي أَدْنُو فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ. قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ دَنَا قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ

"কাদিসিয়্যার যুদ্ধের দিন তিনি এক (আহত) ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটির ভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি তার পাশ দিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে বললেন, 'আমার এই ভুঁড়িটা একটু সামলে দাও, যাতে আমি আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লার রাস্তায় আরও এক-দুই বর্শা পরিমাণ চলতে পারি।' আওন ইবনু আব্দিল্লাহ কিছুক্ষণ পর তার পাশ দিয়ে আবার যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি এক বা দুই বর্শা পরিমাণ এগিয়ে ইনতিকাল করেছেন।"[১৭৯]

ডাগরনয়না হুরের জন্য দুআ ও জিহাদ

১৩২. নুআইম ইবনু আবি হিন্দ রহ. বলেন,

قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: اللَّهُمَّ إِنَّ حَدَبَةً سَوْدَاءَ بَذِيئَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَزَوِّجْنِي الْيَوْمَ مَكَانَهَا مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ. فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقٌ فَارِسًا يَذْكُرُ مِنْ عِظَمِهِ، وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٢٣] حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ، فَمَاتَا جَمِيعًا

"কাদিসিয়্যার যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি এই বলে দুআ করে,

اللَّهُمَّ إِنَّ حَدَبَةً سَوْدَاءَ بَذِيئَةً فَزَوِّجْنِي الْيَوْمَ مَكَانَهَا مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ

'হে আল্লাহ, আমার স্ত্রী একজন কৃষ্ণবর্ণা কটুভাষী রমণী। তার পরিবর্তে আজ আপনি একজন ডাগরনয়না হুরের সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দিন।'

---

১৭৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৭৬২।

বর্ণনাকারী বলেন, 'লোকজন তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, সে একজন বিশালদেহী পারসিকের সাথে কুস্তি লড়ছে আর এই আয়াত তিলাওয়াত করছে,

﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

'মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।'[১৮০]

আয়াত পাঠ শেষ হতেই তারা উভয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।"[১৮১]

একজন আনসারীর শেষ অবস্থা

১৩৩. সা'আদ ইবনু ইবরাহীম রহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ مَرَّ يَوْمَ الْجِسْرِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ بِرَجُلٍ قَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَهُوَ يَقُولُ: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: ٦٩] فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

"আবু উবাইদ ইবনু মাসউদ সাকাফী রা. এর নেতৃত্বে নামারিকের যুদ্ধে সেতু পার হওয়ার লড়াইয়ে বর্ণনাকারী সা'আদ ইবনু ইবরাহীম রহ. এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। লোকটির হাত-পা কাটা পড়েছিল আর এই অবস্থাতেই তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

'আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের

---

১৮০. সূরা আহযাব, ৩৩:২৩

১৮১. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ৪০০৩।

প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।'[১৮২]

তখন তার পাশ ঘেঁষে যাওয়া একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আমি একজন আনসারী।"[১৮৩]

মদীনার উদ্দেশে সম্ভাষণ

১৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমীর ইবনি রবীআহ রহ. বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، حَتَّى إِذَا هَبَطَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ أُنْتِجَتْ لَهُ نَاقَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ قَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مَدِينَا، شَأْنُكِ تَأْوِينَا

"আমি সাঈদ ইবনু যায়িদ ইবনি নুফাইল রা. এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় বের হলাম। যখন তিনি ছানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তার জন্য উটকে বসানো হলো। তিনি তাতে আরোহণ করলেন আর উট চলতে শুরু করল। তখন তিনি (মদীনার দিকে তাকিয়ে) বললেন, 'হে মদীনা, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! তোমার ঐতিহ্য অটুট থাকুক!"[১৮৪]

নাওফ ইবনু ফুযালা বিক্কালী রহ.-এর দুআ

১৩৫. ইবনু আবি উতবাহ কিন্দী রহ. বলেন,

كُنَّا نَخْتَلِفُ إِلَى نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا يَزِيدَ، رَأَيْتُ لَكَ رُؤْيَا. فَقَالَ: اقْصُصْهَا. فَقَالَ: رَأَيْتُ أَنَّكَ تَسُوقُ جَيْشًا، وَمَعَكَ رُمْحٌ طَوِيلٌ فِي سَنَانِهِ شَمْعَةٌ تُضِيءُ لِلنَّاسِ. فَقَالَ نَوْفٌ: لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ لَأَسْتَشْهَدَنَّ. فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنْ خَرَجَتِ الْبُعُوثُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الصَّائِفَةِ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُ، ذَهَبْتُ أُوَدِّعُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَرْمِلِ

১৮২. সূরা নিসা, ৪:৬৯

১৮৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৭৪২।

১৮৪. সনদ দুর্বল। আসিম ইবনু উবাইদিল্লাহ দুর্বল রাবী। তা ছাড়া বর্ণনাটি অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

الْمَرْأَةَ، وَأَيْتِمِ الْوَلَدَ، وَأَكْرِمْ نَوْفًا بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: فَغَزُوا، فَلَمَّا انْصَرَفُوا فَكَانُوا بِقَبَاقِبَ، خَرَجَ الْعَدُوَّ عَلَى السَّرْجِ، فَكَانَ أَوَّلَ مِنْ رَكِبَ، فَلَمَّا رَآهُمْ، شَدَّ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلَ رَجُلًا، ثُمَّ رَجُلًا، ثُمَّ قُتِلَ. فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَقَدِ اخْتَلَطَ دَمُهُ بِدَمِ فَرَسِهِ قَتِيلَيْنِ

“আমরা নাওফ ইবনু ফুযালাহ্ বিক্কালী রহ.-এর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। একদিন আমি তার নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একলোক এসে বলল, ‘আবু ইয়াযিদ, আমি আপনাকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছি।’ তিনি বললেন, ‘কী দেখেছ খুলে বলো।’ লোকটি বলল, ‘আমি দেখলাম আপনি একটি বাহিনীকে ধাওয়া করছেন। আপনার দীর্ঘাকৃতির একটি বর্শা রয়েছে। বর্শার অগ্রভাগে একটি প্রদীপ জ্বালানো, যার শিখা মানুষকে আলো প্রদান করছে।’ নাওফ রহ. বললেন, ‘তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে থাকে তবে শীঘ্রই আমি শহীদ হব।’ এর কিছুদিন পরই মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ানের নেতৃত্বে একটি দল গ্রীষ্মকালীন অভিযানে বের হলো। নাওফ রহ. এর সফরের সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে বিদায় জানাতে গেলাম। তিনি সাওয়ারির জিনে পা রেখে বললেন,

اللَّهُمَّ أَرْمِلِ الْمَرْأَةَ، وَأَيْتِمِ الْوَلَدَ، وَأَكْرِمْ نَوْفًا بِالشَّهَادَةِ

‘হে আল্লাহ, স্ত্রীকে বিধবা করুন। সন্তানকে ইয়াতীম করুন আর নাওফ-কে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করুন।’

তারা যথারীতি যুদ্ধে চলে গেলেন। ফেরার পথে কাবাকিব নামক স্থানে পৌঁছতেই শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী তাদের আক্রমণ করে বসল। প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সবার আগে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন আর তাদের দেখামাত্রই প্রচণ্ড আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার হাতে পরপর দুজন নিহত হওয়ার পর তিনি নিজেও শহীদ হলেন। তার সাথে থাকা একজন বলেন, ‘আমরা যখন তার কাছে পৌঁছলাম, দেখি তিনি এবং তার ঘোড়া উভয়ই নিহত হয়েছে। একে অপরের রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।’”[১৮৫]

---

১৮৫. সনদ গ্রহণযোগ্য। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৬২/৩১৩; ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর, ২/৪০ (সংক্ষেপে)।

চার হাজার দিরহামের চেয়ে বেশি পছন্দনীয়

১৩৬. ইমাম সুদ্দী রহ. বলেন,

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فِي غَزْوَةٍ، وَاشْتَرَى فَرَسًا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَصَفُوهُ يَسْتَغْلُونَهُ، فَقَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا، يَتَقَدَّمُهَا إِلَى عَدُوٍّ لِي إِلَّا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ

"আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ. এক অভিযানে বেড়িয়ে চার হাজার দিরহাম ব্যয়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। লোকজন এই মূল্যটি বেশ চড়া হয়ে গেছে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'শত্রুর উদ্দেশ্যে এর প্রতিটি পদক্ষেপ আমার কাছে চার হাজার দিরহামের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।'"[১৮৬]

মুজাহিদের জন্য উত্তম পোশাক

১৩৭. ইমাম সুদ্দী রহ. বলেন,

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ فِي غَزَاةٍ كَانَ فِيهَا أَبُوهُ، فَلَبِسَ جُبَّةً مِنْ قِهْزٍ، وَهِيَ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ عَلَى هَذَا أَحْسَنُ؟ قَالَ مُطَرِّفٌ: خَزٌّ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ عَلَيْهَا أَحْسَنُ فِي نَفْسِي مِنْ دَمٍ

"আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ. এক অভিযানে বের হলেন। সেই অভিযানে তার পিতাও ছিলেন। সফরে তিনি কিহ্য নামক বিশেষ সাদা কাপড়ের পোশাক পরিধান করেন। পোশাক পরিধান করে তিনি বলেন, 'এই দেহে এর চেয়ে সুন্দর পোশাক আর কী হতে পারে?' তখন মুতাররিফ রহ. বললেন, 'অমুক অমুক রেশম-মিশ্রিত পোশাক।' তিনি বললেন, 'আমার মতে আমার জন্য রক্তের চেয়ে উত্তম কোনো পোশাক হতে পারে না।'"[১৮৭]

---

১৮৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৬।

১৮৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৫।

আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ.-এর তিনটি কামনা

১৩৮. আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ. বলেন,

سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الثَّالِثَةَ. سَأَلْتُهُ أَنْ يُزَهِّدَنِي فِي الدُّنْيَا، فَمَا أُبَالِي مَا أَقْبَلَ مِنْهَا وَمَا أَدْبَرَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُقَوِّيَنِي عَلَى الصَّلَاةِ، فَرَزَقَنِي مِنْهَا، وَسَأَلْتُهُ الشَّهَادَةَ، فَأَنَا أَرْجُوهَا

"আল্লাহ তাআলার নিকট আমি তিনটি বিষয় কামনা করেছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দুটি দান করেছেন। আর তৃতীয়টির অপেক্ষায় আছি। আমি তার নিকট চেয়েছি, তিনি যেন আমাকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি দান করেন। অতএব দুনিয়ার কী আসল আর গেল তাতে আমার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি চেয়েছিলাম, তিনি যেন আমাকে সালাত আদায়ের শক্তি-সামর্থ্য দান করেন। তিনি তা দান করেছেন। আর আমি তার কাছে শাহাদাতের আবেদন করেছি। এখন তার অপেক্ষায় আছি।"[১৮৮]

আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ.-এর শাহাদাত

১৩৯. সুদ্দী রহ. বলেন,

حَدَّثَنِي ابْنُ عَمٍّ لِعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: نَزَلْنَا فِي مَرْجٍ حَسَنٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْمَرْجَ، وَمَا أَحْسَنَ هَذَا الْآنَ لَوْ أَنَّ مُنَادِيًا نَادَى: يَا خَيْلَ اللهِ، ارْكَبِي، فَخَرَجَ رَجُلٌ فَكَانَ فِي أَوَّلِ مَنْ لَقِيَ , فَأُصِيبَ، ثُمَّ نُجِّيَ، وَدُفِنَ فِي هَذَا الْمَرْجِ. قَالَ: فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ نَادَى الْمُنَادِي: يَا خَيْلَ اللهِ، ارْكَبِي، كَفَرَتْ الْمَدِينَةَ لِمَدِينَةٍ كَانُوا صَالَحُوهَا وَخَرَجَ عَمْرٌو، وَسَرَعَانُ النَّاسِ فِي أَوَّلِ مَنْ خَرَجَ أَتَى عُتْبَةَ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ عَمْرًا، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِ، فَمَا أَدْرَكَ حَتَّى أُصِيبَ قَالَ: فَمَا أُرَاهُ دُفِنَ إِلَّا فِي مَرْكَزِ رُمْحِهِ، وَعُتْبَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّاسِ

"আমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ রহ.-এর এক চাচাত ভাই বলেন, 'একবার আমরা একটি চমৎকার চারণভূমিতে অবতরণ করলাম। তখন আমর ইবনু উতবাহ

১৮৮. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৫।

বললেন, 'চারণভূমিটি কত সুন্দর!' এর চেয়ে উত্তম হতো যদি কোনো ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিত যে, 'হে আল্লাহ তাআলার বাহিনী! ওঠো! আরোহণ করো।' আর সে ডাকে সাড়া দিয়ে এক ব্যক্তি বেরিয়ে গিয়ে যাকে সামনে পেত তার সাথেই লড়াই করত। অতঃপর সে আহত হতো আর তাকে সরিয়ে এনে এই চারণভূমিতে দাফন করা হতো।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'ঠিক তখনই একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিল যে, 'হে আল্লাহর সেনাদল! ওঠো, আরোহণ করো। তখন সে একটি শহরের কথা উল্লেখ করল, যার অধিবাসীগণ ইতিপূর্বে সন্ধি করেছিল। কিন্তু তারা এখন সন্ধি ভঙ্গ করেছে।' এ কথা শুনেই আমর ইবনু উতবাহ ছুটে বেড়িয়ে গেলেন। লোকজন দ্রুত তার পিতা উতবাহ ইবনু ফারকাদের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে এই সংবাদ জানাল। তিনি বললেন, 'তাকে ফিরিয়ে আনো।' এই বলে তিনি তার খোঁজে লোকজনকে পাঠালেন। কিন্তু লোকজন তার কাছে যাওয়ার আগেই তিনি আহত হয়ে পড়েন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার ধারণা, তাকে তার সেই বর্শা গেড়ে রাখার স্থানেই (চারণভূমিতে) দাফন করা হয়।'

সুদ্দী রহ. ব্যতীত অন্য একজন বলেন,

أَصَابَهُ جُرْحٌ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكَ لَصَغِيرٌ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَارِكُ فِي الصَّغِيرِ، دَعُونِي فِي مَكَانِي هَذَا حَتَّى أُمْسِيَ، فَإِنْ أَنَا عِشْتُ فَارْفَعُونِي. فَمَاتَ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ

তিনি আঘাত পেয়ে বলে ওঠেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি তো এখনো অল্পবয়স্ক। আর আল্লাহ তাআলা বয়সে নবীনদের মাঝে বরকত দান করে থাকেন।' এরপর লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই থাকতে দাও। রাতে এসে যদি দেখো আমি বেঁচে আছি। তাহলে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেয়ো।' অবশ্য তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।"[১৮৯]

---

১৮৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৬; আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ২০৬৩।

১৪০. সাররী ইবনু ইয়াহইয়া রহ. বলেন,

كَانُوا فِي غَزْوَةٍ عَلَيْهِمْ يَحْيَى، فَقَالَ عَمْرُو: مَا أَحْسَنَ حُمْرَةَ الدَّمِ عَلَى الْبَيَاضِ، فَسَمِعَ أَبُوهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَنْزِلَنَّ. قَالَ: فَنَزَلَ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنِ الصَّفِّ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَدْعُو، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عُتْبَةُ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ، هَذَا عَمْرُو، يُسْتَشْفَعُ عَلَيَّ بِرَبِّهِ، ارْكَبْ يَا بَنِي إِنْ شِئْتَ. فَرَكِبَ، فَاسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَجِيءَ بِقَاتِلِهِ، فَقَالَ عُتْبَةُ لِرَجُلٍ قَالَ السَّرِيُّ: أَرَاهُ مَسْرُوقًا: قُمْ، فَاقْتُلْ قَاتِلَ أَخِيكَ. فَقَتَلَهُ

"তারা ইয়াহইয়া রহ.-এর নেতৃত্বে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে আমর ইবনু উতবাহ রহ. বললেন, 'সাদা পোশাকের ওপর রক্তের লালিমা কত সুন্দর দেখাবে!' এই শুনে তার পিতা বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি (সাওয়ারি হতে) নিচে নামো।' তখন তিনি নেমে সৈন্য সারি হতে আলাদা হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে দুআ করতে লাগলেন। উতবা রহ. তখন তার দিকে তাকিয়ে পাশের জনকে বললেন, 'এই যে আমরকে দেখো, সে তার রবের কাছে আমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করছে। যাও বেটা! তুমি চাইলে তোমার সাওয়ারিতে চরে বসো।' এই কথা শুনে আমর সাওয়ারিতে আরোহণ করলেন এবং শহীদ হলেন। তার খুনিকে ধরে আনা হলো। উতবার রহ. একজনকে বললেন, 'যাও, তোমার ভাইয়ের খুনিকে হত্যা কর।

সাররী রহ. বলেন, 'সম্ভবত তিনি মাসরূক রহ.-কে কথাটি বলেছিলেন।'"[১৯০]

হুমামাহ ইবনু আবি হুমামাহ দাওসী রা.

১৪১. হুমাইদ ইবনু আব্দির রহমান রহ. বলেন,

كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَفُتِحَتْ أَصْبَهَانُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإِنْ كَانَ

১৯০. সনদ গ্রহণযোগ্য। তবে অন্য কেউ তা বর্ণনা করেননি।

حُمَمَةُ صَادِقًا، فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ بِصِدْقِهِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ. اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حُمَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا. قَالَ: فَأَخَذَتْهُ بَطْنُهُ، فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ قَالَ: فَقَامَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ

"রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবীর নাম ছিল হুমামাহ ইবনু আবি হুমামাহ দাওসী রা.। উমর রা.-এর খিলাফাতকালে তিনি ইসপাহানের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। ইসপাহান উমর রা.-এর আমলেই বিজিত হয়। হুমামাহ রা. অভিযানে বেরিয়ে এই দুআ করেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإِنْ كَانَ حُمَمَةُ صَادِقًا، فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ بِصِدْقِهِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ. اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حُمَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا

'হে আল্লাহ, হুমামাহ আপনার সাক্ষাৎলাভে উদগ্রীব। হুমামাহ যদি তার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার সত্য দাবিকে আপনি বাস্তবে পরিণত করে দিন। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে অপছন্দ সত্ত্বেও আপনি তা (মৃত্যু) চাপিয়ে দিন। হে আল্লাহ, হুমামাহকে আপনি এই সফর হতে ফিরিয়ে নিয়েন না।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর পরই তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং ইসপাহানেই ইনতিকাল করেন।' তার মৃত্যুর পর আবু মূসা আশআরী রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে লোকসকল!' আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে যা কিছু শুনেছি এবং জেনেছি, সে হিসেবে হুমামাহ শহীদ হয়েছেন।"[১১১]

এক মুজাহিদের প্রত্যয়

১৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স রহ. বর্ণনা করেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي خَرَجْتُ فِي غَزَاةٍ لَنَا، فَدُعِيَ النَّاسُ إِلَى مَصَافِّهِمْ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الرِّيحِ، وَالنَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، وَرَأْسُ فَرَسِي

১১১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৯৬৫৯।

عِنْدَ عَجْزِ فَرَسِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَشْعُرُنِي وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَفْسُ، أَلَمْ أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتِ لِي: وَلَدَكَ وَأَهْلَكَ. فَأَطَعْتُكِ، وَرَجَعْتُ. أَلَمْ أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتِ لِي: عِيَالَكَ وَأَهْلَكَ. فَأَطَعْتُ وَرَجَعْتُ. أَمَا وَاللهِ لَأُعْرِضَنَّكِ الْيَوْمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَخَذَكِ أَوْ تَرَكَكِ قَالَ: قُلْتُ: لَأَرْمُقَنَّ هَذَا، فَرَمَقْتُهُ، فَصَفَّ النَّاسَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ، فَكَانَ فِي أَوَائِلِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ الْعَدُوَّ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ، فَانْكَشَفُوا، فَكَانَ فِي حُمَاتِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ حَمَلُوا، فَكَانَ فِي أَوَائِلِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ الْعَدُوَّ حَمَلَ، فَانْكَشَفَ النَّاسُ فَكَانَ فِي حُمَاتِهِمْ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَالَ دَأْبَهُ حَتَّى مَرَرْتُ بِهِ، فَعَدَدْتُ بِهِ وَبِدَابَّتِهِ سِتِّينَ طَعْنَةً، أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ طَعْنَةً

"আমার মনে পড়ে একবার আমি এক অভিযানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। একদিন প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছিল। তখন আমাদের সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। লোকজন তড়িঘড়ি সারিবদ্ধ হতে লাগল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার ঘোড়াটি তার ঘোড়ার পেছনেই ছিল। তিনি অবশ্য আমাকে লক্ষ্য করেননি। তখন তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, 'হে আমার মন, আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি? তখন তুমি আমাকে বলেছিলে, 'তোমার সন্তান ও পরিবার-পরিজনের কথা মাথায় রেখো।' তোমার কথা মেনে নিয়ে আমি ফিরে আসি। এরপর আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি?' তখন তুমি আমাকে বলেছিলে, 'তোমার পরিবার-পরিজনের কথা মাথায় রেখো।' তখনো তোমার কথা মেনে নিয়ে আমি ফিরে আসি। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোমাকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থাপন করব। তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন অথবা (এবারের মতো) ফিরিয়ে দেবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি লোকটির প্রতি লক্ষ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। লোকজন সারিবদ্ধ হয়ে আক্রমণ হানল। তিনি ছিলেন একেবারে প্রথম সারিতে। কিছুক্ষণ পর শত্রুপক্ষ পালটা আক্রমণ চালালে লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তিনি তখন তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। আল্লাহর শপথ! তিনি তার লড়াই চালিয়ে গেলেন (এবং শহীদ হলেন)। যুদ্ধশেষে আমি তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তার এবং ঘোড়ার দেহে ষাট বা তারও অধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।'"[১১২]

---

১১২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মুহাসাবাতুন নাফস, ২১।

ডাগরনয়না হুরের (হুরে ঈনের) সাক্ষাৎলাভ

১৪৩. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইবনি মুআওয়িয়াহ রহ. হতে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَجُلٌ وَنَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ: أَخْبِرْ أَبَا حَازِمٍ شَأْنَ صَاحِبِنَا الَّذِي رَأَى فِي الْعِنَبِ مَا رَأَى. قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبِرْهُ أَنْتَ، فَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ الَّذِي سَمِعْتَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: فَمَرَرْنَا بِكَرْمٍ، فَقُلْنَا لَهُ: خُذْ هَذِهِ السَّفْرَةَ فَامْلَأْهَا مِنْ هَذَا الْعِنَبِ، ثُمَّ أَدْرِكْنَا بِهِ فِي الْمَنْزِلِ. قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ الْكَرْمَ، نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، فَغَضَّ عَنْهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ نَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْكَرْمِ، فَإِذَا هُوَ بِأُخْرَى مِثْلِهَا، فَغَضَّ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: انْظُرْ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ النَّظَرُ، فَإِنِّي وَالَّذِي رَأَيْتَ زَوْجَتَاكَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَأَنْتَ آتِينَا مِنْ يَوْمِكَ هَذَا، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يَأْتِهِمْ بِشَيْءٍ. فَقُلْنَا لَهُ، مَا لَكَ أَجُنِنْتَ؟ وَرَأَيْنَا بِهِ حَالًا غَيْرَ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْنَا عَلَيْهَا مِنْ نُورِ وَجْهِهِ وَحُسْنِ حَالِهِ، فَسَأَلْنَاهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَاعْتَجَمَ عَلَيْنَا، حَتَّى أَقْسَمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمَّا دَخَلْتُ الْكَرْمَ. فَقَصَّ الْقِصَّةَ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ ذَلِكَ أَسْرَعَ أَنِ اسْتَنْفَرَ النَّاسَ لِلْغَزْوِ، فَأَمَرْنَا بِهِ إِنْسَانًا يُمْسِكُ دَابَّتَهُ عَلَيْنَا حَتَّى أَسْرَجْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ الشَّهَادَةَ، فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَكَانَ أَوَّلَ النَّاسِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَئِذٍ

"একবার আমরা রোমান ভূমিতে এক অভিযানে সফর করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আবু হাযিম, আমাদের একজন সঙ্গীর সাথে আঙুর বাগানে যে ঘটনা ঘটেছে তা খুলে বলুন। লোকটি তখন আব্দুর রহমান রহ.-কে বলল, 'আপনিই বলুন।' ঘটনাটি আপনি যার কাছে শুনেছেন আমিও তার কাছেই শুনেছি।' তখন আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ রহ. বললেন, 'একবার আমরা একটি আঙুর বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ঘটনার মূল ব্যক্তিকে আমরা বললাম, 'আপনি এই আঙুর বাগান হতে থলে ভরে আঙুর নিয়ে অমুক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করুন।' লোকটি বাগানে প্রবেশ করতেই তার চোখ পড়ল একজন ডাগরনয়না হুরের প্রতি। তিনি তখন স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সমাসীন। লোকটি তাকে দেখেই দৃষ্টি অবনত

করল। অতঃপর আঙুরের দিকে তাকাতেই সেদিকেও এমন একজন হুর দেখতে পেল। এবারও সে তার দৃষ্টি অবনত করে নিল। তখন হুরটি তাকে বলল, 'আপনি আমাদের দিকে তাকান। আমাদের দিকে তাকানো আপনার জন্য জায়িয। আমি আপনার জন্য নির্ধারিত ডাগরনয়না জান্নাতী স্ত্রীদেরই একজন। আর আপনি আজই আমাদের কাছে আসছেন।' এই কথা শুনে লোকটি খালি হাতেই ফিরে আসল। আমরা তাকে বললাম, 'কী হলো তোমার! তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ নাকি? আমরা তার মাঝে আগের তুলনায় কিছু পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তার চেহারায় আলাদা নূর ও সৌন্দর্য ফুটে উঠছিল।' কিন্তু লোকটি নিরুত্তর রইল। অতঃপর আমরা তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে আঙুর বাগানে প্রবেশ ও তার পরের ঘটনা খুলে বলল। এরপরই অতিদ্রুত যুদ্ধের ডাক আসল আর লোকজন ছুটে চলল। তখন আমরা একজনকে লোকটির বাহন ধরে রাখতে বলে তাতে জিন ইত্যাদি লাগিয়ে দিলাম। অতঃপর সে তাতে চড়ে বসল। আমরা সাওয়ারিতে আরোহণ করলাম। সে শাহাদাতের আশায় ছুটল এবং আমাদের মাঝে অগ্রগামী হলো। আর সে ছিল সেদিনের প্রথম শহীদ।"[১৯৩]

শহীদের কবর হতে সুঘ্রাণ

১৪৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুতাররিফ রহ. বলেন,

حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْدَلِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ، مَسْجِدَهُمْ بِسَاحِلٍ مِنَ السَّوَاحِلِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ اسْتَشْرَفُوا، فَقَالُوا لَهُ: مَا أَشْبَهَ هَذَا بِفُلَانٍ فَقُلْتُ: إِنْ شَبَّهْتُمُونِي فَشَبِّهُونِي بِرَجُلٍ صَالِحٍ. قَالُوا: فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ فِي رَكَائِبَ يَعْلِفُهَا، فَاسْتُنْفِرَ النَّاسُ لِلْغَزْوِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَدُفِنَ وَمَعَهُ نَفَقَةٌ لَهُ، فَكَلَّمَ أَمِيرُ النَّاسِ أَنْ يَنْبِشُوا عَنْهُ، فَيَأْخُذُوا نَفَقَتَهُ، فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى قَبْرِهِ، فَكَشَفْنَا عَنْهُ التُّرَابَ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِيحَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، فَلَمْ نَزَلْ نَكْشِفُ عَنْهُ حَتَّى بَلَغْنَا لَحْدَهُ، فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ شَيْئًا

"আবুল আহদাল রহ. বলেন, 'একবার আমি এক জনপদের লোকজনের নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের মসজিদটি ছিল উপকূলীয় এলাকায়। আমাকে দেখে তারা

---

১৯৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু বকর শাফিঈ, আল ফাওয়াইদুস শাহীর, ৯১৪।

মুখ উঁচিয়ে দেখতে লাগল আর বলল, 'এ তো দেখছি একেবারে অমুকের মতো!' আমি বললাম, 'তোমরা যদি আমার সাথে কারও তুলনা করতে চাও তাহলে ভালো কারও তুলনা করো।' তারা বলল, 'আমাদের এখানে একজন লোক ছিল। সে আস্তাবলে দানাপানি জোগাড়ের কাজ করত। একবার লোকজন যুদ্ধে গেলে সেও তাতে অংশগ্রহণ করে আর লড়াই করে শহীদ হয়। তাকে তার অর্জিত অর্থসহই দাফন করা হয়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় প্রশাসকের কাছে তার কবর খুঁড়ে নগদ অর্থ বের করে আনার অনুমতি চাওয়া হলে তিনি অনুমতি প্রদান করেন। অনুমতি পেয়ে আমরা তার কবরে যাই। কবরের মাটি সরানো শুরু করতেই মিশকের সুঘ্রাণ বেড়িয়ে আসে। অতঃপর খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা তার কবর বের করি। কিন্তু সেখানে কিছুই খুঁজে পাইনি।"[১১৪]

আহত অবস্থায় জান্নাতী হুরের দর্শন

১৪৫. আবু ইদরীস মাদানী রহ. বলেন,

قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالَ لَهُ زِيَادٌ قَالَ: فَغَزَوْنَا صِقِلِّيَةَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ، فَحَاصَرْنَا مَدِينَةً قَالَ: وَكُنَّا ثَلَاثَةً مُتَرَافِقِينَ: أَنَا، وَزِيَادٌ، وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَإِنَّا لَمُحَاصِرُونَ يَوْمًا، وَقَدْ وَجَهْنَا أَحَدَنَا الثَّالِثَ؛ لِيَأْتِيَنَا بِطَعَامٍ، إِذْ أَقْبَلَتْ مَنْجَنِيقَةٌ، فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ زِيَادٍ، فَشَظِيَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ، فَأَصَابَتْ رُكْبَةَ زِيَادٍ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَاجْتَرَرْتُهُ، وَأَقْبَلَ صَاحِبِي، فَنَادَيْتُهُ، فَجَاءَنِي فَبَرَزْنَا بِهِ حَيْثُ لَا يَنَالُهُ الْقَتْلُ وَالْمَنْجَنِيقُ، فَمَكَثْنَا طَوِيلًا مِنْ صَدْرِ نَهَارِنَا لَا يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ أَفْتَرَ ضَاحِكًا حَتَّى تَبَيَّنَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ خَمَدَ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ، ثُمَّ خَمَدَ، ثُمَّ ضَحِكَ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، فَأَفَاقَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقَالَ: مَا لِي هَاهُنَا؟ فَقُلْنَا: أَمَا عَلِمْتَ مَا أَمْرُكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ الْمَنْجَنِيقَ حِينَ وَقَعَ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: بَلَى. فَقُلْنَا: فَإِنَّهُ أَصَابَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأُغْمِيَ عَلَيْكَ، وَرَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: نَعَمْ، أُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ أُفْضِيَ بِي إِلَى غُرْفَةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ أَوْ زَبَرْجَدَةٍ، وَأُفْضِيَ بِي إِلَى فُرُشٍ مَوْضُونَةٍ

১১৪. সনদ সহীহ। তবে আর কেউ বর্ণনা করেননি।

بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، فَبَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ سِمَاطَانِ مِنْ نَمَارِقَ، فَلَمَّا اسْتَوَيْتُ قَاعِدًا عَلَى الْفِرَاشِ، سَمِعْتُ صَلْصَلَةَ حُلِيٍّ عَنْ يَمِينِي، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ، فَلَا أَدْرِي أَهِيَ أَحْسَنُ، أَوْ ثِيَابُهَا، أَوْ حُلِيُّهَا؟ فَأَخَذَتْ إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْنِي، رَحَّبَتْ، وَسَهَّلَتْ، وَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِالْجَافِي، الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَسْنَا كَفُلَانَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَتْهَا بِمَا ذَكَرَتْهَا بِهِ ضَحِكْتُ، وَأَقْبَلَتْ حَتَّى جَلَسَتْ عَنْ يَمِينِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا خَوْدُ زَوْجَتُكَ. فَلَمَّا مَدَدْتُ يَدَيَّ، قَالَتْ: عَلَى رِسْلِكَ، إِنَّكَ سَتَأْتِينَا عِنْدَ الظُّهْرِ، فَبَكَيْتُ، فَحِينَ فَرَغْتُ مِنْ كَلَامِهَا، سَمِعْتُ صَلْصَلَةً عَنْ يَسَارِي، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ مِثْلِهَا فَوَصَفَ نَحْوَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ صَاحِبَتُهَا، فَضَحِكْتُ حِينَ ذَكَرْتُ الْمَرْأَةَ، وَقَعَدَتْ عَنْ يَسَارِي، فَمَدَدْتُ يَدَيَّ، فَقَالَتْ: عَلَى رِسْلِكَ، إِنَّكَ تَأْتِينَا عِنْدَ الظُّهْرِ فَبَكَيْتُ. قَالَ: فَكَانَ قَاعِدًا مَعَنَا يُحَدِّثُنَا، فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مَالَ، فَمَاتَ

"আমরা রোমান সাম্রাজ্যের ছিকলিয়্যাহ নামক এলাকায় যুদ্ধরত ছিলাম। আমাদের সাথে যিয়াদ নামক এক মদীনাবাসী ছিলেন। সেখানে আমরা একটি শহর অবরোধ করেছিলাম। আমি, যিয়াদ আর মদীনার আরও একজনসহ আমরা তিন জন একসাথে ছিলাম। অবরোধ চলাকালে একদিন আমরা তৃতীয় ব্যক্তিটিকে খাবারের জন্য পাঠালাম। এমন সময় একটি মিনজানিকের গোলা এসে যিয়াদের কাছাকাছি স্থানে আঘাত হানল। গোলার একটি টুকরো এসে যিয়াদের হাঁটুতে আঘাত করে। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। আমি তাকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হলাম। এমন সময় আমাদের সঙ্গী এসে উপস্থিত হন। তিনি এগিয়ে আসলেন। আমরা ধরাধরি করে তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিলাম। যাতে মিনজানিকের গোলা এসে তাকে শেষ করে দিতে না পারে। দিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমরা অনেক চেষ্টা করলেও তিনি কোনরকম নড়াচড়া করলেন না। এর পরে হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন। এতে তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। তারপর আবার চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কেঁদে উঠলেন। তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল। এরপর আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। এরপর আবার হাসলেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন। বসেই বললেন, 'আমি এখানে কেন?' আমরা বললাম, 'আপনি আপনার অবস্থা জানেন না?' তিনি বললেন, 'না।' আমার সঙ্গী বলল, 'আপনি কি মিনজানিকের

আঘাতের কথা মনে করতে পারছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আমরা বললাম, 'সেই আঘাতে আপনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এরপর আপনাকে আমরা এই এই করতে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলছি শুনুন। আমাকে ইয়াকুত ও জবরজদ পাথরে নির্মিত একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সুন্দর করে বোনা একটি বিছানায় আমাকে বসানো হয়। যার দু-পাশে সারি সারি বালিশ রাখা ছিল। আমি যখন সেখানে সোজা হয়ে বসলাম। ডান প্রান্ত হতে মিষ্টি-মধুর রিমঝিম দ্যোতনার ঝংকার ভেসে আসল। এর পরপরই একজন রমণী বেরিয়ে আসল। আমি অনুমান করতে পারলাম না যে, সে, তার পোশাক এবং অলংকারের চেয়ে বেশি সুন্দর? সে আমার সামনে এসে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'যে নগ্নপদ আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের কামনা করেনি তাকে স্বাগতম। আমরা অবশ্য তার অমুক অমুক স্ত্রীর ন্যায় নই। তার এসব কথা শুনে আমি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠি। অতঃপর সে সামনে এগিয়ে এসে আমার ডানে বসে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি কে?' সে বলল, 'আমি আপনার স্ত্রীর দাসী।' আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে বলল, 'ধীরে-সুস্থে। আপনি যুহরের সময় আমাদের কাছে এসে পৌঁছাবেন।' তার এই কথা শুনে আমি অশ্রুসজল হয়ে উঠি। তার কথা শেষ হতেই আমি আমার বাঁ দিক হতে রিনিঝিনি ছন্দ শুনতে পাই। তখন তার মতোই আরেকজন রমণীকে দেখতে পাই। সেও একই গুণে গুণান্বিতা ছিল। আর সেও আগেরজনের মতোই আচরণ করল, তাতে আমি হেসে উঠি। অতঃপর সে আমার বাঁ দিকে এসে বসল। সে বলল, 'ধীরে-সুস্থে। আপনি যুহরের সময় আমাদের কাছে এসে পৌঁছাবেন।' তার এই কথা শুনে আমি অশ্রুসজল হয়ে উঠি।

বর্ণনাকারী বলেন, 'তিনি এভাবেই বসে বসে আমাদের সাথে এসব কথা বলছিলেন। এমন সময় মুআযযিন আযান দিল আর তিনি একদিকে কাত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।"[১৯৫]

বর্ণনাকারী আব্দুল করীম ইবনুল হারিস হাযরামী রহ. বলেন,

كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُنِي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمَدَنِيِّ، ثُمَّ قَدِمَ، فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ: هَلْ لَكَ فِي أَبِي إِدْرِيسَ الْمَدَنِيِّ تَسْمَعُهُ مِنْهُ؟ فَأَتَيْتُهُ فَسَمِعْتُهُ

১৯৫. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মান আশা বা'দাল মাওত, ৩৮।

'আবু ইদরীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এক ব্যক্তি আমার কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। এর কিছুদিন পর আবু ইদরীস রহ. আগমন করেন। তখন লোকটি বলল, 'আপনি কি আবু ইদরীসের মুখে ঘটনাটি শুনতে চান?' তখন আমি তার কাছে গিয়ে ঘটনাটি আবার শুনি।'

আমি আপনার স্ত্রী

১৪৬. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইবনি জাবির রহ. বলেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، وَمَعَنَا مَكْحُولٌ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرٍ مَرَّ بِأَرْضِ الرُّومِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: أَعْطِنِي مِخْلَاتِي حَتَّى آتِيَكُمْ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ، فَأَخَذَهَا، ثُمَّ دَفَعَ فَرَسَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْكَرْمِ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عَلَى سَرِيرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مِثْلِهَا قَطُّ، فَلَمَّا رَآهَا، صَدَّ عَنْهَا، فَقَالَتْ: لَا تَصُدَّ عَنِّي، فَإِنِّي زَوْجَتُكَ، وَامْضِ أَمَامَكَ فَسَتَرَى مَا هُوَ أَفْضَلَ مِنِّي، فَمَضَى، فَإِذَا بِأُخْرَى مِثْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَظُنُّهُ أَبُو مَخْرَمَةَ

"একবার আবু যাকারিয়া রহ. আমাদের একটি ঘটনা বলেন। সেখানে তখন মাকহূল রহ.-ও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি হল, বকর গোত্রের এক ব্যক্তি রোমান ভূমিতে সফর করছিলেন। একবার তিনি তার কৃতদাসকে ডেকে বললেন, 'আমার পাত্রটি দাও। তোমাদের জন্য কিছু আঙুর নিয়ে আসি।' তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন তখন অপরূপা সুন্দরী এক নারীকে সিংহাসনে সমাসীন দেখলেন। এমন সুন্দরী রমণী তিনি আগে কখনো দেখেননি। লোকটি তাকে দেখেই দৃষ্টি অবনত করল। তখন ওই নারী তাকে বলল, 'আমার দিক হতে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনার স্ত্রী। আপনি সামনে অগ্রসর হোন। আমার চেয়ে উত্তম রমণী দেখতে পাবেন। তিনি সামনে গিয়ে আরেকজন রমণীর সাক্ষাৎ পেলেন। সেও তাকে আগেরজনের মতো একই কথা বলল। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার ধারণা, লোকটি ছিলেন মাহরামাহ রহ.।"[১৯৬]

---

১৯৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু বকর শাফিঈ, আল ফাওয়াইদুস শাহীর, ৯১৫।

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার আগে ওয়াসিয়্যাতনামা লিখে যাওয়া

১৪৭. আতা ইবনু কুররাহ সালূলী রহ. বলেন,

كُنَّا مَعَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُعُودًا، إِذْ جَاءَنَا بِذَلِكَ الْعِنَبِ، فَوَضَعَهُ، فَدَعَا بِقِرْطَاسٍ وَدَوَاةٍ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو كَرِبٍ، كَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ مُقَاتِلُ النَّبَطِيُّ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ عَمَّارُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ عَوْفٌ اللَّخْمِيُّ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ لَقِينَا بِرْحَانَ، فَمَا بَقِيَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ. قَالَ: وَلَمْ نَكْتُبْ نَحْنُ وَصَايَانَا، فَلَمْ نُقْتَلْ

“একবার আমরা আবু মাহযুরা রা.-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি আমাদের জন্য আঙুর নিয়ে আসলেন আর তা সামনে রাখলেন। অতঃপর কাগজ ও কালি চেয়ে নিলেন আর নিজের ওয়াসিয়্যাতনামা লিখলেন। তা দেখে আবু কারব রহ.-ও নিজের ওয়াসিয়্যাতনামা লিখলেন। অতঃপর মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান নাবাতী রহ. দাঁড়ালেন এবং নিজের ওয়াসিয়্যাতনামা লিখলেন। এরপর আম্মার ইবনু আইয়্যুব রহ. উঠে গিয়ে নিজের ওয়াসিয়্যাতনামা লিখলেন। সবশেষে আওফ লাখমী রহ. উঠলেন এবং নিজের ওয়াসিয়্যাতনামা লিখলেন। অতঃপর আমরা রুহান নামক স্থানে শত্রুদলের মুখোমুখি হলাম। তাদের পাঁচ জনের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। আমরা যারা ওয়াসিয়্যাতনামা লিখিনি তারা শহীদ হইনি।”[১৯৭]

রাসূল ﷺ-এর সাথে একদল হুরে ঈনের সাক্ষাৎ

১৪৮. ইবনু আবি যাকারিয়া রহ. বলেন,

حَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْحُورَ الْعِينِ عِيَانًا، حَتَّى كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ، لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَى الْحُورَ الْعِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَادْخُلِ الصَّخْرَةَ، ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصُّفَّةِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ

---

১৯৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : আবু বকর শাফিঈ, আল ফাওয়াইদুস শাহীর, ৯১৫।

عَلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. قَالَ: مَنْ أَنْتُنَّ رَحِمَكُمُ اللهُ ؟ قُلْنَ: خَيْرَاتٌ حِسَانٌ أَزْوَاجُ أَقْوَامٍ أَبْرَارٍ، مَاتُوا، فَلَمْ يُظْعِنُوا، وَشَبُّوا فَلَمْ يَكْبُرُوا، وَنُقُّوا فَلَمْ يَدْرَنُوا

"আমাদের এক ভাই বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ মি'রাজের আগে হুরে ঈন দেখেননি। মি'রাজের রাত্রে তিনি যখন কাবার চত্বরে হাঁটাহাঁটি করছিলেন তখন জিবরীল আ. এসে বললেন, 'আপনি কি হুরে ঈন দেখতে চান?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' হাজরে আসওয়াদের দিক দিয়ে চত্বরের দিকে আসুন। রাসূল ﷺ সেদিকে গিয়ে দেখলেন কয়েকজন নারী বসে আছেন। তিনি তাদের সালাম দিলেন। জবাবে তারা বলল, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রহম করুন। আপনারা কারা?' তারা বলল, 'আমরা কল্যাণকামিনী রূপবতীর দল। সৎকর্মপরায়ণ লোকদের স্ত্রী। যারা মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়নি। যৌবন লাভ করেছে। বার্ধক্য স্পর্শ করেনি। নিষ্কলুষ হয়েছে। কলুষতা ছুঁয়ে যায়নি।'"[১১৮]

হুরে ঈন

১৪৯. ছাবিত বুনানী রহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّ فَتًى غَزَا زَمَانًا، وَتَعَرَّضَ لِلشَّهَادَةِ، فَلَمْ يُصِبْهَا، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلَّا لَوْ قَفَلْتُ إِلَى أَهْلِي، فَتَزَوَّجْتُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ فِي الْفُسْطَاطِ، ثُمَّ أَيْقَظَهُ أَصْحَابُهُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ: فَبَكَى حَتَّى خَافَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي لَيْسَ بِي بَأْسٌ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي آتٍ، وَأَنَا فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى زَوْجَتِكَ الْعَيْنَاءِ. قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بِي فِي أَرْضٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مَا رَأَيْتُ رَوْضَةً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فَإِذَا فِيهَا عَشْرُ جِوَارٍ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُنَّ قَطُّ، وَلَا أَحْسَنَ مِنْهُنَّ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ. فَقُلْتُ: أَفِيكُنَّ الْعَيْنَاءُ؟ قُلْنَ: هِيَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَنَحْنُ

---

১১৮. গ্রন্থকারের সনদ দুর্বল। তবে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন : ইবনু আবিদ দুনিয়া, সিফাতুল জান্নাহ, ২৮৭।

جَوَارِيهَا قَالَ: فَمَضَيْتُ مَعَ صَاحِبِي فَإِذَا رَوْضَةٌ أُخْرَى يُضَعِّفُ حُسْنُهَا عَلَى حُسْنِ الَّتِي تَرَكْتُ، فِيهَا عِشْرُونَ جَارِيَةً، يُضَاعِفُ حُسْنُهُنَّ عَلَى حُسْنِ الْجَوَارِي اللَّاتِي خَلَّفْتُ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُنَّ، فَقُلْتُ: أَفِيكُنَّ الْعَيْنَاءُ؟ قُلْنَ: هِيَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَنَحْنُ جَوَارِيهَا. حَتَّى ذَكَرَ ثَلَاثِينَ جَارِيَةً قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ مُجَوَّفَةٍ، قَدْ أَضَاءَ لَهَا مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ لِي صَاحِبِي: ادْخُلْ. فَدَخَلْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ لَيْسَ لِلْقُبَّةِ مَعَهَا ضَوْءٌ، فَجَلَسْتُ، فَتَحَدَّثْتُ سَاعَةً، فَجَعَلَتْ تُحَدِّثُنِي، فَقَالَ صَاحِبِي: اخْرُجِ انْطَلِقْ. قَالَ: وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعْصِيَهُ. قَالَ: فَقُمْتُ، فَأَخَذَتْ بِطَرْفِ رِدَائِي، فَقَالَتْ: أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ. فَلَمَّا أَيْقَظْتُمُونِي رَأَيْتُ أَنَّمَا هُوَ حُلْمٌ، فَبَكَيْتُ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ نُودِيَ فِي الْخَيْلِ قَالَ: فَرَكِبَ النَّاسُ، فَمَا زَالُوا يَتَطَارَدُونَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ، أُصِيبَ تِلْكَ السَّاعَةَ، وَكَانَ صَائِمًا، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ ثَابِتًا كَانَ يَعْلَمُ نَسَبَهُ

"এক যুবক দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধ করছিল। সে শাহাদাতের জন্য উন্মুখ ছিল। কিন্তু কপালে তা জুটছিল না। একসময় সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে বিয়েশাদি করে নেয়াই ভালো হবে।' এই ভাবতে ভাবতে সে তাঁবুতে গিয়ে কাইলুলাহ করতে লাগল। যুহরের সময় তার সাথের লোকজন তাকে সালাতের জন্য জাগিয়ে দিল। এতে সে কাঁদতে লাগল। লোকজন তার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না ভেবে ভড়কে গেল। এই দেখে সে বলল, 'আমার কিছু হয়নি। স্বপ্নে একজন লোক এসে আমাকে বলল, 'চলো তোমাকে তোমার হুরে ঈন স্ত্রীদের কাছে নিয়ে যাই। আমি উঠে তার সাথে চললাম। সে আমাকে একটি শ্বেতশুভ্র ঝলমলে উদ্যানে নিয়ে গেল। এত সুন্দর উদ্যান আমি কখনো দেখিনি। সেখানে আমি দশ জন যুবতীকে দেখতে পেলাম। তাদের মতো কিংবা তাদের চেয়ে সুন্দর কোনো নারী আমি কখনো দেখিনি। আমি আশা করলাম, তাদেরই একজন যেন হুরে ঈন হয়। আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে কি হুরে ঈন রয়েছে?' তারা বলল, 'তিনি আরও সামনে রয়েছেন। আমরা তো তার দাসীমাত্র।' এরপর আমি সঙ্গীর

সাথে এগিয়ে চললাম। আমরা আরেকটি উদ্যানে এসে হাযির হলাম। যার সৌন্দর্যের সামনের আগের উদ্যানের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে। সেখানে বিশ জন যুবতীর দেখা পেলাম। যাদের সৌন্দর্যের সামনে আগের যুবতীদের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে। আমি আশা করলাম, তাদেরই একজন যেন হুরে ঈন হয়। আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে কি হুরে ঈন রয়েছে?' তারা বলল, 'তিনি আরও সামনে রয়েছেন। আমরা তো তার দাসীমাত্র।' এভাবে আরও ত্রিশ জনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। এরপর আমি একটি গম্বুজের কাছে এসে থামলাম। যা একটিমাত্র লাল বর্ণের ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত। এর ঔজ্জ্বল্যে চারপাশ ঝলমল করছিল। আমার সঙ্গী বলল, এতে প্রবেশ করো। আমি প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি এক অনিন্দ্য রূপবতী যুবতীকে দেখতে পেলাম। যার সৌন্দর্যের সামনে গম্বুজের সৌন্দর্য কিছুই না। আমি তার পাশে বসলাম। তার সাথে কথা বললাম। সেও আমার সাথে কথা বলল। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গী হাঁক ছেড়ে বলল, 'বেরিয়ে আসো। যেতে হবে।' আমার পক্ষে তার অবাধ্য হওয়া সম্ভব ছিল না। আমি ওঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমার চাদরের এক প্রান্ত ধরে বলল, 'আজ রাতে আমাদের সাথে ইফতার করবেন।' এমন সময় আপনারা আমাকে জাগিয়ে দেন আর আমিও বুঝতে পারি যে এটা স্বপ্ন ছিল। তাই আমি কাঁদতে শুরু করি।' ইতিমধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। লোকজন সাওয়ারিতে চড়ে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে জড়িয়ে গেল। যুদ্ধের ডামাডোলে একসময় সূর্য অস্তমিত হলো। ইফতারের সময় হলো। সে সময় যুবকটি আহত হয়ে শহীদ হলো। সে সিয়াম পালন করছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার ধারণা সে আনসারী ছিল। সাবিত ইবনু কায়স রা. তার বংশ-পরিচয় জানত।"[১৯৯]

আমল কম বিনিময় বেশি

১৫০. আবু আব্দির রহমান মাসউদী রহ. বলেন,

غَزَوْنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْبَرَّ أَرْضَ الرُّومِ، وَلَمْ يَغْزُ فَضَالَةُ فِي الْبَرِّ غَيْرَهَا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ، إِذْ يُسْرِعُ فَضَالَةُ، وَهُوَ أَمِيرُ النَّاسِ، وَكَانَتِ الْوُلَاةُ إِذْ ذَاكَ

১৯৯. সনদ সহীহ। অনেকে এই বর্ণনাটিকে হাদীস বা অকাট্য দলিল মনে করে। বাস্তবে এটা এক মুজাহিদের স্বপ্ন। তবে সত্যিকারের হুরে ঈন এরচেয়ে অনেক অনেক সুন্দর হবে। কারণ, জান্নাতের নিআমাত দুনিয়ার কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব না।

يَسْمَعُونَ مِمَّنِ اسْتَرْعَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَقَطَّعُوا، فَقِفْ حَتَّى يَلْحَقُوكَ. فَوَقَفَ فِي مَرْجٍ فِيهِ تَلٌّ، عَلَيْهِ قَلْعَةٌ، فِيهَا حِصْنٌ قَالَ: فَمِنَّا الْوَاقِفُ، وَمِنَّا النَّازِلُ، إِذْ نَحْنُ بِرَجُلٍ أَحْمَرَ ذِي شَوَارِبَ، بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَتَيْنَا بِهِ فَضَالَةَ، فَقُلْنَا: إِنَّ هَذَا هَبَطَ مِنَ الْحِصْنِ بِلَا عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ. فَسَأَلَهُ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، وَشَرِبْتُ خَمْرًا، وَأَتَيْتُ أَهْلِي، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَغَسَلَا بَطْنِي، وَزَوَّجَانِي امْرَأَتَيْنِ لَا تَغَارُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَقَالَا لِي: أَسْلِمْ. فَإِنِّي لَمُسْلِمٌ، فَمَا كَانَتْ كَلِمَتُهُ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ رُمِينَا، فَأَقْبَلَ يَهْوِي، حَتَّى أَصَابَهُ فَوْقَ عُنُقِهِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقَالَ فَضَالَةُ: اللهُ أَكْبَرُ عَمَلَ قَلِيلًا، وَأُجِرَ كَثِيرًا، صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ. فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَفَنَّاهُ فِي مَوْقِفِنَا، وَسِرْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَقُولُ الْقَاسِمُ يَذْكُرُ هَذَا: فَهَذَا شَيْءٌ رَأَيْتُهُ أَنَا

“আমরা ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা. এর সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ফাযালাহ রহ. এই একটিমাত্র স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ফাযালাহ দ্রুতগতিতে চলছিলেন। তিনি আমাদের আমীর ছিলেন। আর সে সময় আমীরগণ তার অধীনস্থদের কথায় কান দিতেন। কারণ, আল্লাহ তাআলাই এদের তার অধীনস্থ করেছেন। এক ব্যক্তি হাঁক ছেড়ে বলল, ‘হে আমীর, লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আপনি একটু থামুন। যাতে সবাই আপনার কাছে পৌঁছতে পারে।’ এই কথা শুনে তিনি একটি চারণভূমি-জাতীয় খোলা জায়গায় থামলেন। সেখানে একটি দুর্গের প্রাচীর ছিল। আর প্রাচীরের বেষ্টনীতে একটি দুর্গ ছিল। আমাদের কেউ বাহন হতে নেমে দাঁড়িয়েছিল আর কেউও নামছিল। এমন সময় ফাযালা রহ. গোঁফওয়ালা একজন লাল চামড়ার (রোমান) লোককে নিয়ে হাযির হলো। আমরা বললাম, ‘এ তো দেখছি কোনোরকম চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ছাড়াই দুর্গ থেকে বেড়িয়ে চলে এসেছে!’ ফাযালাহ রহ. তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। লোকটি বলল, ‘গতরাতে আমি শূকরের গোশত খেয়েছি, মদ্যপান করেছি অতঃপর স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে আমার কাছে দুজন লোক আসল। তারা আমার উদর ধুয়ে-মুছে সাফ করে আমাকে দুজন নারীর সাথে বিয়ে করিয়ে দিল, যারা একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না। অতঃপর তারা আমাকে

বলল, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।' অতএব আমি এখন একজন মুসলমান।' তার কথা শেষ না হতেই আমাদের উদ্দেশ্যে একটি তির উড়ে আসল আর সবার চোখের সামনে লোকটির ঘাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। এই দৃশ্য দেখে ফাযালাহ রহ. বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার! আমল কম অথচ বিনিময় কত বেশি! তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা আদায় করো।' আমরা তার জানাযা পড়লাম এবং সেই অবস্থানের জায়গাতেই তাকে দাফন করলাম।

বর্ণনাকারী কাসিম রহ. এই ঘটনা আলোচনা করে বলতেন, 'ঘটনাটি আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি।'"[২০০]

পর পর দুই বার একজনই দাঁড়ালেন

১৫১. সুহাইল ইবনু আবি সালিহ রহ. বলেন,

لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: مَنْ يُنْتَدَبُ لِسَدِّ هَذِهِ الثَّغْرَةِ اللَّيْلَةَ؟ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ أَبُو السَّبُعِ، فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ قَيْسٍ. قَالَ: اجْلِسْ . ثُمَّ دَعَا، فَقَالَهَا، فَقَامَ ذَكْوَانُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو السَّبُعِ. فَقَالَ: كُونُوا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ ذَكْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَيْنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يَطَأُ خُضْرَةَ الْجَنَّةِ بِقَدَمَيْهِ غَدًا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. فَانْطَلَقَ ذَكْوَانُ إِلَى أَهْلِهِ يُوَدِّعُهُنَّ، فَأَخَذَتْ نِسَاؤُهُ بِثِيَابِهِ، وَقُلْنَ: يَا أَبَا السَّبُعِ، تَدَعُنَا وَتَذْهَبُ فَاسْتَلَّ ثَوْبَهُ حَتَّى إِذَا جَاوَزَهُنَّ، أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: مَوْعِدُكُنَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ قُتِلَ

"রাসূল ﷺ যখন অহুদের উদ্দেশে বের হলেন তখন বললেন, 'আজ রাতে এই গিরিপথটি পাহারা দেয়ার জন্য কে রাজি আছে?' অথবা তিনি এ-জাতীয় কিছু

---

২০০. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৪০০৫

বলেন। তখন বনু যুরাইক হতে আবুস সাবই যাকওয়ান ইবনু আব্দি কায়স নামক একজন আনসারী সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমি রাজি আছি।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কে?' তিনি বললেন, 'আমি ইবনু আব্দি কায়স।' রাসূল ﷺ বললেন, 'বসো।' এরপর তিনি আবার আহ্বান জানালেন। তখন যাকওয়ান রা. আবার দাঁড়ালেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কে?' তিনি বললেন, 'আমি আবুস সাবই।' তখন রাসূল (দুই বারে দুই জন দাঁড়িয়েছে ভেবে) বললেন, 'তোমরা অমুক অমুক জায়গায় অবস্থান নেবে।' তখন যাকওয়ান রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোক তো আমি এক জনই।' আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে, সে কি মুশরিকদের গুপ্তচর কি না? ইতিমধ্যে রাসূল ﷺ বললেন, 'কেউ যদি আগামীকাল জান্নাতের সবুজ উদ্যানে ঘুড়ে বেড়ানো মানুষ দেখতে চায়, সে যেন তাকে দেখে নেয়।' তখন যাকওয়ান রা. বিদায় নিতে পরিবারের লোকজনের কাছে গেলেন। তার স্ত্রীগণ তার পোশাক টেনে ধরে বলতে লাগল 'আবুস সাবই! তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ!' তিনি টেনে তাদের হাত থেকে পোশাক ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কিয়ামাতের দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে।' এরপর তিনি শাহাদাতবরণ করেন।"[২০১]

সিলাহ্ ইবনু আশইয়াম রহ. -এর অদ্ভুত স্বপ্ন

১৫২. সিলাহ্ ইবনু আশইয়াম রহ. বলেন,

رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي فِي رَهْطٍ وَخَلْفَنَا رَجُلٌ مَعَ السَّيْفِ شَاهِرَهُ، فَجَعَلَ لَا يَأْتِي عَلَى أَحَدٍ مِنَّا إِلَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِي عَلَيَّ، فَيَصْنَعُ بِي مَا صَنَعَ بِهِمْ، فَأَتَى عَلَيَّ، فَضَرَبَ رَأْسِي، فَوَقَعَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ حِينَ أَخَذْتُ رَأْسِي أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَيَّ التُّرَابَ، ثُمَّ أَعَدْتُهُ، فَعَادَ كَمَا كَانَ

"একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একদল লোকের মাঝে আছি আর আমাদের পেছনে খোলা তরবারি হাতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে যার কাছে যাচ্ছে তার মাথায় আঘাত করছে। তবে কিছুক্ষণ পরই আঘাতপ্রাপ্ত লোকটির মাথা আবার

২০১. সনদ দুর্বল। একাধিক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তবে ঘটনাটি ইমাম আবু নুআইম, ওয়াকিদী, ইবনু হাজার আসকালানীসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন। আবু নুআইম, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, ২/২৭; আল ইসাবাহ, ২/৩৩৮।

আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম যে, লোকটি কখন আমার কাছে আসবে আর আমার সাথেও অন্যদের মতো আচরণ করবে। অবশেষে লোকটি আমার কাছে আসল এবং মাথায় আঘাত করল। মাথা কেটে পড়ে গেল। আমার চোখে এখনো সেই দৃশ্য ভাসছে যে, আমি আমার মাথা উঠিয়ে নিয়ে ঠোঁট হতে ধুলোবালি ঝেড়ে তা আগের জায়গায় স্থাপন করে নিলাম। আর মাথাও আগের মতো হয়ে গেল।"[২০২]

শাহাদাতের তিনটি পরওয়ানা লাভ

১৫৩. হুমাইদ ইবনু হিলাল রহ. সিলাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ خَرَجَ فِي جَيْشٍ، وَمَعَهُ ابْنُهُ وَأَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: رَأَيْتُ كَأَنَّكَ أَتَيْتَ عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ فَأَصَبْتَ تَحْتَهَا ثَلَاثَ شَهَادَاتٍ، فَأَعْطَيْتَنِي وَاحِدَةً، وَأَمْسَكْتَ اثْنَتَيْنِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَلَا تَكُونُ قَاسَمْتَنِي الْأُخْرَى. فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَقَالَ لِابْنِهِ: تَقَدَّمْ. فَقُتِلَ ابْنُهُ، وَقُتِلَ صِلَةُ، ثُمَّ قُتِلَ الْأَعْرَابِيُّ

"একবার তিনি এক বাহিনীর সাথে অভিযানে বের হলেন। তার সাথে তার ছেলে এবং তার গোত্রের একজন গ্রাম্যলোক ছিল। গ্রাম্যলোকটি বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি একটি ছায়ামেলা গাছের নিচে আসলে আর তিনটি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলে। সেখান থেকে দুটি নিজের জন্য রেখে একটি আমাকে দিয়ে দিলে। আমি মনে মনে ভাবলাম তুমি শাহাদাতের দ্বিতীয় মর্যাদাটি বিলিয়ে দিলে না কেন?' এর কিছুক্ষণ পরই তারা শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তখন ছিলাহ রহ. তার ছেলেকে বললেন, 'এগিয়ে যাও।' অতঃপর তার ছেলে শহীদ হলো। তিনি নিজে শহীদ হলেন এবং গ্রাম্য লোকটিও শহীদ হন।"[২০৩]

---

২০২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩০৫৩১। এই বর্ণনা দ্বারা সম্ভবত শহীদের কর্তিত অঙ্গ মৃত্যুর পর কবরজগতে বা অল্প সময় পরেই পুনঃস্থাপনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন।—অনুবাদক

২০৩. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল মানামাত, ২৫৭।

যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান

১৫৪. আলা ইবনু হিলাল বাহিলী রহ. বলেন,

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِ صِلَةَ قَالَ لِصِلَةَ: يَا أَبَا الصَّهْبَاءِ، إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أُعْطِيتُ شَهَادَةً، وَأُعْطِيتَ أَنْتَ شَهَادَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: خَيْرًا رَأَيْتَ، تَسْتَشْهِدُ، وَأَسْتَشْهِدُ أَنَا وَابْنِي قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، لَقِيَهُمُ التُّرْكُ بِسِجِسْتَانَ، فَكَانَ أَوَّلَ جَيْشٍ انْهَزَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ الْجَيْشُ، فَقَالَ صِلَةُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِلَى أُمِّكَ. فَقَالَ: يَا أَبَتِ، أَتُرِيدُ الْخَيْرَ لِنَفْسِكَ، وَتَأْمُرُنِي بِالرَّجْعَةِ؟ أَنْتَ وَاللهِ كُنْتَ خَيْرًا لِأُمِّي مِنِّي. قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَتَقَدَّمْ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى أُصِيبَ، فَرَمَى صِلَةُ عَنْ جَسَدِهِ، وَكَانَ رَجُلًا رَامِيًا، حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

“সিলাহ রহ.-এর গোত্রের একলোক তাকে বলল, ‘আবুস সাহবাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি শাহাদাতের পরওয়ানা লাভ করেছি আর তুমি দুইটি লাভ করেছ। তিনি বললেন, ‘তুমি ভালো স্বপ্নে দেখেছ। তুমি নিজে শহীদ হবে আর আমি এবং ছেলে শহীদ হব।’ ইয়াযিদ ইবনু যিয়াদের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যদল যেদিন সিজিস্তানে (সিসতানে) মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালায় তখন প্রথম দিকে মুসলমানদের যে বাহিনীটি পরাস্ত হয় এটা ছিল সেই দল। সেই লড়াইয়ে সিলাহ রহ. তার ছেলেকে ডেকে বলেন, ‘বেটা, তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।’ ছেলে বলল, ‘আব্বাজান, আপনি নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করছেন আর আমাকে ফিরে যেতে বলছেন? আল্লাহর শপথ! আমার মায়ের দেখাশোনা করার জন্য তো আমার চেয়ে আপনিই উত্তম ছিলেন।’ সিলাহ রহ. বললেন, তাহলে এগিয়ে যাও।’ ছেলে এগিয়ে গিয়ে লড়াই করল এবং আহত হলো। তিনি তির ছুড়ে ছেলের আশপাশ থেকে শত্রুসেনা হটিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তিরন্দাজ। অতঃপর তিনি এগিয়ে গিয়ে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দুআ করলেন। এরপর নিজেও লড়াই করে শহীদ হলেন।”[২০৪]

---

২০৪. সনদ দুর্বল। আরও রয়েছে : বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ৪০১১।

সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহ. এর স্ত্রীর দৃঢ়তা

১৫৫. ছাবিত বুনানী রহ. সিলাহ রহ. এর স্ত্রী মুআজাহ রহ. সম্পর্কে বলেন,

لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا وَابْنِهَا قُتِلَا جَمِيعًا قَدَّمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لِابْنِهِ: تَقَدَّمْ، فَأَحْتَسِبُكَ. فَقُتِلَ، ثُمَّ قُتِلَ الْأَبُ. فَلَمَّا جَاءَهَا نَعْيُهُمَا، جَاءَ النِّسَاءُ، فَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لِتُهَنِّئْنَ بِمَا أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ فَذَلِكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْنَ قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ صِلَةُ، يَأْكُلُ يَوْمًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَاتَ أَخُوكَ. فَقَالَ: هَيْهَاتَ، قَدْ نُعِيَ إِلَيَّ، اجْلِسْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ فَقَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: ٣٠]

"মুআজাহ রহ.-এর নিকট এই খবর পৌঁছল যে, তার স্বামী ও পুত্র শহীদ হয়েছেন আর পিতা সাওয়াবের আশায় পুত্রকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন। পুত্র এগিয়ে গিয়ে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন আর পিতাও শহীদ হয়েছেন। যখন এই শোক সংবাদ পৌঁছল তখন মহিলারা তার সাথে দেখা করতে আসল। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা যদি এই উদ্দেশ্যে এসে থাকো যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে সম্মান দান করেছেন তার জন্য শুভেচ্ছা জানাবে , তবে আসতে পার। তা না হলে ফিরে যাও।

বর্ণনাকারী ছাবিত বুনানী রহ. বলেন, 'একবার সিলাহ রহ. খানা খাচ্ছিলেন। একলোক এসে বলল, 'আপনার ভাই মারা গিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আরে, এ খবর তো আমি আগেই পেয়েছি। তুমি বসো। লোকটি বলল, 'আমার আগে তো এই খবর নিয়ে আর কেউ আপনার কাছে আসেনি!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ' 'নিশ্চয় আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।"[২০৫ ২০৬]

২০৫. সূরা যুমার, ৩৯:৩০

২০৬. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু হিব্বান, রওযাতুল ওকালা, ১৬৩।

আসওয়াদ ইবনু কুলছুম রহ.-এর দুআ

১৫৬. হুমাইদ ইবনু হিলাল রহ. বলেন,

كَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ إِذَا مَشَى نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ، أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، لَا يَلْتَفِتُ، وَجُدُرُ النَّاسِ إِذْ ذَاكَ فِيهَا تَوَاضُعٌ، فَعَسَى أَنْ يَفْجَأَ النِّسْوَةَ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُنَّ وَاضِعًا، فَيُرَوِّعَهُنَّ الرَّجُلُ، حِينَ يَرَيْنَهُ يَنْظُرُ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ، فَقُلْنَ: كَلَّا إِنَّهُ الْأَسْوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ. قَدْ عَرَفُوهُ، إِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ غَازِيًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ نَفْسِي تَزْعُمُ فِي الرَّخَاءِ أَنَّهَا تُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإِنْ كَانَتْ صَادِقَةً، فَارْزُقْهَا ذَاكَ، وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَاحْمِلْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَتْ، فَاجْعَلْهُ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، وَأَطْعِمْ لَحْمِي سِبَاعًا وَطَيْرًا. قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ، حَتَّى دَخَلُوا حَائِطًا فِيهِ ثُلْمَةٌ، وَجَاءَ الْعَدُوُّ، حَتَّى قَامُوا عَلَى الثُّلْمَةِ، فَخَرَجَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ، حَتَّى كَثُرُوا عَلَى الثُّلْمَةِ قَالَ: فَنَزَلَ مِنْ فَرَسِهِ، فَضَرَبَ وَجْهَهُ، فَانْطَلَقَ غَابِرًا، حَتَّى خَلُّوا وَجْهَهُ، وَخَرَجَ وَعَمَدَ إِلَى مَكَانٍ فِي الْحَائِطِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى قَالَ: يَقُولُ الْعَدُوُّ: هَكَذَا اسْتِسْلَامُ الْعَرَبِ إِذَا اسْتَسْلَمُوا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ: فَمَرَّ عَظِيمُ ذَلِكَ الْجَيْشِ عَلَى الْحَائِطِ، وَفِيهِمْ أَخُوهُ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ: أَلَا تَدْخُلُ إِلَى الْحَائِطِ، فَتَنْظُرَ مَا أَصَبْتُ مِنْ عِظَامِ أَخِيكَ، فَتُجِنَّهُ قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ شَيْئًا دَعَا بِهِ أَخِي فَاسْتُجِيبَ لَهُ. قَالَ: فَمَا عَانَاهُ

"আসওয়াদ ইবনু কুলছুম রহ. যখন পথ চলতেন তখন তিনি নিজের পায়ের দিকে অথবা পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এদিক-সেদিক তাকাতেন না। সে সময় মানুষের বাড়ির প্রাচীর দেয়ালগুলো কিছুটা নিচু করে বানানো হতো। কখনো কখনো তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে গমন করলে মহিলাদের কারও গায়ে উড়না না থাকলে পরপুরুষ দেখে তারা চমকে উঠত এবং একে অন্যের দিকে তাকাত। এরপর তারা বলত, 'সমস্যা নেই, এ তো আসওয়াদ ইবনু কুলছুম। সবাই জানে সে পরনারীর প্রতি চোখ তুলে তাকায় না।'

একবার তিনি যুদ্ধে গিয়ে এই দুআ করলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ نَفْسِي تَزْعُمُ فِي الرَّخَاءِ أَنَّهَا تُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإِنْ كَانَتْ صَادِقَةً، فَارْزُقْهَا ذَاكَ، وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَاحْمِلْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَتْ، فَاجْعَلْهُ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، وَأَطْعِمْ لَحْمِي سِبَاعًا وَطَيْرًا

হে আল্লাহ, আমার ধারণা, এই সুখের সময়ে আমার মন আপনার সাক্ষাৎ পেতে চায়। যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে আপনি তাকে সাক্ষাতের রিজিকে ধন্য করুন। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার অপছন্দ সত্ত্বেও বিষয়টি তার ওপর চাপিয়ে দিন। এই অন্তরকে আপনার রাস্তায় শহীদ করুন আর আমার গোশত হিংস্র পশু আর কাক-পক্ষীকে খাইয়ে দিন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর তিনি এক বাহিনীর সাথে বেরিয়ে গেলেন। তারা একটি ভগ্ন দেয়াল-ঘেরা স্থানে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুপক্ষ এসে সেই প্রাচীরের পাশে অবস্থান নিল। তখন তার সঙ্গীগণ সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেও তিনি বের হতে পারলেন না। শত্রুসংখ্যাও ততক্ষণে আরও বেড়ে গেল। অবশেষে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে চেহারায় চাপড় মারলেন এবং খালি পায়ে চললেন। শত্রুসেনারা তার পথ ছেড়ে দিল। তিনি সেই স্থান হতে কিছুদূর গিয়ে অযু করে সালাত আদায় করলেন। শত্রুসেনারা বলল, 'সম্ভবত আরবরা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন এমন করে থাকে। সালাত শেষ করেই তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নিহত হলেন। এর কিছুকাল পর মুসলমানদের বড় এক বাহিনী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে আসওয়াদ রহ.-এর ভাইও ছিলেন। তার ভাইকে বলা হলো, 'আপনি ওদিকে গিয়ে আপনার ভাইয়ের হাড়গোড় যা পাওয়া যায় এনে দাফন করছেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি এসবের কিছুই করব না। আমার ভাই দুআ করেছিলেন আর তার দুআ কবুল হয়েছে।' বাস্তবেই তিনি এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিলেন না।"[২০৭]

---

২০৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মুহাসাবাতুন নাফস, ২০; ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ১১৫৩।

ঘুমের মধ্যেই শহীদ

১৫৭. হুমাইদ ইবনু হিলাল রহ. বলেন,

كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ، إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَدَعَا، كَانَ فِي آخِرِ مَا يَدْعُو بِهِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَإِذَا كَانَتْ خَيْرًا لِي فَتَوَفَّنِي وَفَاةً طَاهِرَةً طَيِّبَةً يَغْبِطُنِي بِهَا مَنْ سَمِعَ بِهَا مِنْ إِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ عِفَّتِهَا وَطَهَارَتِهَا وَطِيبِهَا، وَاجْعَلْهُ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، وَاجْدَعْنِي عَنْ نَفْسِي قَالَ: فَخَرَجَ فِي جَيْشٍ عَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، فَخَرَجَتْ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ سَرِيَّةٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: إِنِّي مُنْطَلِقٌ مَعَ هَذِهِ السَّرِيَّةِ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: لَيْسَ هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي.. . لَيْسَ فِي رَحْلِكَ أَحَدٌ قَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ قَدْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، إِنِّي لَمُنْطَلِقٌ، فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ، فَأَطَافَتِ السَّرِيَّةُ بِقَلْعَةٍ فِيهَا الْعَدُوُّ لَيْلًا، وَبَاتَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، تَوَسَّدَ تُرْسَهُ فَنَامَ، فَأَصْبَحَ أَصْحَابُهُ يَنْظُرُونَ مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَ مُقَابَلَتَهَا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَهَا، وَنَسُوهُ نَائِمًا حَيْثُ كَانَ، فَبَصُرَ بِهِ الْعَدُوُّ، وَأَنْزَلُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَعْلَاجٍ مِنْهُمْ، فَأَتَوْهُ، فَأَخَذُوا سَيْفَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَبُو رِفَاعَةَ نَسَيْنَاهُ حَيْثُ كَانَ. فَرَجَعُوا إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا الْأَعْلَاجَ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْلُبُوهُ، فَأَزَاحُوهُمْ عَنْهُ، وَاجْتَرُّوهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَمُرَةَ: مَا شَعَرَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بِالشَّهَادَةِ حَتَّى أَتَتْهُ

“আবু রিফাআহ আদাওয়ী রা. যখন সালাত আদায় করতেন তখন সালাত শেষে দুআ করতেন। তার দুআর শেষে এসে তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَإِذَا كَانَتْ خَيْرًا لِي فَتَوَفَّنِي وَفَاةً طَاهِرَةً طَيِّبَةً يَغْبِطُنِي بِهَا مَنْ سَمِعَ بِهَا مِنْ إِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ عِفَّتِهَا وَطَهَارَتِهَا وَطِيبِهَا، وَاجْعَلْهُ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، وَاجْدَعْنِي عَنْ نَفْسِي

'হে আল্লাহ, যতদিন এ জীবন আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন আমায় জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু কল্যাণকর হয় তখন আমাকে এমন পবিত্র মৃত্যু দান করুন, যা শুনে আমার মুসলমান ভাইয়েরা এই পূতপবিত্রতা ও উত্তম মৃত্যুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে। আপনি আমাকে আপনার রাস্তায় মৃত্যু দান করুন আর আমাকে আমা হতে বিচ্ছিন্ন রাখুন (আমার অজান্তেই যেন মৃত্যু চলে আসে)।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'এর কিছুদিন পর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রা.-এর সাথে অভিযানে বের হলেন। এই বাহিনী থেকে একটি ক্ষুদ্র দল বিশেষ অভিযানে বের হলো। এই দলটির অধিকাংশই বনু হানীফার লোকজন ছিলেন। আবু রিফাআহ রা. বললেন, 'আমি বাহিনীর সাথে যাব।' তখন আবু কাতাদাহ রা. বললেন, এই বাহিনীতে তো (আপনার গোত্র) বনু সা'আদের কেউ নেই। তা ছাড়া আপনার পরিবারেও আপনি ছাড়া (কর্মক্ষম) কেউ নেই।' তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।' তিনি তাদের সাথে বেরিয়ে গেলেন। দলটি শত্রুপক্ষের একটি দুর্গের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন। রাতের শেষ প্রহরে ঢালের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। ভোর হলে তার সঙ্গীগণ আক্রমণের উপায় ও পথ নিয়ে ভাবতে লাগল। তারা ঘুমন্ত আবু রিফাআহ রা.-কে ভুলে গিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার ওপর শত্রুপক্ষের নজর পড়ল। তারা তিন জন শক্তিশালী সৈন্যকে তার পাশে নামিয়ে দিল। তারা তার তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করল। ইতিমধ্যে দলের লোকদের আবু রিফাআহ রা.-এর কথা মনে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা তো তার কথা ভুলেই গেছি।' এই বলে তারা তার নিকট ফিরে এসে দেখে শত্রুপক্ষের শক্তিশালী লোক তিনটি তাকে হত্যা করে সব ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। তারা তাদের হটিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে আসল। সব শুনে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রা. বললেন, 'আমাদের বনু আদী ভাই শাহাদাতের দুয়ারে পৌঁছে গেলেন অথচ তিনি নিজে তা টেরও পেলেন না!"[২০৮]

---

২০৮. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনু আসা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৭/৪৮।

স্বপ্নযোগে আবু রিফাআহ রা.-এর দর্শন

১৫৮. সিলাহ ইবনু আশইয়াম রহ. বলেন,

رَأَيْتُ كَأَنِّي أَرَى أَبَا رِفَاعَةَ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ قَطُوفٍ، فَيَرُدُّهَا عَلَيَّ حَتَّى حِينَ أَقُولُ الْآنَ أُسْمِعُهُ الصَّوْتَ، ثُمَّ يُرْسِلُهَا، فَيَنْطَلِقُ، وَأَتْبَعُهُ قَالَ: فَتَأَوَّلْتُ أَنَّهُ طَرِيقُ أَبِي رِفَاعَةَ آخُذُهُ، وَأَنَا أَكُدُّ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَدًّا

"আমি স্বপ্নে দেখলাম আবু রিফাআহ রা. একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আর আমি একটি ধীরগামী উটের পিঠে রয়েছি। তিনি কিছুদূর গিয়ে আমার জন্য থামেন, যেন আমি তার এতটুকু কাছে পৌঁছতে পারি যে তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পান। এরপর তিনি আবার এগিয়ে যান আর আমি তার অনুসরণ করি। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, আমি তার পথ ধরে (শাহাদাতের পথে) চলব। আর তিনি চলে যাওয়ার পরও আমি আমলের বোঝা বয়ে বেড়াব (আরও কিছুদিন জীবিত থাকব)।"[২০৯]

সফরে সাথিদের জন্য আবু রিফাআহ রা.-এর বিশেষ খিদমাত

১৫৯. আবু রিফাআহ রা. বলেন,

انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا قَالَ: وَكَانَ أَبُو رِفَاعَةَ يَقُولُ: مَا عَزَبَتْ عَنِّي سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَا رَفَعْتُ ظَهْرِي مِنْ قِيَامِ لَيْلِي قَطُّ قَالَ: وَكَانَ يُسَخِّنُ لِأَصْحَابِهِ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ، فَيَقُولُ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ مِنْ هَذَا، وَسَأُحْسِنُ أَنَا مِنْ هَذَا. فَيَتَوَضَّأُ بِالْبَارِدِ

২০৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল মানামাত, ২৫৬।

"আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দ্বীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। সে জানে না তার দ্বীন কী? তখন রাসূল ﷺ খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। একটি চেয়ার আনা হলো, আমার যতটুকু মনে পড়ে, তার পায়াসমূহ ছিল লোহার। রাসূল ﷺ তার ওপর উপবেশন করলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে যা হতে শিক্ষা দেন তা হতে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর তিনি খুতবায় ফিরে গেলেন এবং তা শেষ করলেন।[২১০]

বর্ণনাকারী বলেন, 'আবু রিফাআহ রা. বলতেন, আল্লাহ তাআলা যেদিন আমাকে সূরা বাকারা শিক্ষা দিয়েছেন, সেদিন হতে তা আমার হাতছাড়া হয়নি (তিলাওয়াত ছোটেনি)। আমি কুরআনের যা কিছু শিখেছি, সূরা বাকারার সাথেই শিখেছি। তিনি সফরে সাথিদের জন্য পানি গরম করতেন আর বলতেন, 'তোমরা এই পানি দিয়ে ভালোভাবে অযু করে নাও। আর আমি ওই পানি দিয়ে অযু করব।' অতপর তিনি ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করতেন।"[২১১]

একজন পুরোনো চাদরওয়ালার ঘটনা

১৬০. উসাইর ইবনু জাবির রহ. বলেন,

قَالَ لِي صَاحِبٌ لِي وَأَنَا بِالْكُوفَةِ: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا أَنَّ هَذِهِ مَدْرَجَتُهُ، وَأَظُنُّهُ سَيَمُرُّ بِنَا الْآنَ. فَجَلَسْنَا لَهُ، فَمَرَّ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سَمَلُ قَطِيفَةٍ قَالَ: وَالنَّاسُ يَطَئُونَ عَقِبَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمْ، فَيُغْلِظُ لَهُمْ، وَيُكَلِّمُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَا يَنْتَهُونَ عَنْهُ، فَمَضَيْنَا مَعَ النَّاسِ حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، وَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالِي وَلَكُمْ، تَطَئُونَ عَقِبِي فِي كُلِّ سِكَّةٍ، وَأَنَا إِنْسَانٌ ضَعِيفٌ، تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا مَعَكُمْ، فَلَا تَفْعَلُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ، فَلْيَقُلْ لِي هَاهُنَا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْمَجْلِسَ يَغْشَاهُ ثَلَاثَةُ

---

২১০. সহীহ মুসলিম, ৮৭৬; সুনানু নাসাঈ, ৫৩৭৭।

২১১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৫৫১৭।

نَفَرٍ مُؤْمِنٍ: فَقِيهٌ، وَمُؤْمِنٌ لَمْ يُفَقَّهْ، وَمُنَافِقٌ، وَلِذَلِكَ مَثَلٌ فِي الدُّنْيَا: مَثَلُ الْغَيْثِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيُصِيبُ الشَّجَرَةَ الْمُورِقَةَ الْمُونِعَةَ الْمُثْمِرَةَ، فَيَزِيدُ وَرَقَهَا حُسْنًا، وَيَزِيدُهَا إِينَاعًا، وَيَزِيدُ ثَمَرَهَا طِيبًا. وَيُصِيبُ الشَّجَرَةَ الْمُورِقَةَ الْمُونِعَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَمَرَةٌ، فَيَزِيدُهَا إِينَاعًا، وَيَزِيدُ وَرَقَهَا حُسْنًا، وَيَكُونُ لَهَا ثَمَرَةٌ فَتَلْحَقُ بِأُخْتِهَا. وَيُصِيبُ الْهَشِيمَ مِنَ الشَّجَرِ، فَيُحَطِّمُهُ، فَيَذْهَبُ بِهِ. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: ٨٢] اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً يَسْبِقُ بُشْرَاهَا آذَاهَا، وَأَمْنُهَا فَزَعَهَا، تُوجِبُ لِي بِهَا الْحَيَاةَ وَالرِّزْقَ. ثُمَّ سَكَتَ قَالَ أُسَيْرٌ: قَالَ لِي صَاحِبِي: كَيْفَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: مَا ازْدَدْتُ فِيهِ إِلَّا رَغْبَةً، وَمَالَنَا بِالَّذِي أُفَارِقُهُ. فَلَزِمْنَاهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى ضَرَبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْقَطِيفَةِ فِيهِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ: فَكُنَّا نَسِيرُ مَعَهُ، وَنَنْزِلُ مَعَهُ حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ

"কুফায় অবস্থানকালে একদিন আমার সঙ্গী আমাকে বললেন, 'আপনি একজন (বিশেষ) মানুষের দেখা পেতে চান?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'এটাই তার চলাচলের রাস্তা। আমার মনে হয় এখনই তিনি এদিক দিয়ে যাবেন।' আমরা তার জন্য বসে রইলাম। ইতিমধ্যে পুরোনো চাদর গায়ে একজন লোক এসে উপস্থিত হলো। বেশ কিছু মানুষ তার পিছু নিল। তিনি তাদের সামনে চলছিলেন আর তাদের দিকে ফিরে কর্কশ ভাষায় কিছু বলছিলেন। কিন্তু লোকজন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছিল না। আমরাও লোকজনের সাথে চলতে শুরু করলাম। তিনি কুফার মসজিদে প্রবেশ করলেন। তার সাথে আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি একটি খুঁটির পাশে গিয়ে দুই রাকাআত সালাত করলেন। সালাত শেষে লোকজনের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের সাথে আমার এমন কী সম্পর্ক যে, তোমরা প্রতিটি অলিগলিতে আমার পিছু নিচ্ছ? আমি একজন দুর্বল মানুষ। আমার বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা সাথে থাকায় আমি সেসব পালন করতে পারছি না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহম করুন। এমন কোরো না। আমার কাছে তোমাদের কারও

কোনো প্রয়োজন থাকলে এখানেই বলতে পার।' এরপর তিনি বললেন, 'এ ধরনের মজলিসে তিন প্রকারের মানুষ থাকে। (১) (দ্বীনী বিষয়ে) বিচক্ষণ মুমিন ব্যক্তি। (২) সাধারণ মুমিন, যে বিচক্ষণ নয়। আর (৩) মুনাফিক। দুনিয়াতে এদের উপমা হলো আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো। এই বৃষ্টি যখন পত্রবহুল, মজবুত শেকড়-বিশিষ্ট এবং ফলবান গাছের শেকড়ে পৌঁছায় তখন তা আরও সজীব হয়, শেকড় শক্তিশালী হয় আর ফল উত্তম হয় এবং বৃদ্ধি পায়। আবার এই পানি এমন গাছের শেকড়েও পৌঁছায়, যার সবুজপত্র পল্লব রয়েছে। মজবুত শেকড় রয়েছে। কিন্তু ফল নেই। এই পানির ছোঁয়ায় তার পূর্ণতা বৃদ্ধি পায়, পাতা-পল্লব আরও সুন্দর হয়ে ওঠে আর তাতে ফল আসে এবং গাছটি প্রথম শ্রেণির গাছের মতো হয়ে ওঠে। অতঃপর এই পানি শুকনো (মৃত) গাছের গোড়াতেও এসে পৌঁছায় আর তাকে ছিন্নভিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

'আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।'[২১২]

এরপর তিনি এই দুআ পাঠ করেন,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً يَسْبِقُ بُشْرَاهَا آذَاهَا، وَأَمْنُهَا فَزَعَهَا، تُوجِبُ لِي بِهَا الْحَيَاةَ وَالرِّزْقَ

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এমন শাহাদাত দান করুন, যার সুসংবাদ এর কষ্টের চেয়ে এবং নিরাপত্তা এর ভীতির চেয়ে অগ্রগামী হবে। যার মধ্যে আপনি আমার জন্য জীবন ও রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এই বলে তিনি চুপ করলেন।'

উসাইর ইবনু জাবির রহ. বলেন, 'আমার সঙ্গী জানতে চাইল, 'লোকটিকে কেমন দেখলেন?' বললাম, 'তার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া তিনি এমন লোক নন, যাকে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। এরপর আমরা তার সাথেই রয়ে গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকজনকে নিয়ে অভিযানের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী তৈরি হলো। চাদরওয়ালা লোকটিও তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তার সাথে

---

২১২. সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা), ১৭:৮২

বের হলাম। সফর এবং বিরতি চলতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে একসময় আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলাম।"[২১৩]

১৬১. হাম্মাদ ইবনু সালামাহ রহ.-এর সনদে পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করে উসাইর ইবনু জাবির রহ. বলেন,

فَنَادَى مُنَادٍ: يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي، وَأَبْشِرِي. قَالَ: فَجَاءَ مُرْفَلًا، فَصَفَّ النَّاسَ لَهُمْ. قَالَ: وَانْتَضَى صَاحِبُ الْقَطِيفَةِ سَيْفَهُ، وَكَسَرَ جَفْنَهُ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: تَمَنَّوْا، تَمَنَّوْا، لِتَمُتْ وُجُوهٌ، ثُمَّ لَا تَنْصَرِفُ حَتَّى تَرَى الْجَنَّةَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَمَنَّوْا، تَمَنَّوْا. فَجَعَلَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْشِي وَالنَّاسُ مَعَهُ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْشِي، إِذْ جَاءَتْهُ رَمْيَةٌ، فَأَصَابَتْ فُؤَادَهُ، فَبَرَدَ مَكَانَهُ، كَأَنَّمَا مَاتَ مُنْذُ دَهْرٍ قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: فَوَارَيْنَاهُ بِالتُّرَابِ

"শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পরপর একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিল যে, 'হে আল্লাহ তাআলার সৈন্যদল, সাওয়ারিতে আরোহণ করো আর সুসংবাদ গ্রহণ করো।' এই কথা শুনে লোকটি তার চাদর হেঁচড়িয়ে আসল এবং লোকজন শত্রুর মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।

বর্ণনাকারী বলেন, 'চাদরওয়ালা লোকটি তার তরবারি কোষমুক্ত করল এবং তরবারির খাপ ভেঙে ছুড়ে ফেলল আর বলতে লাগল, 'আশায় বুক বাঁধো! আশায় বুক বাঁধো!! যেন সকলেই মৃত্যুবরণ করে আর জান্নাতের দর্শন বিনা ফিরে না আসে।' এ কথা বলতে বলতে তিনি চলতে লাগলেন আর লোকজনও তার সাথে এগিয়ে গেল। তিনি এই বাক্য বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় আচমকা একটি তির উড়ে এসে হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হলো। সাথে সাথে তিনি একেবারে নিথর হয়ে পড়ে গেলেন, যেন কতদিন যাবৎ নিহত হয়ে পড়ে আছেন!

হাম্মাদ রহ. বলেন, 'অতঃপর আমরা তাকে মাটি দিয়ে ঢেকে (কবর) দিলাম।"[২১৪]

---

২১৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৩৩৮৬।

২১৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসতাদরাকু হাকিম, ৩৩৮৬।

জান্নাতের প্রতি বারা ইবনু মালিক রা.-এর আহ্বান

১৬২. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ تَوَجَّهَ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَأَتَوْا عَلَى نَهَرٍ، فَجَعَلُوا أَسَافِلَ أَمْتِعَتِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ، فَعَبَرُوا النَّهَرَ، فَاقْتَتَلُوا سَاعَةً، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَنَكَّسَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَاعَةً يَنْظُرُ فِي الْأَرْضِ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً، فَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى الْأَرْضِ سَاعَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً، ثُمَّ يَفْرُقُ لَهُ رَأْيُهُ. قَالَ وَاحِدٌ: الْبَرَاءُ اتَّكَلَ. فَجَعَلْتُ.. . فَحَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: يَا أَخِي، وَاللهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ. فَلَمَّا رَفَعَ خَالِدٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَرَقَ لَهُ رَأْيُهُ قَالَ: يَا ابْنِ، أَقِمْ. قَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْآنَ. فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنْثَى، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا وَاللهِ الْجَنَّةُ، وَمَالِي إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ سَبِيلٍ. فَحَضَّهُمْ سَاعَةً، ثُمَّ مَضَغَ فَرَسُهُ مَضَغَاتٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا تَمْضُغُ بِذَنَبِهَا، فَكَبَسَ عَلَيْهِمْ، وَكَبَسَ النَّاسُ، فَهَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ

“ইয়ামামার যুদ্ধের দিন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। তারা একটি নদীর তীরে এসে থামল। সাথে থাকা ছোটখাটো বস্তুসামগ্রী কোমরে গুঁজে তারা নদী পার হলো। সেখানে কিছুক্ষণ লড়াই হলো এবং মুসলিম বাহিনী পিছু হটে আসল। তখন খালিদ রা. মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তখন খালিদ এবং বারা ইবনু মালিক রা.-এর মাঝে ছিলাম। একটু পর খালিদ রা. আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। রণাঙ্গনে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে পড়ে আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাতেন। এতে তার কর্মপন্থা স্থির হয়ে যেত। খালিদ রা.-এর এই অবস্থা চলাকালে একজন বলল, ‘বারা তো ভরসা করে বসে আছে।’ উত্তরে খালিদ রা. জমিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হে আমার ভাই, আল্লাহর শপথ আমি দেখছি।’ এরপর তিনি মাথা তুলে আসমানের দিকে তাকালেন। তার কর্মপন্থা স্থির হলো। তিনি বললেন, ‘বেটা, এবার উঠো।’ বারা রা. বললেন, ‘এখন?’

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' এরপর বারা রা. নিজের মাদী ঘোড়ার পিঠে চড়ে আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন এবং লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এটাই জান্নাত। আমার পক্ষে মদীনায় ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।' এরপর আরও কিছুক্ষণ তিনি লোকজন উৎসাহ দিলেন তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গেলেন। আমি যেন এখনো সেই ঘোড়াটিকে লেজ বাঁকিয়ে দৌড়াতে দেখতে পাচ্ছি। এরপর একদল আরেকদলের ওপর হামলে পড়ল। আর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের পরাজিত করে দিলেন।"[২১৫]

বারা ইবনু মালিক রা.-এর আরও একটি কীর্তিগাথা

১৬৩. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثُلْمَةٌ، فَوَضَعَ مُحْكَمُ الْيَمَامَةِ رِجْلَيْهِ عَلَى الثُّلْمَةِ، وَكَانَ رَجُلًا عَظِيمًا، فَجَعَلَ يَرْجُزُ وَيَقُولُ:

أَنَا مُحْكَمُ الْيَمَامَةِ *** أَنَا سَدَادُ الْخُلَّةِ

أَنَا كَذَا، أَنَا كَذَا

فَأَتَاهُ الْبَرَاءُ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ قَصِيرًا، فَلَمَّا أَمْكَنَهُ مِنَ الضَّرْبِ، ضَرَبَ الْبَرَاءَ، وَأَبْقَاهُ بِحَجَفَتِهِ، وَضَرَبَهُ الْبَرَاءُ، فَقَطَعَ سَاقَهُ، فَقَتَلَهُ، وَمَعَ الْمُحْكَمِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ، فَأَلْقَى الْبَرَاءُ سَيْفَهُ، وَأَخَذَ صَفِيحَةَ الْمُحْكَمِ، فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ، وَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ مَا بَقِيَ مِنْكَ، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى سَيْفِهِ فَأَخَذَهُ

মদীনায় একটি ভগ্নপ্রায় দেয়াল ছিল। ইয়ামামার মুহকাম (ইবনু তুফাইল) ছিল একজন বিশালদেহী লোক। সে একবার দেয়ালটির ওপর পা রেখে দম্ভভরে বলল,

আমি হলাম ইয়ামামার মুহকাম,

আমি যেকোনো বাহিনীর অবতরণস্থলে ঢেকে দিই

আমি আরও এই এই (বলে নিজের কিছু ক্ষমতা প্রকাশ করে)

---

২১৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৭২৬

তখন বারা রা. এসে তাকে হত্যা করেন। তিনি ছিলেন একজন হতদরিদ্র মানুষ। বারা রা. তার দিকে এগিয়ে আসলে সে সুযোগ পেয়ে বারা রা.-কে আঘাত করে বসে। তিনি নিজের ঢাল দ্বারা সে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত করেন এবং তার পায়ের টাখনু বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তাকে হত্যা করেন। মুহকামের সাথে একটি লম্বা তরবারি ছিল। বারা রা. নিজের তরবারি ছুড়ে ফেলে তার তরবারিটি নিয়ে লড়াই শুরু করেন। একসময় তরবারিটি ভেঙে যায়। তখন তিনি বলেন, 'তোর যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তাতে অমঙ্গল করুন।' এই বলে তিনি তার তরবারি ছুড়ে ফেলে নিজের তরবারি তুলে নেন।"[২১৬]

সর্বোত্তম মানুষ

১৬৪. হাসান বসরী রহ. বলেন,

قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِعُمَرَ: يَا خَيْرَ النَّاسِ، يَا خَيْرَ النَّاسِ. فَقَالَ: مَا يَقُولُ؟ قِيلَ: يَقُولُ يَا خَيْرَ النَّاسِ. قَالَ: وَيْحَكُمْ، إِنِّي لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ. قَالَ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ خَيْرَ النَّاسِ. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رَجُلٌ بَلَغَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ فِي دَارِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَعَمَدَ إِلَى صِرْمَةٍ مِنْ إِبِلِهِ، فَحَدَرَهَا إِلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْهِجْرَةِ، فَبَاعَهَا، فَجَعَلَ ثَمَنَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَجَعَلَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ، فَذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَإِنَّ لِي أَشْغَالًا، وَإِنَّ لِي وَإِنَّ لِي.. . فَأْمُرْنِي بِأَمْرٍ يَكُونُ لِي ثِقَةً، وَأَبْلُغُ بِهِ، فَقَالَ: أَرِنِي يَدَكَ. فَأَعْطَاهُ يَدَهُ، فَقَالَ: تَعْبُدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرُ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ، وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ، وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ لَمْ تَسْتَحِ مِنْهُ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ، اسْتَحْيَيْتَ

---

২১৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৭২৬

مِنْهُ وَفَضَحَكَ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَأَعْمَلُ بِهَذَا، فَإِذَا لَقِيتُ رَبِّي، قُلْتُ: أَمَرَنِي بِهِنَّ عُمَرُ. قَالَ: خُذْهُنَّ، فَإِذَا لَقِيتَ رَبَّكَ، فَقُلْ مَا بَدَا لَكَ

"আরবের যাযাবর গোত্রগুলোর এক ব্যক্তি উমর রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে সর্বোত্তম মানুষ, হে সর্বোত্তম মানুষ!' উমর রা. বললেন, সে কী বলছে? বলা হলো, 'সে আপনাকে 'হে সর্বোত্তম মানুষ' বলে সম্বোধন করছে।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার অমঙ্গল হোক। আমি মোটেও সর্বোত্তম মানুষ নই।' লোকটি বলল, 'আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ! আমি তো আপনাকে সর্বোত্তম মানুষ মনে করতাম।' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলব, সর্বোত্তম মানুষ কে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।' তিনি বললেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হলো সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে অবস্থান করছিল। এমন সময় তার কাছে ইসলাম পৌঁছে; তখন সে কিছু উট নিয়ে কোনো হিজরতের স্থানে পৌঁছে আর সেগুলো বিক্রি করে যুদ্ধ সরঞ্জাম জোগাড় করে। এরপর থেকে মুসলমান এবং শত্রুদলের মাঝে তার দিন-রাত কাটতে থাকে। সে হলো সর্বোত্তম মানুষ।

লোকটি বলল, 'আমিরুল মুমিনীন, আমি একজন যাযাবর মানুষ। আমার নানাবিধ ব্যস্ততা রয়েছে। এই এই কাজ আছে। আপনি আমাকে এমন কিছু কাজের আদেশ করুন, যা আমার জন্য (জান্নাতে যেতে) সঠিক হবে আর আমি তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।' উমর রা. বললেন, 'আমাকে তোমার হাত দেখাও!' সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। উমর রা. বললেন, 'আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়িম করবে। যাকাত আদায় আদায় করবে। রমজানের সিয়াম পালন করবে। (সামর্থ্য থাকলে) হজ্জ পালন করবে। ওমরা আদায় করবে। আমীরের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। স্পষ্ট বিষয় অবলম্বন করবে এবং গোপন বিষয় হতে দূরে থাকবে। এমন বিষয়ে জড়িত থাকবে, যা লোকজন জানলে ও প্রচার হলে তোমাকে লজ্জিত বা অপদস্থ হতে হয় না। পক্ষান্তরে এমন বিষয় হতে দূরে থাকবে, যা জানাজানি হলে বা প্রচার হলে তুমি লজ্জিত ও অপদস্থ হবে।'

লোকটি বলল, 'আমিরুল মুমিনীন, আমি এসবের ওপর আমল করব আর আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথা বলব যে, উমর রা. আমাকে এসব করতে আদেশ করেছেন?' উমর রা. বললেন, 'তুমি এগুলো মেনে চলো আর আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ হলে যা ইচ্ছা তা বোলো।"[২১৭]

---

২১৭. সনদ হাসান। গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

উত্তম ও অধম

১৬৫. উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ فَيْضٌ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؟ قَالَ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى تَأْتِيَهُ دَعْوَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَى مَتْنِ فَرَسِهِ، أَوْ آخِذٌ بِعِنَانِهِ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: فَخَبَطَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: امْرُؤٌ بِنَاحِيَةٍ يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: الْمُشْرِكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ؟ قَالَ: ذُو سُلْطَانٍ جَائِرٍ يَجُورُ عَنِ الْحَقِّ وَقَدْ مُكِّنَ لَهُ

"একদিন আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। সেখানে আরও কিছু লোক ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাঁর নবী-রাসূল এবং বিশেষ বান্দাগণের পর সবচেয়ে উত্তম কে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'যে মুজাহিদ নিজের জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আর ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় কিংবা লাগাম ধরা অবস্থায় তার কাছে আল্লাহ্ তাআলার আহ্বান (মৃত্যুর ডাক) চলে আসে।' লোকটি বলল, 'তারপর কে ইয়া রাসূলাল্লাহ?' রাসূল ﷺ নিজ হাত দ্বারা তাকে জোরে চাপড় মেরে বললেন, 'যে ব্যক্তি একটি পার্শ্ব (স্থান) অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত করে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখে।' এবার লোকটি বলল, 'আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ্ তাআলার সাথে অংশী স্থাপনকারী (মুশরিক)।' লোকটি বলল, 'তারপর?' তিনি বললেন, 'অত্যাচারী শাসক। যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে বিরত থাকে।"[২১৮]

১৬৬. মুজাহিদ রহ. বলেন,

قَالَتْ أُمُّ مُبَشِّرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ:

২১৮. সনদ দুর্বল। অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। একই সূত্রে উল্লেখ করেছেন : আবু দাউদ তয়ালিসী, মুসনাদু আবি দাউদ, ৩৬।

رَجُلٌ عَلَى مَتْنِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ، وَيُخِيفُونَهُ. ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْحِجَازِ، فَقَالَ: وَرَجُلٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُعْطِي حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَالِهِ

"উম্মু মুবাশশির হুমাইমাহ বিনতু সইফী রা. রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম মানুষ কে?' তিনি বললেন, 'ওই ব্যক্তি, যে ঘোড়ার ওপর বসা আছে, সে শত্রুদের ভয় দেখায় আর শত্রুরাও তাকে ভয় দেখায়।' এই বলে তিনি হাত দ্বারা হিজাজের দিকে ইশারা করেন। তারপর বলেন, 'আর ওই ব্যক্তি, যে সালাত কায়িম করে এবং নিজের সম্পদ হতে আল্লাহ তাআলার পাওনা (যাকাত, সদকা ও আল্লাহর রাস্তার জন্য প্রদেয়) আদায় করে।'"[২১৯]

১৬৭. আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكٍ، وَهُوَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخْلَةٍ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ؟ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رَجُلٌ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، أَوْ قَدَمَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيئًا، يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرْعَوِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ

"তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি খেজুর গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর নিকৃষ্ট পাপাচারী ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু পাপের কাজে কোনো পরোয়া করে না।"[২২০]

১৬৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

---

২১৯. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : মুসনাদু ইসহাক ইবনি রাহওয়াই, ২২০০।
২২০. সনদ দুর্বল। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১১৩৭৪; সুনানু নাসাঈ, ৩১০৬।

“রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে উত্তম হলো সেই মুজাহিদ, (যে আমৃত্যু আল্লাহ্র রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে।)”[২২১]

১৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ لَنَا: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا ؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: امْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ. قَالَ: أَفَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِي بِهِ

“একবার রাসূল ﷺ তাদের নিকট আসলেন। তারা তখন একটি মজলিসে বসা ছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? আমরা বললাম, কেন নয়? (নিশ্চয়ই) ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি বললেন, সে ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তারপর বললেন, তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদও তোমাদের দেব কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সে হলো ওই ব্যক্তি, যে নির্জনে কোনো গুহায় থাকে, সেখানে সে সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং লোকদের অনিষ্ঠ থেকে দূরে সরে থাকে। অতঃপর বললেন, তোমাদের কি সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ, (অবহিত করুন)। তিনি বললেন, সে হলো ওই ব্যক্তি, যার কাছে কেউ আল্লাহ তাআলার নামে (সাহায্য) চায় কিন্তু সে তাকে দান করে না।”[২২২]

---

২২১. সনদ হাসান গরীব। পূর্বের বর্ণনায় সমর্থন পাওয়া যায়।

২২২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু নাসাঈ, ২৫৬৯।

দ্বীনের পথে ধৈর্যধারণ ও দৃঢ়পদ থাকার নির্দেশ

১৭০. মুবারক ইবনু ফাযালাহ রহ. হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} [آل عمران: ٢٠٠] قَالَ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْبِرُوا عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يَتْرُكُوهُ لِشِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ، وَلَا سَرَّاءٍ، وَلَا ضَرَّاءٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا الْكُفَّارَ، وَأَنْ يُرَابِطُوا الْمُشْرِكِينَ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং (শত্রুর) মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।'[২২৩]

এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রহ. বলেন, 'এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। তারা দুখে কিংবা সুখে, সচ্ছলতায় কিংবা অনটনে কোনো অবস্থাতেই যেন ধৈর্যহারা না হয়। আর কাফিরদের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকতে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২২৪]

১৭১. একই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা রহ. বলেন,

صَابِرُوا الْمُشْرِكِينَ، وَرَابِطُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

'মুশরিকদের মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহর রাস্তায় (বের হতে) সদা প্রস্তুত থাকো।'[২২৫]

---

২২৩. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:২০০

২২৪. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ৬/৩৩২।

২২৫. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ৬/৩৩৩।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার ফযীলত

১৭২. শুরাহবীল ইবনু সিমাত কিন্‌দী রহ. বলেন,

طَالَ رِبَاطُنَا وَإِقَامَتُنَا عَلَى حِصْنٍ، فَاعْتَزَلْتُ مِنَ الْعَسْكَرِ أَنْظُرُ فِي ثِيَابِي لِمَا آذَانِي مِنْهُ قَالَ: فَمَرَّ بِي سَلْمَانُ، فَقَالَ: مَا تُعَالِجُ يَا أَبَا السِّمْطِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: إِنِّي لَأَحْسَبُكَ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّ السِّمْطِ، فَكَانَتْ تُعَالِجُ هَذَا مِنْكَ. قُلْتُ: أَيْ وَاللهِ قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ. وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا...} [الحج: ٥٨] إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ

"আমরা দীর্ঘদিন সীমান্ত এবং দুর্গের পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম। আমার পরনের কাপড়টির কারণে আমার কিছুটা কষ্ট হচ্ছিল। এর বিহিত করার জন্য একদিন সৈন্যদল থেকে একটু দূরে গেলাম। পথিমধ্যে সালমান ফারসী রা. এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, 'আবুস সিমত, কী করছ?' আমি তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় তুমি উম্মুস সিমতের (স্ত্রীর) কাছে যেতে চাচ্ছ। যাতে সে তোমার এই (পোশাক ঠিক করার) কাজটি করে দেয়।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আমি এটাই চাই।' তিনি বললেন, 'এই কাজ কোরো না। কারণ, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, '(আল্লাহর রাস্তায়) একদিন ও একরাতের সীমান্ত পাহারা বা এক দিনের পাহারা বা এক রাতের পাহারা এক মাস সিয়াম পালন ও রাতভর কিয়াম (সালাত আদায়ের) সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মারা গেল তার সে আমল জারি থাকবে, যা সে করত আর সে সকল ফিতনা হতে রক্ষিত থাকবে, আর তার জন্য রিযিক বরাদ্দ করা হবে।[২২৬] তোমরা চাইলে এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করতে পার,

---

২২৬. সুনানু নাসাঈ, ৩১৬৭। সনদ সহীহ।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

'যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদের অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। তাদের অবশ্যই এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।'"[২২৭, ২২৮]

১৭৩. ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ، بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ حَيْوَةُ: رِبَاطٌ وَحَجٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ

"যে ব্যক্তি এ সকল অবস্থায় মারা যাবে সে কিয়ামাতের আল্লাহ তাআলার নিকট সে অবস্থাতেই পুনরুত্থিত হবে। বর্ণনাকারী হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ বলেন, 'মর্তবা বা অবস্থা বলতে সীমান্ত পাহারা ও হজ্জ ইত্যাদি আমলের কথা বোঝানো হয়েছে।"[২২৯]

১৭৪. ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا الْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

"প্রতিটি মৃত ব্যক্তিকেই তার আমলের ওপর মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হয় (ব্যক্তিগত কোনো আমলের সুযোগ থাকে না)। তবে আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কিয়ামাত পর্যন্ত তার আমলনামা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সে কবরের ফিতনা (পরীক্ষা ও শাস্তি) হতে নিরাপদ থাকে।"[২৩০]

---

২২৭. সূরা হজ, ২২:৫৮,৫৯

২২৮. সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তবে মূল বক্তব্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২২৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২৩৯৫০।

২৩০. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ২৩৯৫১।

প্রকৃত মুজাহিদ

১৭৫. ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ

'যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই আসল মুজাহিদ।'[২৩১]

প্রকৃত কল্যাণকামী বন্ধু

১৭৬. বাকর ইবনু আমর রহ. বলেন,

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ اسْتَعْمَلَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِهِ، فَكَتَبَ مَعَهُ رِجَالًا يَسْتَعِينُ بِهِمْ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَافِيهِ الْإِخَاءَ وَالْمَحَبَّةَ، فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ فِي أَوَّلِ مَنْ ذَكَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَكُنْتَ كَتَبْتَنِي مَعَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَجَلْ قَالَ: أَجَلْ، إِنَّمَا تَرَكْتُ اسْمَكَ لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مَاتَ وَهُوَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَبْعَثَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَرْتَبَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَانْصَرَفَ وَهُوَ مَسْرُورٌ

"একবার আমীরুল মুমিনীন মুআওয়িয়াহ ইবনু আবি সুফিয়ান রা. ফাযালাহ ইবনু উবাইদ রা.-কে কিছু দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি তখন তার সাথে সহযোগিতার জন্য তার কয়েকজন সহযোগীর নাম লিখে নেন। এ খবর পেয়ে তার ভ্রাতৃপ্রতিম ও অন্তরঙ্গ একজন ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসেন। তার ধারণা ছিল ফাযালাহ রা. সহযোগীদের তালিকায় সর্বপ্রথম তার নামটিই লিখেছেন। লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সাথে আমার নাম লিখেছ তো?' তিনি বললেন, 'না।' লোকটি বলল, 'আসলেই?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আসলেই। আমি তোমার নাম এরচেয়ে উত্তম কাজের জন্য রেখে দিয়েছি। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি তার এক সাহাবীকে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সকল অবস্থায় মারা যাবে সে

---

২৩১. সনদ হাসান সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ১৬২১। অনেকেই এই হাদীস দ্বারা ময়দানের জিহাদ এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেন। যা মারাত্মক ভুল বিবেচনা এবং জিহাদের ফযীলত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যার দ্বার খুলে দেয়। তাই এ ধরনের ভুলভ্রান্তি হতে বেঁচে থাকা জরুরি। -অনুবাদক

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সে অবস্থাতেই পুনরুত্থিত হবে (অর্থাৎ সীমান্ত পাহারা ও হজ্জ ইত্যাদি)।[২৩২]

আমি চাই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ হিসেবে পুনরুত্থিত করুন। এ কথা শুনে লোকটি আনন্দচিত্তে ফিরে গেলেন।"[২৩৩]

রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী

১৭৭. উরওয়াহ ইবনু রুওয়াইম রহ. বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَإِنَّا كُنَّا نَصِيبُ مِنَ الْآثَامِ وَالزِّنَا، وَإِنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْبِسَ أَنْفُسَنَا فِي بُيُوتٍ، نَعْبُدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا حَتَّى نَمُوتَ. قَالَ: فَتَهَلَّلَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَجْنِدُونَ أَجْنَادًا، وَتَكُونُ لَكُمْ ذِمَّةٌ، وَخَرَاجٌ، وَسَيَكُونُ لَكُمْ عَلَى سَيْفِ الْبَحْرِ مَدَائِنُ وَقُصُورٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَحْبِسَ نَفْسَهُ فِي مَدِينَةٍ مِنْ تِلْكَ الْمَدَائِنِ، أَوْ قَصْرٍ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ حَتَّى يَمُوتَ فَلْيَفْعَلْ

"একবার কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইতিপূর্বে আমরা জাহিলিয়াতের আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। সে সময় আমরা ব্যভিচারসহ বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত ছিলাম। এখন আমরা নিয়্যাত করেছি যে, নিজেদের গৃহবন্দী করে আমৃত্যু আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে মগ্ন রাখব।' তাদের কথায় রাসূল ﷺ-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'অতিসত্বর তোমরা বহু সৈন্যদলে বিভক্ত হবে। তোমরা অন্যদের নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং কর আদায় করবে। সমুদ্রে উপকূলে তোমাদের অধীনে অনেক শহর ও অট্টালিকা থাকবে। যে ব্যক্তি সে সময়ে উপনীত হবে সে যদি সেসব শহরের কোনো শহরে কিংবা অট্টালিকার কোনো অট্টালিকায় নিজেকে আমৃত্যু আবদ্ধ রাখতে চায়, সে যেন তা-ই করে।"[২৩৪]

---

২৩২. ১৭৩ নং হাদীসে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। মুসনাদু আহমাদ, ২৩৯৫০। সনদ সহীহ।

২৩৩. সনদ সহীহ।

২৩৪. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে উরওয়াহ ইবনু রুওয়াইম রহ. সরাসরি সাহাবী সুলাইমান ইবনু আবি সুলাইমান শামী রা. হতে বর্ণনা করেননি। তিনি যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তার

কিয়ামাত পর্যন্ত সিয়াম, কিয়াম ও সিজদার সাওয়াব লেখা হবে

১৭৮. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি হুসাইন রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا يُخِيفُ فِيهِ الْمُشْرِكِينَ، وَيُخِيفُونَهُ، حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ، كُتِبَ لَهُ كَأَجْرِ سَاجِدٍ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَجْرِ قَائِمٍ لَا يَقْعُدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَجْرِ صَائِمٍ لَا يُفْطِرُ

"যে ব্যক্তি এমন ভূখণ্ডে অবতরণ (বা অবস্থান) করে যে, সেখানে সে মুশরিকদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আর মুশরিকরাও তাকে ভীতি প্রদর্শন করে। আর সেখানে তার মৃত্যু ঘটে তবে তার আমলনামায় এমন সিজদাকারীর সাওয়াব লেখা হবে যে কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত সিজদা হতে মাথা ওঠাবে না। এমন কিয়ামকারীর (সালাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির) সাওয়াব লেখা হবে যে কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত বসবে না। আর এমন সিয়াম পালনকারীর সাওয়াব লেখা হবে যে কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত ইফতার করবে না (প্রতিদিন সিয়াম পালন করবে)।"[২৩৫]

মৃত্যুর পরও সাওয়াব অব্যাহত থাকবে

১৭৯. উবাদাহ ইবনু সামিত রা. বলেন,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُخْرِجُ نَفْسَهُ إِلَّا رَأَى مَنْزِلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ، غَيْرِ الْمُرَابِطِ يَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُهُ أَوْ قَالَ: رِزْقُهُ مَا كَانَ مُرَابِطًا

"প্রাণবায়ু বের হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই মৃত্যুপরবর্তী তার ঠিকানা দেখতে পায়। তবে আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর অবস্থা ভিন্ন। কেননা, তার আমলনামা অব্যাহত থাকে। অথবা তিনি বলেছেন যে, তার রিজিক অব্যাহত থাকে।"[২৩৬]

পরিচয় অজ্ঞাত। ইবনুল আসির, উসুদুল গাবাহ, ২/৫৪৭; ইবনু মানদাহ, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, ৭৩৬,৩৭; ইমাম বাগওয়ী, মু'জামুস সাহাবাহ, ৩/১৫৯।

২৩৫. সনদ মুরসাল এবং অগ্রহণযোগ্য। বর্ণনাকারী যিরার ইবনু আমর মুনকারুল হাদীস। এ ছাড়া আরও দুজন বর্ণনাকারী নিয়ে আপত্তি রয়েছে।

২৩৬. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনু রবীআহ হলেন ইবনু লাহিয়া। তিনি দুর্বল রাবী।

আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণকারীর আমলনামা অব্যাহত থাকবে

১৮০. উকবা ইবনু আমীর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ حَتَّى يُبْعَثَ

"প্রতিটি মৃত ব্যক্তিকেই তার আমলের ওপর মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হয় (ব্যক্তিগত কোনো আমলের সুযোগ থাকে না)। তবে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। পুনরুত্থানের আগপর্যন্ত তার আমলনামা অব্যাহত থাকবে।"[২৩৭]

কিয়ামাতের দিন যে নিরাপদ থাকবে

১৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. হতে বর্ণিত,

فِيمَنْ يَمُوتُ مُرَابِطًا: أَنَّهُ يَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তিনি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সম্পর্কে বলেন, 'সে কিয়ামাতের দিন চরম ভয়ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে।"[২৩৮]

১৮২. আবু সালিহ হিমসী রা. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

يَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامًا يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ كَهَيْئَةِ الرِّيحِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَقْوَامٌ يُدْرِكُهُمْ مَوْتُهُمْ فِي الرِّبَاطِ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা একদল লোককে ওঠাবেন, যারা বাতাসের গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। তাদের কোনো হিসাব এবং শাস্তির ব্যাপার থাকবে না। সাহাবাগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কারা?' রাসূল ﷺ বললেন, 'সীমান্তে পাহারারত অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়েছে।"[২৩৯]

---

২৩৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৭৩৫৯।

২৩৮. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর, ৪/৩২৪।

২৩৯. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী বাশশার ইবনু সাঈদ সম্পর্কে প্রয়জনীয় তথ্য পাওয়া যায় না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার ফজিলত

১৮৩. মাকহূল শামী রহ. বলেন,

أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، كَانَ مُرَابِطًا بِأَرْضِ فَارِسَ، فَمَرَّ بِهِ سَلْمَانُ، فَقَالَ: مَا لَكَ هَهُنَا؟ قَالَ: قَدِمْتُ مُرَابِطًا. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ لَكَ عَوْنًا عَلَى رِبَاطِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أُجِيرَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কা'আব ইবনু উযরাহ রা. পারস্যের ভূখণ্ডে (ইসলামী) সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। সালমান ফারসী রা. তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, 'এখানে কী করছ?' কা'আব রা. বললেন, 'সীমান্ত পাহারা দিতে এসেছি।' সালমান রা. বললেন, 'আমি কি রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস শোনাব? যা তোমার সীমান্ত পাহারায় অনুপ্রেরণা জোগাবে?' কা'আব বললেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। অবশ্যই শোনান।' সালমান রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক দিন আল্লাহ তাআলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া একাধারে এক মাস রোযা রাখা এবং রাতে সালাত আদায় হতেও উত্তম। এই কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় যে ব্যক্তি মারা যাবে তাকে কবরের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি হতে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সে যেসব আমল করত কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল চলমান থাকবে।"[২৪০]

উত্তম ব্যক্তি

১৮৪. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلًا رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، اسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ

২৪০. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ১৬৬৫।

"অচিরেই মানুষের মাঝে এমন সময় আসবে যখন সবচেয়ে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। কোনোরকম ভীতিসঞ্চারক আওয়াজ শুনতেই সে তার ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে আর সম্ভাব্য স্থানসমূহে মৃত্যুকে খুঁজে ফেরে। আর তার পর (উত্তম হলো) ওই ব্যক্তি যে কিছু ছাগল নিয়ে পাহাড়ি উপত্যকাসমূহের কোনো একটিতে অবস্থান করে। সালাত আদায় করে। যাকাত প্রদান করে। আর মৃত্যু পর্যন্ত কল্যাণ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে লোকজন হতে নির্জনতা অবলম্বন করে।"[২৪১]

১৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনি যাজ যুবাইদী রা. বলেন,

دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكُمَا. فَنَزَعَ وِسَادَةً كَانَ مُتَّكِئًا عَلَيْهَا، فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: لَا نُرِيدُ هَذَا، إِنَّمَا جِئْنَا لِنَسْمَعَ مِنْكَ شَيْئًا نَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُكْرِمْ ضَيْفَهُ، فَلَيْسَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا إِبْرَاهِيمَ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَمْسَى مُتَعَلِّقًا بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَفْطَرَ عَلَى كِسْرَةٍ وَمَاءٍ بَارِدٍ، وَوَيْلٌ لِلْوَاثِينَ الَّذِينَ يَلُوثُونَ مِثْلَ الْبَقَرِ، ارْفَعْ يَا غُلَامُ، ضَعْ يَا غُلَامُ وَفِي ذَلِكَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

"একবার তার নিকট দুই জন ব্যক্তি আসল। তিনি বললেন, 'তোমাদের আগমন শুভ হোক। তিনি যে বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন তা নিয়ে তাদের দুজনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারা বলল, 'আমরা এসব চাই না। আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু শুনতে চাই, যা শুনলে আমাদের উপকার হবে।' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তার মেহমানের আপ্যায়ন করে না সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নতভুক্ত নয় এবং ইবরাহীম আ.-এর সুন্নতভুক্তও নয়। সৌভাগ্য ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ঘোড়ার মাথা জড়িয়ে ধরে সন্ধ্যা করে দেয় (সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে বা চলে) আর শুকনো রুটি আর ঠান্ডা পানি দিয়ে ইফতার করে। আর দুর্ভাগ্য ওই চর্বনকারীর জন্য যে গরুর মতো জাবর কাটতে থাকে আরে বলে, 'এই ছোকরা, এটা নিয়ে যাও। ওটা নিয়ে আসো।' আর এসব ব্যস্ততার দরুন তারা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে না।"[২৪২]

---

২৪১. সনদ হাসান। ১৬৬ নং বর্ণনায় মুরসাল সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। আরও রয়েছে : সহীহ ইবনু হিব্বান, ৪৬০০।

২৪২. সনদ দুর্বল। অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল যু'ই, ২০২।

তারা আমার আমি তাদের

১৮৬. ইয়াযিদ ইবনু উকাইলী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْحُقُوقُ، وَلَا يُعْطَوْنَ حُقُوقَهُمْ، أُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، أُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

"অচিরেই আমার উম্মাতের মাঝে এমন একদল লোক তৈরি হবে, যাদের মাধ্যমে সীমান্তগুলো সংরক্ষিত থাকবে। তাদের দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো হবে কিন্তু তাদের উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করা হবে না। তারা আমার (আপন) আর আমি তাদের। তারা আমার (আপন) আর আমি তাদের।"[২৪৩]

আল্লাহর রাস্তায় এক রাতের পাহারা

১৮৭. ইবনু মুহাইরিয রহ. বলেন,

مَنْ حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ وَدَابَّةٍ قِيرَاطٌ قِيرَاطٌ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় এক রাত পাহারা দেবে সে সমস্ত মানুষ এবং প্রাণীর সংখ্যা পরিমাণ কীরাতের[২৪৪] সাওয়াব লাভ করবে।"[২৪৫]

এক শ উট সদকার চেয়েও অধিক পছন্দনীয় আমল

১৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন,

لَأَنْ أَبِيتَ حَارِسًا وَخَائِفًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ رَاحِلَةٍ

"ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া আমার কাছে এক শ উট সদকা করা হতে বেশি পছন্দনীয়।"[২৪৬]

---

২৪৩. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য। তবে ইয়াযিদ উকাইলীর নাম এবং তিনি কার কাছে থেকে শুনেছেন তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আরও রয়েছে : উসুদুল গাবাহ, ৫/৪৬৭; আল ইসাবাহ, ২/৫১৭।
২৪৪. কীরাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ অহুদ পাহাড় সমান। সুনানু তিরমিযী, ১০৪০।
২৪৫. সনদ দুর্বল। একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন। আরও রয়েছে : ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ২৩০৪।
২৪৬. সনদ গরীব। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন।

তিনটি চোখ কখনো (জাহান্নামের) আগুনে দগ্ধ হবে না

১৮৯. আবু ইমরান আনসারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثَةُ أَعْيُنٍ لَا تَمَسُّهُمُ النَّارُ أَبَدًا: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ بِكِتَابِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তিনটি চোখ কখনো (জাহান্নামের) আগুনে দগ্ধ হবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। (২) যে আল্লাহর কিতাব নিয়ে (কুরআন তিলাওয়াতে) জাগ্রত থাকে। (৩) আর যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়।"[২৪৭]

১৯০. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রা. বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا، وَجَاءَ زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِبًا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهْرِيقَ دَمًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ؟ فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ . قَالَ: فَكَانُوا نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَهُ، أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: اكْفِنِي أَوَّلَهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، فَنَامَ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي قَالَ: وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ، عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ عَادَ لَهُ بِثَالِثٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ،

২৪৭. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইমাম দীনওয়ারী, আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ২৫৯।

فَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ أُثْبِتُّ. فَوَثَبَ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ، عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذِرُوا بِهِ فَهَرَبَ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ، قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ، رَكَعْتُ، فَأَذَنْتُكَ وَايْمُ اللهِ، لَوْلَا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ لَقُطِعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا

“আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যাতুর রিক্বা’ যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের স্ত্রীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ বলে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের কোনো সাথির রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। অতএব সে রাসূল ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় অবস্থান করো। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে আনসারী সাহাবী মুহাজির সাহাবীকে বললেন, রাতের কোন অংশে আপনাকে আমি বিশ্রামের সুযোগ করে দেব তা বলুন? প্রথম অংশে নাকি শেষ অংশে? মুহাজির সাহাবী বললেন, আমাকে প্রথম অংশে সুযোগ দিন। এই বলে মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে মশগুল হন।

এমন সময় ওই লোকটি এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তার প্রতি একটি তির নিক্ষেপ করল, যা তার দেহে বিঁধে গেল। তিনি তা টেনে বের করে নিলেন এবং আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন। সে আবার একটি তির নিক্ষেপ করল এবং তা সাহাবীর গায়ে বিদ্ধ হলো। এবারও তিনি তির টেনে খুলে নিলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার সে আরও একটি তির নিক্ষেপ করল। তিরটি এসে গায়ে বিঁধল। এবারও তিনি তির খুলে ফেলে দিলেন। আর রুকু-সিজদা আদায় করে (সালাত শেষ করে) সাথিকে জাগিয়ে বললেন, উঠে বসুন। আমি আর দাঁড়াতে

পারছি না। মুহাজির সাহাবী উঠে বসলেন। মুশরিক লোকটি দুজনকে দেখতে পেয়ে ভাবল সাহাবীগণ সর্তক হয়ে গিয়েছেন, এটা টের পেয়ে সে পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তির নিক্ষেপের পরই আমাকে সর্তক করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (সালাতে) এমন একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম, যা শেষ না করে সালাত শেষ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু লোকটি যখন একের পর এক তির নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল তখন আমি রুকু-সিজদা করে (সালাত শেষে) আপনাকে জাগিয়ে তুলি। আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ আমাকে পাহারার যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে হয়তো আমি সূরাটি শেষ করতাম অথবা এর আগেই সে আমাকে হত্যা করত।"[২৪৮]

শামের (সিরিয়া অঞ্চলের) জন্য সুসংবাদ

১৯১. আবু ইদরীস মাদানী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّكُمْ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا: جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ . فَقَالَ ابْنُ الْحَوْلَانِيِّ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: وَعَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَلْيَسْتَقِ بِغُدْرِهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهَا

"অচিরেই তোমরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল থাকবে শামে (সিরিয়া অঞ্চলে), একদল ইরাকে আরেক দল ইয়ামানে। আবু মুসলিম খাওলানী রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, (কোথায় থাকলে ভালো হবে তা) আমাকে জানিয়ে দিন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি শামে থেকো। আর যে শামে থাকতে পারবে না সে যেন ইয়ামানে থাকে এবং সেখানকার জলাধার হতে পানি পান করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য শাম ও ইয়ামানবাসীর ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।"[২৪৯]

---

২৪৮. সনদ হাসান লিগাইরিহ। আরও রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ১৯৮। কোনো কোনো বর্ণনামতে সাহাবী সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১/ ৩৯৭; বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ, ৩/৩৭৯।
২৪৯. সনদ সহীহ, আরও রয়েছে : সহীহ ইবনু হিব্বান, ৭৩০৬।

১৯২. সাফওয়ান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি সাফওয়ান রহ. বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ صِفِّينَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَهْلَ الشَّامِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ جَمًّا غَفِيرًا، فَإِنَّ فِيهِمْ قَوْمًا كَارِهُونَ لِمَا تَرَوْنَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالُ

"সিফফীনের লড়াইয়ের দিন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহ, আপনি শামবাসীর প্রতি লানত বর্ষণ করুন।' এ কথা শুনে আলী রা. বলেন, 'শামের বিশাল জনগোষ্ঠীকে গালমন্দ কোরো না। কারণ, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছেন, যারা তোমরা (আজ) যা দেখতে পাচ্ছ তা পছন্দ করেন না। তাদের মধ্যে অনেক আবদাল (আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দা) রয়েছেন।'"[২৫০]

১৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّامِ

"মানুষের সামনে এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন মুমিন-মাত্রই শামে চলে যাবে।"[২৫১]

হিজরতের ভূমিতে খরচের সাওয়াব সাত শ গুণ বেশি

১৯৪. উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন,

النَّفَقَةُ فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ مُضَاعَفَةٌ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَأَنْتُمُ الْمُهَاجِرُونَ أَهْلَ الشَّامِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ مِنَ السُّوقِ، فَأَكَلَهُ، وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ، كَانَ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ

"হিজরতের ভূমিতে খরচের সাওয়াব সাত শ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। হে শামে হিজরতকারী মুহাজিরগণ, তোমাদের কেউ যদি এক দিরহাম পরিমাণ মূল্যের খাদ্য ক্রয় করে নিজে খায় বা পরিবারকে খাওয়ায় তাতে তার সাওয়াব সাত শ গুণ বেশি হবে।"[২৫২]

---

২৫০. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : জামিউ মা'মার ইবনি রাশিদ, ২০৪৫৫।

২৫১. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি শাইবাহ, ১৯৪৪৫।

২৫২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ১/২৪৭।

উম্মাতের বিশেষ সাত ব্যক্তি

১৯৫. আবু কিলাবাহ রহ. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِي سَبْعَةٌ لَا يَدْعُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُمْ، بِهِمْ تُنْصَرُونَ، وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ . وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَبِهِ يُدْفَعُ عَنْكُمْ

"আমার উম্মাতের মধ্যে সব সময় এমন সাত জন ব্যক্তি থাকবেন, যারা কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলে তা কবুল করা হয়। তাদের (আমল ও কবুলিয়্যাতের) কারণে তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকো এবং বৃষ্টি পেয়ে থাকো। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার মনে হয় রাসূল ﷺ এ কথাও বলেছেন যে, 'তাদের কারণেই তোমাদের বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়।''"[২৫৩]

নৌ অভিযানের ফযীলত

১৯৬. আলকামাহ ইবনু শিহাব কুশাইরী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ قِتَالَ يَوْمٍ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ قِتَالِ يَوْمَيْنِ فِي الْبِرِّ، وَإِنَّ أَجْرَ الشَّهِيدِ فِي الْبَحْرِ كَأَجْرِ شَهِيدَيْنِ فِي الْبِرِّ، وَإِنَّ خِيَارَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْحَابُ الْكَفْءِ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ أَصْحَابُ الْكَفْءِ؟ قَالَ: قَوْمٌ تُكْفَأُ عَلَيْهِمْ مَرَاكِبُهُمْ فِي الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি আমার সাথে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি সে যেন নৌ অভিযানে অংশগ্রহণ করে। কেননা, জলপথে একদিনের লড়াই স্থলে দুই দিন লড়াই করার সমতুল্য। নৌপথে একজন শহীদের সাওয়াব স্থলে দুজন শহীদের সমপরিমাণ। আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে উত্তম শহীদ হলো 'আসহাবুল কাফ'। বলা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আসহাবুল কাফ' কারা?' তিনি বললেন, 'যে সকল মুজাহিদের নৌযান তাদের নিয়ে উল্টে যায়।"[২৫৪]

---

২৫৩. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : আল মারাসিলু লি-আবি দাউদ, ৩০৯।
২৫৪. সনদ মুরসাল এবং দুর্বল। বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু আব্দিল আযীয শেষ বয়সে এসে কিছু ভুল করেছেন। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৪০৫।

১৯৭. আব্দুর রহমান ইবনু হুযাইরাহ রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَعَلَيْهِ بِغَزْوِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি আমার সাথে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি সে যেন নৌ অভিযানে অংশগ্রহণ করে।"[২৫৫]

১৯৮. উকবা ইবনু আমীর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ: الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهِيدٌ، وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهِيدٌ

"পাঁচটি বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর যেকোনো একটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হবে। (১) আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ (২) আল্লাহর রাস্তায় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ (৩) আল্লাহর রাস্তায় মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ (৪) আল্লাহর রাস্তায় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদ এবং (৫) আল্লাহর রাস্তায় প্রসবজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারিণী শহীদ।"[২৫৬]

১৯৯. আবুল আসওয়াদ রহ. বলেন,

غَزَوْتُ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ، وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ عَامَ الْمَدِّ فَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ بِرُودِسَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَعَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ

"আমীরুল মুমিনীন মুআওয়িয়াহ রা.-এর শাসনকালে আমি নৌপথে যুদ্ধ করেছি। আমার সাথে তখন আবু আইয়্যুব আনসারী রা.-ও ছিলেন।

বর্ণনাকারী ইবনু লাহিয়াহ বলেন, আবু কাবীল রহ. বলেছেন, 'উসমান রা.-এর খিলাফতকালে মুআওয়িয়াহ রা. রুদুস নামক (রোমান দ্বীপ) এলাকায় ছিলেন। তার সাথে কা'আব আহবার রা. ছিলেন।"[২৫৭]

---

২৫৫. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আগের বর্ণনায় সমার্থক বক্তব্য রয়েছে।

২৫৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু নাসাঈ, ৩১৬৩।

২৫৭. সনদ গ্রহণযোগ্য। ইবনু লাহিয়া হাদীসের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হলেও ঘটনা ও সিয়ারের ক্ষেত্রে তিনি মাকবুল।

নৌ অভিযান সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর স্বপ্ন এবং উম্মু হারাম রা. এর জন্য দুআ

২০০. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান রহ. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَزُورُ أُمَّ حَرَامٍ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا، فَنَامَ عِنْدَهَا يَوْمًا، فَفَزِعَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ آنِفًا عَلَى سُرُرٍ أَمْثَالِ الْمُلُوكِ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: إِنَّكِ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخَرِينَ

وَكُنْتُ لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ مَبِيتُهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَهِيَ خَالَتُهُ، أُخْتُ أُمِّهِ، قُلْتُ: لَعَمْرِي، لأن كَانَ... ذَلِكَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَجِئْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، كَيْفَ كَانَ مَبِيتُهَا؟ قَالَ: عَلَى الْجَنَّةِ سَقَطَتْ. قَالَ: كَانَ مِنْ شَأْنِهَا أَنَّهَا تَزَوَّجَتِ ابْنَ عَمِّهَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَزُورُ أُمَّ حَرَامٍ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا، فَنَامَ عِنْدَهَا يَوْمًا، فَفَزِعَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ آنِفًا عَلَى سُرُرٍ أَمْثَالِ الْمُلُوكِ.

"রাসূল ﷺ প্রায়ই উম্মু হারাম রা.-এর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। সেখানে তিনি কাইলুলাহ (যুহরের আগে খানা খেয়ে বিশ্রাম) করতেন। একদিন তিনি সেখানে ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি হাসতে হাসতে সজাগ হলেন। উম্মু মিলহান রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কী কারণে হাসছেন? তিনি বললেন, স্বপ্নে আমার উম্মাতের কিছু লোককে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার সামনে তাদের এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, তারা বাদশাহের মতো সিংহাসনে আসীন হয়ে এই সবুজ সমুদ্রের (পারস্য উপসাগরের) মাঝে আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বের হয়েছে। (উম্মু হারাম রা. বলেন,) তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি

দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' তিনি বললেন, 'তুমি প্রথম বাহিনীরই মধ্যে শামিল থাকবে। শেষোক্ত এই দলে নও।'[২৫৮]

বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান রহ. বলেন, 'রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে এই বর্ণনাটি আমার কাছে পৌঁছলেও উম্মু হারাম রা.-এর শেষ পরিণাম কী হয়েছিল তা আমার জানা ছিল না। অবশেষে একদিন আনাস ইবনু মালিক রা. আমাদের নিকট আসলেন। উম্মু হারাম রা. ছিলেন আনাস রা. এর আপন খালা। আমি মনে মনে বললাম, 'আমার জীবনের শপথ! আনাস ইবনু মালিক রা. এই বিষয়ে অবগত থাকবেন। এই ভেবে আমি তার নিকট উপস্থিত পুরো বিষয়টি জানতে চাইলাম যে, কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে?' আনাস রা. বললেন, 'তিনি তো জান্নাতেই অবতরণ করেছেন। মূল কথা হলো, আমার খালা তার চাচাত ভাই উবাদা ইবনু সামিত রা. এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। উবাদা রা. তাকে নিয়ে শামে চলে যান। মুআওয়িয়াহ রা. যখন নৌ-যুদ্ধে বের হন তখন তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে যখন তারা উপকূলে ফিরে আসেন তখন উম্মু হারাম রা.-এর জন্য একটি বাহনের ব্যবস্থা করা হলে তিনি তাতে চড়ে বসেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাকে বহনকারী সাওয়ারিটি তাকে ফেলে দেয়। এতে তিনি পড়ে যান এবং পরিবারের লোকজনের কাছে পৌঁছার আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'[২৫৯]

২০১. আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ. ـ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ. شَكَّ إِسْحَاقُ ـ قُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ

---

২৫৮. রাসূল ﷺ সেখানে দু-বার এমন স্বপ্ন দেখেন। বর্ণনাকারী এখানে দ্বিতীয়বারের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ প্রথম বারই উম্মু হারাম রা.-এর জন্য দুআ করেন।

২৫৯. সনদ মুরসাল। তবে পরের বর্ণনায় সহীহ সনদে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ. أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ. فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ. فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুবায় গমন করতেন, তখন তিনি উম্মু হারাম বিনতু মিলহান রা.-এর নিকট যেতেন। তিনি তাঁকে আহার করাতেন। আর উম্মু হারাম বিনতু মিলহান ছিলেন উবাদা ইবনু সামিতের স্ত্রী। একবার তিনি তাঁর বাড়িতে গেলে উম্মু হারাম তাঁকে আহার করালেন। এরপর তিনি বসে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোককে আমাকে দেখানো হলো, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য অথৈ সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করবে, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ। রাবী ইসহাক রহ. বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুআ করে আবার নিদ্রা গেলেন। হারিস রহ. বলেন, নিদ্রা যাওয়ার পর তিনি আবার হাসতে হাসতে জাগলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে আমাকে দেখানো হলো, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, যেমন সিংহাসনের ওপর বাদশাহ অথবা সিংহাসনে আসীন বাদশাহর মতো, যেভাবে প্রথমবার বলেছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন, না, তুমি প্রথম দলে থাকবে। উম্মু হারাম মুআওয়িয়াহ রা.-এর শাসনকালে (ইস্তাম্বুল অভিযানে) সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করেছিলেন, এরপর সমুদ্র হতে ফিরে আসার পর তিনি তার সাওয়ারির ওপর হতে পড়ে গিয়ে শহীদ হন।"[২৬০]

---

২৬০. সনদ সহীহ। একই সূত্রে আছে : সহীহ বুখারী, ৬২৮২। এখানে পূর্ণ উল্লেখ না করে শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। পাঠকের সুবিধার্থে পূর্ণ বর্ণনার অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে।

সমুদ্রপথে আল্লাহর রাস্তায় সফরের গুরুত্ব

২০২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন,

غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِنْطَارٍ مُتَقَبَّلًا

"সমুদ্রপথে একটি অভিযান আমার কাছে এক কিনতার (স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ) পরিমাণ (দানকৃত) সম্পদ কবুল হওয়া হতেও অধিক পছন্দনীয়।"[২৬১]

সমুদ্রপথে সফর সম্পর্কে উমর রা.-এর সিদ্ধান্ত

২০৩. ইবনু হুবাইরাহ রহ. বলেন,

أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُبْرُسَ فِي الْبَحْرِ إِلَّا مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَغْزُوَهَا، فَيَفْتَحَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ، فَسَأَلَ عَنِ اعْرَفِ النَّاسِ بِرُكُوبِ الْبَحْرِ، فَقِيلَ لَهُ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، كَانَ يَخْتَلِفُ فِيهِ إِلَى الْحَبَشَةِ. فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ صَاحِبَهُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ دُودٍ عَلَى عُودٍ، إِنْ ثَبَتَ يَغْرَقْ، وَإِنْ يَمِلْ يَغْرَقْ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأَحْمِلَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا مَا بَقِيتُ

"মুআওয়িয়াহ ইবনু আবি সুফিয়ান রা. উমর রা.-এর দরবারে নৌ অভিযানের অনুমতি চেয়ে পত্র পাঠান। তিনি তাতে আমীরুল মুমিনীন রা.-কে এই মর্মে অবহিত করেন যে, তার মাঝে আর কুবরুসের (সাইপ্রাস অঞ্চলের) মাঝে সমুদ্রপথে মাত্র দু-দিনের দূরত্ব। আমীরুল মুমিনীন চাইলে আমরা সেখানে অভিযান চালাব এবং আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সেখানে বিজয় দান করবেন।' পত্র পেয়ে উমর রা. জানতে চাইলেন, সমুদ্র সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে কে? বলা হলো আমর ইবনুল আস রা. জানেন। তিনি একাধিকবার সমুদ্রপথে আবিসিনিয়া সফর করেছেন। উমর রা. তার নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন,

---

২৬১. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৪০৪।

সমুদ্রপৃষ্ঠে মানুষের উদাহরণ হলো বিশাল বৃক্ষের দেহে সামান্য কীট-পতঙ্গের মতো। স্থির থাকলেও ডুবতে পারে। অস্থির হলেও ডুবে যেতে পারে।' এই কথা শুনে উমর রা. বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি বেঁচে থাকতে কোনো মুসলমানকে সমুদ্রে (অভিযানে) বের হতে দেব না।'"[২৬২]

ছয়টি আমলের বিনিময় আট জন হুরে ঈন

২০৪. মূসা ইবনু আইয়ুব গাফিকী রহ. বলেন, একলোক আমাকে বলেছেন,

حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ غَزْوَ الْبَحْرِ، فَأَوْصِنِي. قَالَ: عَلَيْكَ بِالْبَرِّ، لَا تُؤْذِي، وَلَا تُؤْذَى. قَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ الْبَحْرَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ حَفِظْتَ سِتًّا اسْتَوْجَبْتَ ثَمَانِيًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ...، لَا تَغُلْ، وَلَا تُخْفِ غُلُولًا، وَلَا تُؤْذِ جَارًا، وَلَا ذِمِّيًا، وَلَا تَسُبَّ إِمَامًا، وَلَا تَفِرَنْ، وَخِفْ

"আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রা.-এর একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস তার নিকট এসে বললেন, 'আমি নৌ অভিযানে যেতে চাই। আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তুমি বরং স্থল অভিযানেই অংশ নাও। তুমি কাউকে কষ্ট দিয়ো না। তোমাকেও কেউ কষ্ট দেবে না।' দাস বলল, 'কিন্তু আমি সমুদ্র অভিযানে বের হতে চাই।' আব্দুল্লাহ রা. বললেন, 'তুমি যদি ছয়টি কাজ ঠিকমতো করতে পার তবে এর বিনিময়ে তোমার জন্য আটটি হুরে ঈন ওয়াজিব হবে। (১) গনীমতের মাল আত্মসাৎ কোরো না (২) অন্য কেউ আত্মসাৎ করলে তা গোপন করবে না (৩) কোনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেবে না (৫) কোনো যিম্মিকে (চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে) কষ্ট দেবে না (৬) কোনো ইমামকে গালমন্দ করবে না (৭) (রণক্ষেত্র ছেড়ে) পলায়ন করবে না এবং (৮) (আল্লাহ ও দ্বীনের ব্যাপারে) ভয় করবে।"[২৬৩]

---

২৬২. সনদ দুর্বল। তবে আমর ইবনুল আস রা. এর সাথে মতবিনিময় করে উমর রা. এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত। ইবনু সা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৩/২৮৫।
২৬৩. সনদ দুর্বল। অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

সমুদ্র অভিযানের চেয়ে পছন্দনীয় কাজ

২০৫. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

لَأَنْ أَغْزُوَ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ صَمُوتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ

"নিরীহ ও বাধ্য উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা আমার কাছে সমুদ্র অভিযানে বের হওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।"[২৬৪]

আল্লাহর রাস্তায় সাথিদের খিদমাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

২০৬. উলাই ইবনু রাবাহ রহ. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَرَاهُ يَخْدُمُ أَصْحَابَهُ

"রাসূল ﷺ যখন কোনো ব্যক্তিকে তার সঙ্গী-সাথিদের খিদমাত করতে দেখতেন তখন তার জন্য রহমতের দুআ করতেন।"[২৬৫]

২০৭. যায়িদ ইবনু আসলাম রহ. বলেন,

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فِي السَّفَرِ

সফরের সময় জামাআতের আমীরই তাদের সেবক।[২৬৬]

২০৮. মুজাহিদ রহ. বলেন,

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ لِأَخْدُمَهُ فَكَانَ يَخْدُمُنِي

"আমি ইবনু উমর রা.-এর খিদমাত করার জন্য তার সান্নিধ্যে ছিলাম। অথচ তিনি নিজেই আমার খিদমাত করতেন।[২৬৭]

---

২৬৪. সনদ সহীহ।

২৬৫. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : হান্নাদ ইবনুস সাররি, কিতাবুয যুহদ, ২/৪০৭।

২৬৬. সনদ দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনি আসলাম দুর্বল রাবী। আরও রয়েছে : বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ৮০৫০।

২৬৭. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক, ৩১৮।

নিজের কাজ নিজে করতে শেখা

২০৯. উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

تَعَلَّمُوا الْمِهَنَ، فَإِنِ احْتَاجَ الرَّجُلُ إِلَى مِهْنَتِهِ، انْتَفَعَ بِهَا

"তোমরা পরিশ্রম করতে শেখো। এতে কারও নিজের কাজ নিজে করতে হলে এই শিক্ষা তার কাজে দেবে।"[২৬৮]

২১০. মুআওয়িয়াহ ইবনু আবি সুফইয়ান রা. বলেন,

لِيَرْقَعْ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ، وَلْيُصْلِحْهُ، فَإِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ

"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের (পুরোনো কাপড় ছিঁড়ে গেলে) সেলাই নিজে করে নেয় এবং তা ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। কেননা, যার মাঝে পুরোনোকে ধারণ করার অভ্যাস নেই তার জন্য নতুন কিছু (হাসিলের সম্ভাবনা) নেই।"[২৬৯]

খিদমাতকারীর ওপর মেঘের ছায়া

২১১. হাওত ইবনু রাফি' রহ. বলেন,

أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُتْبَةَ، كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُونَ خَادِمَهُمْ قَالَ: فَخَرَجَ فِي الرَّعْيِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَأَتَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْغَمَامَةِ تُظِلُّهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا عَمْرُو. فَأَخَذَ عَلَيْهِ عَمْرُو أَلَّا يُخْبِرَ بِهِ

"আমর ইবনু উতবাহ রহ. তার শিষ্যদের এই শর্তে তার সাথে থাকার অনুমতি দিতেন যে, তিনি তাদের খিদমাত করবেন। এক গ্রীষ্মের দিনে তিনি পশু চড়াতে বের হন। তখন তার এক শিষ্য এসে দেখেন তিনি ঘুমাচ্ছেন আর একখণ্ড মেঘ তাকে ছায়া দিচ্ছে। এই দেখে তিনি বললেন, 'হে আমর, সুসংবাদ গ্রহণ করুন।' তিনি অবশ্য তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, (তার জীবদ্দশায়) সে বিষয়টি কাউকে জানাবে না।"[২৭০]

---

২৬৮. সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনু আবি মারইয়াম দুর্বল রাবী।

২৬৯. সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

২৭০. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ২০৬১।

আল্লাহর রাস্তায় খিদমাতকারীর সাওয়াব

২১২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন,

مَنْ خَدَمَ أَصْحَابَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فُضِّلَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে তার সাথিদের খিদমাত করে তাকে প্রত্যেক সাথির পক্ষ হতে এক কীরাত (অহুদ পরিমাণ) সাওয়াব দেয়া হয়।"[২৭১]

সাথিদের খিদমাতের শর্তে জামাআতে যোগদান

২১৩. বিলাল ইবনু সা'আদ রহ. জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী হতে বর্ণনা করেন,

رَأَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ بِأَرْضِ الرُّومِ عَلَى بَغْلَةٍ يَرْكَبُهَا عُقْبَةً، وَحَمَلَ الْمُهَاجِرِينَ عُقْبَةً، وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِذَا فَصَلَ غَازِيًا، وَقَفَ يَتَوَسَّمُ الرِّفَاقَ، فَإِذَا رَأَى رُفْقَةً تُوَافِقُهُ قَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصْحَبَكُمْ عَلَى أَنْ تُعْطُونِي مِنْ أَنْفُسِكُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ. فَيَقُولُونَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: أَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا، لَا يُنَازِعُنِي أَحَدٌ مِنْكُمُ الْخِدْمَةَ، وَأَكُونُ مُؤَذِّنًا لَا يُنَازِعُنِي أَحَدٌ مِنْكُمُ الْأَذَانَ، وَأُنْفِقُ فِيكُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِي. فَإِذَا قَالُوا نَعَمْ، انْضَمَّ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ نَازَعَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، رَحَلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ

"তিনি সাহাবী আমীর ইবনু আব্দি কায়স (আবু বারদাহ ইবনু আবি মূসা আশআরী) রা.-কে রোমান ভূমিতে পালাক্রমে গাধার পিঠে আরোহণ করে সফর করতে দেখেছেন। তিনি মুহাজিরগণকে পালাক্রমে তার গাধার পিঠে আরোহণ করাতেন।

বিলাল ইবনু সা'আদ রহ. বলেন, 'আমির ইবনু আব্দি কায়স রা. যুদ্ধে বের হলে ছোট ছোট উপদলগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতেন। কোনো দল তার পছন্দ হলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলতেন, 'তোমরা যদি আমাকে তিনটি সুযোগ দান করো তবে আমি তোমাদের দলে শামিল হতে পারি।' তারা বলত 'শর্তগুলো কী কী?' তিনি বলতেন, '(১) আমি তোমাদের খিদমাত করব। তোমাদের কেউ খিদমাতের ব্যাপারে আমার

২৭১. সনদ মাওকূফ এবং দুর্বল। ইবনু লাহিয়া রয়েছেন।

সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে না (২) আমি তোমাদের মুআযযিনের দায়িত্ব পালন করব। তোমাদের কেউ এই ব্যাপারে আমার সাথে পাল্লা দিতে পারবে না এবং (৩) আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের জন্য খরচ করব।' যদি তারা তাতে সম্মত হতো তবে তিনি তাদের সাথে যোগ দিতেন। আর কোনো শর্তে অসম্মতি জানালে তিনি সেই দল ছেড়ে অন্যদল সন্ধান করতেন।"[২৭২]

সফরসঙ্গীকে শর্ত প্রদান

২১৪. সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ রা. বলেন,

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا سَافَرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ لَا يُسَافِرَ مَعَهُ بِجَلَالِهِ، وَلَا يُنَازِعَهُ فِي الْأَذَانِ، وَلَا الذَّبِيحَةِ

"আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর সাথে কেউ সফরে বের হলে তিনি তাকে এই শর্ত দিতেন যে, (১) সাথে কোনো ধরনের নাপাক ভক্ষণকারী প্রাণী রাখা যাবে না (২) আযানের ব্যাপারে তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামা যাবে না এবং (৩) জবাইর ব্যাপারেও প্রতিযোগিতায় নামা যাবে না।"[২৭৩] অর্থাৎ আযান ও জবাইর খিদমাত তিনি নিজে করবেন।

২১৫. আবু কিলাবাহ রহ. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَافِقُ أَصْحَابَهُ فِي السَّفَرِ رِفْقًا، فَجَعَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْهُمْ يَهْرِفُونَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ، إِنْ نَزَلَ فَصَلَاةٌ، وَإِنِ ارْتَحَلْنَا فَقِرَاءَةٌ وَصِيَامٌ لَا يُفْطِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يَكْفِيهِ كَذَا . قَالُوا: نَحْنُ. قَالَ: كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ

"রাসূল ﷺ সফরে তাঁর সঙ্গীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিতেন। একবার এমন একটি দল এসে তাদের সাথে থাকা একজন সাথির (ব্যক্তিগত আমলের) খুব প্রশংসা করে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তার মতো (আমলদার) লোক আর

২৭২. প্রত্যক্ষদর্শীর নাম উল্লেখ না থাকলেও বাকি বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : ইবনু সা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৭/৭৬।
২৭৩. সনদ সহীহ।

দেখিনি। কোথাও যাত্রাবিরতি দিলেই তার সালাত শুরু হয়ে যায়। যাত্রা শুরু করলে তার কণ্ঠে কিরাআতের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তা ছাড়া সে একাধারে সিয়াম পালন করে।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তার এই এই কাজ কে করে দেয়?' তারা বলল, 'আমরা করে দিই।' তিনি বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই তার চেয়ে উত্তম।'"[২৭৪]

সালমান ফারসী রা.-এর উপদেশ

২১৬. রজা ইবনু হাইওয়াহ রহ. বলেন,

أَنَّ سَلْمَانَ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَوْصِنَا. قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا، أَوْ فِي نَقْلِ الْغَزَاةِ فَلْيَفْعَلْ، وَلَا يَمُوتَنَّ تَاجِرًا، وَلَا جَابِيًا

"একবার সালমান ফারসী রা.-কে তার সঙ্গীগণ বললেন, 'আমাদের কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যদি হাজী, উমরাকারী, মুজাহিদ কিংবা আল্লাহর রাস্তার মুসাফিরদের মালামাল বহনকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সামর্থ্য লাভ করে তবে সে যেন তা-ই করে। কেউ যেন (শুধু) ব্যবসায়ী কিংবা কর আদায়কারী হিসেবে মৃত্যুবরণ না করে।'"[২৭৫]

উত্তম সঙ্গী ও প্রতিবেশী

২১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

"আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম সঙ্গী হলো সেই ব্যক্তি, যে তার (সফর)-সঙ্গীদের নিকট উত্তম। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী হলো সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।"[২৭৬]

---

২৭৪. সনদ হাসান। কিছুটা ভিন্ন শব্দে রয়েছে : ইবনু সা'আদ, তবাকাতুল কুবরা, ৪/৬৮।
২৭৫. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২৯১৯।
২৭৬. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক, ২৮১।

আখিরাতের ভাবনা

২১৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বলেন,

لَخَيْرٌ أَعْمَلُهُ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِثْلَيْهِ فِيمَا مَضَى، لِأَنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِمَّتُنَا الْآخِرَةُ، وَلَا تَهُمُّنَا الدُّنْيَا، وَإِنَّا الْيَوْمَ قَدْ مَالَتْ بِنَا الدُّنْيَا

"আজকের দিনে একটি নেক আমল করা আমার নিকট বিগত সময়ের দ্বিগুণ আমলের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। রাসূল ﷺ-এর সময়ে আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আখিরাত। দুনিয়া আমাদের ভাবনাতে ছিল না। অথচ এখন আমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে গিয়েছি।"[২৭৭]

ফিতনা-ফাসাদের সময় যারা সৎকর্মপরায়ণ হয়

২১৯. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. বলেন,

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ هُمْ صَالِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ

"সে সকল পরিচয়হীন মানুষ (গুরাবা) বড়ই সৌভাগ্যবান, যারা ফিতনা-ফাসাদের সময়ে সৎকর্মশীল থাকে।"[২৭৮]

এক মুসলমান ভাইয়ের জন্য অপর মুসলমানের দুআ কখন কবুল হয়?

২২০. আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেন,

إِنَّ دَعْوَةَ الْأَخِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَجَابَةٌ

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসে (অপর ভাইয়ের জন্য) তার দুআ কবুল হয়ে থাকে।"[২৭৯]

---

২৭৭. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/২৩ [৪৩]।
২৭৮. সনদ হাসান। মারফূ সূত্রে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৬/১৬৪ [৫৮৬৭]।
২৭৯. সনদ হাসান।

পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়

২২১. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর বিশিষ্ট খাদিম আসলাম রা. বলেন,

بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنّ أَبَا عُبَيْدَةَ حُصِرَ بِالشَّامِ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: سَلَامٌ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَا نَزَلَ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مَنْزِلَةِ شِدَّةٌ إِلَّا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَهَا فَرَجًا، وَلَأَنْ: لَا يَغْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ٢٠٠] قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَلَامٌ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ...} [الحديد: ٢٠] إِلَى {مَتَاعُ الْغُرُورِ} [الحديد: ٢٠] قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِهِ مِنْ مَكَانِهِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَرَأَهُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، إِنَّمَا يُعَرِّضُ بِكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ، أَوْ أَنِ ارْغَبُوا فِي الْجِهَادِ

"একবার উমর রা.-এর নিকট সংবাদ এল আবু উবাইদাহ রা. শামে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর শত্রুপক্ষ তাকে ঘিরে রেখেছে। তখন উমর রা. তাকে একটি পত্র লিখলেন। তাতে লেখা ছিল,

সালাম। পর সমাচার, মুমিন বান্দার ওপর যখন কঠিন অবস্থা নেমে আসে তার পরই আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশস্ততা দান করেন। নিঃসন্দেহে দুটি সহজলভ্য সুখের (দুনিয়াতে প্রশস্ততা ও আখিরাতে জান্নাত লাভের) বিপরীতে একটি কষ্ট ভারী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং (শত্রুর) মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।'[২৮০]

---

২৮০. সূরা আ-লু ইমরান, ৩:২০০

উত্তরে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা. লেখেন,

সালাম। পরসমাচার, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদের চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।"[২৮১]

পত্র পেয়ে উমর রা. তা নিয়ে বের হলেন এবং মিম্বারে বসে মদীনাবাসীকে তা পড়ে শোনালেন এবং বললেন, 'হে মদীনাবাসী, তোমরা যেন জিহাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠো, তাই আবু উবাইদা তোমাদের একটু খোঁচা দিয়েছেন।"[২৮২]

মূতার যুদ্ধে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা.-এর কৃতিত্ব

২২২. খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রা. তার বাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের হীরা শহর সম্পর্কে অবগত করে বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ مُؤْتَةَ انْدَقَّ بِيَدِي تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ

"মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। (শেষ পর্যন্ত) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারিই টিকে ছিল।"[২৮৩]

---

২৮১. সূরা হাদীদ, ৫৭:২০

২৮২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৪৮৬।

২৮৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪২৬৬।

লক্ষ্যভেদ করা প্রতিটি তিরের বিনিময়ে একটি মর্যাদা

২২৩. আবু নাজীহ সুলামী রা. বলেন,

حَاصَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فَبَلَغَهُ، فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغْتُ، فَلِي دَرَجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَمَى، فَبَلَغَ. قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তায়েফ দুর্গ অবরোধে অংশগ্রহণ করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তির নিক্ষেপ করে লক্ষ্যে বিদ্ধ করেছে, তার জন্য জান্নাতে একটি মর্যাদা রয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যদি একটি তির নিক্ষেপ করে লক্ষ্যে বিদ্ধ করতে পারি তবে কি আমার জন্য একটি মর্যাদা রয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' লোকটি বলল, 'আজ আমি ষোলোটি তির সঠিক নিশানায় নিক্ষেপ করেছি।'"[২৮৪]

বৃদ্ধ মুজাহিদের ফযীলত

২২৪. আবু নাজীহ সুলামী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ করতে করতে) বৃদ্ধ হবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য একটি নূর হবে।"[২৮৫]

মুসলিম দাস-দাসী মুক্তির ফযীলত

২২৫. আবু নাজীহ সুলামী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ

---

২৮৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসনাদু আহমাদ, ১৯৪২৯।

২৮৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু নাসাঈ, ৩১৪২। সনদ সহীহ।

مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ

"যেকোনো মুসলিম পুরুষ তার মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ কৃতদাসের প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যেকোনো মুসলিম নারী তার মুসলিম কৃতদাসীকে মুক্ত করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দাসীর প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন মুক্তিদাত্রীর প্রতিটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"[২৮৬]

উমর রা.-এর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়

২২৬. উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,

لَوْلَا ثَلَاثٌ: لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ يُغَبِّرَ جَبِينِي فِي السُّجُودِ، أَوْ أُقَاعِدَ قَوْمًا يَنْتَقُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ، كَمَا يُنْتَقَى طَيِّبُ الثَّمَرِ؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بِاللهِ عَزَّ وَجَل

"যদি তিনটি বিষয় না থাকত তবে আমি (মৃত্যুবরণ করে) আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হওয়াকেই বেশি পছন্দ করতাম। (১) যদি আল্লাহর রাস্তায় সফর না থাকত (২) সিজদায় কপাল ধুলায় ধূসরিত করার সুযোগ না থাকত, আর (৩) যদি এমন লোকজনের সাথে বসার সুযোগ না থাকত, যারা এমনভাবে বেছে বেছে উত্তম কথা বলেন যেভাবে উত্তম ফল বাছাই করা হয়।"[২৮৭]

তিনটি প্রিয় আমল

২২৭. হাসান বসরী রহ. বলেন,

أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، فَبَكَى، فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيمٌ، إِنَّهُ غَفُورٌ، وَإِنَّهُ.. . فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي شَيْئًا أَبْكِي

২৮৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ৩৯৬৫। সনদ সহীহ।
২৮৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, ৬০৭।

عَلَيْهِ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ: ظَمَأُ هَاجِرَةٍ فِي يَوْمٍ بَعِيدٍ مَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، أَوْ لَيْلَةٌ يَبِيتُ الرَّجُلُ يَرُوحُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، أَوْ غَدْوَةٌ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"পূর্ববতী যুগের এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে অচেতন হয়ে পড়ে। যখন জ্ঞান ফিরল সে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল। তখন লোকজন বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা অতি দয়ালু। তিনি ক্ষমাশীল ইত্যাদি...।' তখন লোকটি বলল, আমি যা কিছু রেখে যাচ্ছি তার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি তিনটি আমলের জন্য (১) দূরবর্তী দু-প্রান্তবিশিষ্ট (দীর্ঘ) দিনের পিপাসার (সিয়ামের সাওয়াবের) জন্য (২) সেই রাতের জন্য, যে রাতে একজন ব্যক্তি তার পার্শ্বদেশ আর দু-পায়ের মাঝে আসা-যাওয়া করে (ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করে), আর (৩) আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কাটানো সকাল কিংবা সন্ধ্যার জন্য।"[২৮৮]

আল্লাহর রাস্তায় এক বেলার ফযীলত

২২৮. আবু আইয়ূব আনসারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

"আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল বের হওয়া সেসব কিছু থেকে উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায়।"[২৮৯]

আল্লাহর রাস্তার একটি সফর পঞ্চাশ হজের চেয়ে উত্তম

২২৯. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

لَسَفْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً

"আল্লাহর রাস্তার একটি সফর পঞ্চাশ হজের চেয়ে উত্তম।"[২৯০]

---

২৮৮. সনদ মাওকুফ সহীহ। আরও রয়েছে : ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল মুহতাযিরুন, ৩৩২।

২৮৯. সনদ মুরসাল সহীহ। মারফূ সনদে রয়েছে : সহীহ মুসলিম, ১৮৮৩।

২৯০. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৯৫৪৬।

আল্লাহর রাস্তায় সামান্য চাবুক দানের ফযীলত

২৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন,

لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِثْرِ حَجَّةٍ

"আল্লাহর রাস্তায় একটি চাবুক দান করাও আমার নিকট পরপর (দুটি) হজ করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।"[২৯১]

পার্থিব উদ্দেশ্যে জিহাদ করলে কোনো সাওয়াব নেই

২৩১. আবু হুরাইরা রা. বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَجْرَ لَهُ. فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَقَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ. فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضَ الدُّنْيَا. قَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ

"এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে এর দ্বারা পার্থিব সম্পদও অর্জন করতে চায়, (এ ব্যক্তির কী হবে)? রাসূল ﷺ বললেন, সে কোনো নেকী পাবে না। লোকজনের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হলো। তারা ওই ব্যক্তিকে বলল, তুমি পুনরায় রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে দেখো। মনে হয় তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারোনি। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে এর দ্বারা পার্থিব সম্পদও অর্জন করতে চায়। তিনি বললেন, সে কোনো নেকী পাবে না। লোকজনের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হলো। তারা ওই ব্যক্তিকে বলল, তুমি পুনরায় রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে দেখো। মনে হয় তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারোনি। তৃতীয়বারও সে

---

২৯১. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ১৯৩৮৮

এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে এর দ্বারা পার্থিব সম্পদও অর্জন করতে চায়। তিনি বললেন, সে কোনো নেকী পাবে না।"[২৯২]

মাগফিরাত ও জান্নাতের আশায় আল্লাহর রাস্তায় সফর করা

২৩২. মাকহূল শামী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ. قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? লোকজন বলল, 'অবশ্যই চাই।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করো।"[২৯৩]

জিহাদ ও কুরবানী

২৩৩. মাকহূল শামী রহ. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

اغْزُوا، فَضَحُّوا

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও তারপর (পশু) কুরবানী করো।"[২৯৪]

হজ ও জিহাদ–কখন কোনটি উত্তম?

২৩৪. আব্দুর রহমান ইবনু গানাম আশআরী রহ. বলেন,

حَجَّةٌ قَبْلَ غَزْوَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ بَعْدَ حَجَّةٍ خَيْرٌ مِنْ ثَمَانِينَ حَجَّةً

"জিহাদের পূর্বে একটি (ফরজ) হজ দশটি যুদ্ধে অংশ নেয়ার চেয়ে উত্তম। আর (ফরজ) হজ আদায় করার পর একটি জিহাদ আশিটি হজ হতে উত্তম।"[২৯৫]

---

২৯২. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : সুনানু আবি দাউদ, ২৫১৬। সনদ হাসান।

২৯৩. সনদ মুরসাল হাসান। মারফু সনদে রয়েছে : সুনানু তিরমিযী, ১৬৫০। সনদ হাসান।

২৯৪. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

২৯৫. সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আরও রয়েছে : আল মারাসিলু লি আবি দাউদ, ৩০৩।

জান্নাত তরবারির ছায়ায়

২৩৫. একবার শত্রুসেনার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স রা. বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَضَى بِسَيْفِهِ قُدُمًا يَضْرِبُ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

"রাসূল ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ায় ঘেরা।' এটা শুনে জীর্ণশীর্ণ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু মূসা, আপনি কি স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি উঠে স্বীয় সঙ্গীদের নিকট গিয়ে তাদের সালাম করলেন এবং নিজের তরবারির খাপ খুলে ভেঙে ফেলে দিয়ে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং অবশেষে বহু শত্রু হত্যা করে নিজে শাহাদাত লাভ করলেন।"[২৯৬]

২৩৬. আবু ইমরান জাওনী রহ. বলেন,

بَيْنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَصَافُّ الْعَدُوِّ بِأَصْبَهَانَ، إِذْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ شَابٌّ قَدْ...، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ يَا أَبَا مُوسَى؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَالْتَفَتَ الشَّابُّ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَخَلَ تَحْتَهَا، أَيْ تَحْتَ السُّيُوفِ

"আবু মূসা আশআরী রা. ইসপাহানে শত্রুসেনার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ায় ঘেরা।' এ কথা শুনে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবু মূসা, কথাটা কিভাবে বলেছেন (আবার বলুন)?' তিনি তখন হাদীসটি আবার বললেন। যুবকটি তখন নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তাদের সালাম দিলেন অতঃপর তরবারির (আক্রমণের) ভেতর ঢুকে গেলেন।"[২৯৭]

---

২৯৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ মুসলিম, ১৯০২।

২৯৭. সনদ হাসান।

আল্লাহর রাস্তা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের নিন্দা

২৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আওন রহ. বলেন,

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦] قَالَ: ذَلِكَ يَوْمُ بَدْرٍ

"আমি নাফি' রহ. এর নিকট নিম্নোক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপট জানতে চেয়ে পত্র লিখি। আয়াতটি হলো,

﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

'আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।'[২৯৮]

উত্তরে নাফি' রহ. বলেন, 'সে দিনটি হলো বদর যুদ্ধের দিন।'"[২৯৯]

বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তা হতে ফিরে আসার অনুমতি

২৩৮. হাসান বসরী রহ. বর্ণিত,

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦] قَالَ: ذَلِكَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَيَنْحَازُ إِلَى فِئَةٍ، أَوْ مِصْرٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

---

২৯৮. সূরা আনফাল, ৮:১৬

২৯৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ১১/৭৮।

'আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।'[৩০০]

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এই আয়াতটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে (মুজাহিদগণের) কোনো দলে যোগদানের জন্য কিংবা আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে (রণক্ষেত্র হতে) কোনো শহরে ফিরে আসা যেতে পারে।'[৩০১]

২৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রহ. বলেন,

لَمَا بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَبَرُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً، لَوِ انْحَازَ إِلَيَّ

"উমর রা. এর নিকট আবু উবাইদা রা. এর (ইনতিকালের) খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, 'তিনি যদি আমার নিকট ফিরে আসতেন তবে আমি তার জন্য আশ্রয়স্থল হতাম।'"[৩০২]

২৪০. আবু উসমান রহ. বলেন,

لَمَا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: جَاءَ الْخَبَرُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَا فِئَتُكُمْ

"আবু উবাইদা রা. ইনতিকাল করলে উমর রা.-এর নিকট এর সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরে আসার আশ্রয়স্থল।'"[৩০৩]

২৪১. ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন,

أَنَّ أُنَاسًا صَبَرُوا حَتَّى قُتِلُوا. فَقَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَوْ فَاءُوا إِلَيَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِئَةً

---

৩০০. সূরা আনফাল, ৮:১৬

৩০১. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসিরুত তাবারী, ১১/৭৯।

৩০২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৬৮৭।

৩০৩. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৭৩৯।

"(উমর রা.-এর আমলে আজারবাইজানে) কিছু মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় দৃঢ়পদ থেকে শহীদ হন। এ খবর শুনে উমর রা. বলেন, 'তাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক তারা যদি (আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে) আমার নিকট ফিরে আসতেন তবে আমি তাদের জন্য আশ্রয়স্থল হতাম।"[৩০৪]

শত্রুর মোকাবিলায় প্রয়োজনে পিছু হঠার অনুমতি

২৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ [الأنفال: ٦٥] إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ قَالَ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لَمْ يَفِرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَقَدْ فَرَّ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴿٦٦﴾

'হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে তারা দু শর মোকাবিলায় জয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক শ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের ওপর, কারণ ওরা জ্ঞানহীন। এখন আল্লাহ তোমাদের ওপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত এক শ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু শর ওপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দুই হাজারের ওপর আর দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।'[৩০৫]

---

৩০৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৬৮৯।

৩০৫. সূরা আনফাল, ৮:৬৫, ৬৬

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'যদি কোনো মুজাহিদ তিন জন (তিনগুণ) শত্রুর মোকাবিলায় পালিয়ে আসে তবে তা পৃষ্ঠপ্রদর্শন বলে গণ্য হবে না। আর যদি কোনো মুজাহিদ দুজন (দ্বিগুণ) শত্রুর মোকাবিলায় পালিয়ে আসে তবে তা পৃষ্ঠপ্রদর্শন বলে গণ্য হবে।[৩০৬]

২৪৩. কায়স ইবনু সা'আদ রহ. বলেন,

سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: ١٦] قَالَ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْأَنْفَالِ: {الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} قَالَ: فَلَيْسَ لِقَوْمٍ أَنْ يَفِرُّوا بِمِثْلَيْهِمْ، نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ هَذِهِ الْعِدَّةَ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

'আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।'[৩০৭]

আমি আতা ইবনু আবি রাবাহ রহ.-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এই আয়াতটি সূরা আনফালের আরেকটি আয়াতের মধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে। আয়াতটি হলো,

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ۗ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

---

৩০৬. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, ১৮০৮১।
৩০৭. সূরা আনফাল, ৮:১৬

'এখন আল্লাহ তোমাদের ওপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত এক শ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু শর ওপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু-হাজারের ওপর আর দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।'[৩০৮]

এখন আর কোনো দলের জন্য তাদের দ্বিগুণ-সংখ্যক শত্রুর মোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। পরের আয়াতটি আগের আয়াতে বর্ণিত সংখ্যাকে রহিত করে দিয়েছে।[৩০৯]

২৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

نَزَلَتْ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ التَّخْفِيفُ، فَقَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ

প্রথমে এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾

'হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বি শ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে তারা দু শর মোকাবিলায় জয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক শ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের ওপর, কারণ ওরা জ্ঞানহীন।'[৩১০]

---

৩০৮. সূরা আনফাল, ৮: ৬৬

৩০৯. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ১১/৮০।

৩১০. সূরা আনফাল, ৮:৬৫

তখন দশ জনের বিপরীতে এক জনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা হলো, তখন এটা মুসলিমদের ওপর দুঃসাধ্য মনে হলো তারপর তা লাঘবের বিধান এল। নাযিল হলো,

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

'এখন আল্লাহ তোমাদের ওপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত এক শ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দু শর ওপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দুই হাজারের ওপর আর দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।'[৩১১]

ইবনু 'আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তাদের সংখ্যার দিক থেকে যখন হালকা করে দিলেন, সেই সংখ্যা হ্রাসের সমপরিমাণ তাদের ধৈর্যও হ্রাস পেল।[৩১২]

২৪৫. হাসান বসরী রহ. বলেন,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي شُرْبٍ أَصَابَ حَدًّا، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ الْحَدُّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ الْجُنُودَ، فَهُزِمَتْ جُنُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَبْعَثُ الْجُنُودَ إِلَى رَجُلٍ امْتَنَعَ مِنْ حَدٍّ لِأُقِيمَهُ عَلَيْهِ، فَتُهْزَمُ جُنُودِي. فَقَالَ: إِنَّكَ أَخَّرْتَ، وَلَكِنِ ابْعَثِ الْآنَ، فَسَتُنْصَرَ أَوْ نَحْوَ هَذَا

"(পূর্ববর্তী কোনো নবীর আমলে) এক ব্যক্তি মদ্যপান করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার শাস্তি কার্যকর করা হয়নি। কিছুদিন পর শাস্তির বিধান কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সে বিচারকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তখন সেই যুগের নবী তার বিরুদ্ধে একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়। তখন নবী আ. বলেন, 'হে আমার রব, এক ব্যক্তি বিচারকার্যে বাধা দিয়েছে আর আমি তা বাস্তবায়নের জন্য সৈন্য পাঠালাম অথচ আমার বাহিনী কিনা হেরে গেল?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আপনি এতে দেরি করেছেন (তাই এমনটা হয়েছে)। এখন আবার বাহিনী পাঠান। সাহায্য লাভ করবে।' অথবা এমন কিছুই বলেছেন।"[৩১৩]

---

৩১১. সূরা আনফাল, ৮: ৬৬

৩১২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪৬৫৩।

৩১৩. সনদ দুর্বল। একাধিক মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সালাতুল খাওফ

যুদ্ধকালীন ভীতির সময়ে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

২৪৬. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

صَلَاةُ الْخَوْفِ. قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ قَدْ سَجَدُوا سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَيَكُونُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَتُصَلِّي الطَّائِفَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ سَجْدَةً. كَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا

“যুদ্ধকালীন ভীতির সময়ে জামাআতে সালাত আদায়ের নিয়ম হলো, একদলকে নিয়ে ইমাম সালাতে দণ্ডায়মান হবেন। আরেকদল তাদের আর শত্রুদের মাঝে অবস্থান নেবে। ইমাম তার (প্রথম রাকাআতের) মুসল্লীদের নিয়ে এক রাকাআত আদায় করবেন। অতঃপর যারা এক রাকাআত পড়েছে তারা গিয়ে মুসলিম বাহিনী আর শত্রুর মাঝে অবস্থান নেবে (কিন্তু সালাম ফেরাবে না)। তখন ইতিপূর্বে যারা (পাহারার কারণে) সালাতে শামিল হতে পারেনি তারা এসে ইমামের সাথে এক রাকাআত সালাত আদায় করবে। ইমাম সালাম ফিরিয়ে নেবে। আর উভয় দল একে একে নিজেদের বাকি রাকাআত আদায় করে নেবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলতেন, ‘রাসূল ﷺ কোনো এক যুদ্ধে এমন পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছেন।’[৩১৪]

৩১৪. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪৫৩৫।

২৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالْأُخْرَى مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَانْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى الَّتِي كَانَتْ مُقْبِلَةً عَلَى الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ একদলকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। অন্যদল শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নেয়। তারপর রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাতরত দলটি এক রাকআত আদায় করে তারা শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথিদের স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর শত্রুর মোকাবিলায় থাকা প্রথম দলটি আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকি আরেক রাকআত আদায় করলেন এবং সালাম ফেরালেন। এরপর উভয় দলই দাঁড়িয়ে নিজেদের বাকি রাকআত আদায় করে নিলেন।”[৩১৫]

২৪৮. সালাতুল খাওফ (যুদ্ধকালীন ভীতির সালাত) সম্পর্কে নাফি' রহ. বলেন,

لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ، حَدَّثَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আমি মনে করি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. এই পদ্ধতি রাসূল ﷺ হতেই বর্ণনা করেছেন।”[৩১৬]

সালাতুল খাওফ শিক্ষাদান

২৪৯. আবুল আলিয়াহ রহ. বলেন,

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِأَصْبَهَانَ صَفَّ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ، وَمَا بِهِمْ يَوْمَئِذٍ كَبِيرُ خَوْفٍ، وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَطَائِفَةٌ مَعَهَا السِّلَاحُ، مُقْبِلَةٌ عَلَى عَدُوِّهِمْ، فَتَأَخَّرُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَتَّى قَامُوا

---

৩১৫. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ মুসলিম, ৮৩৯।
৩১৬. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : সহীহ বুখারী, ৪৫৩৫।

مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَأَقْبَلَ الْآخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَ حَتَّى صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَصَلُّوا رَكْعَةً رَكْعَةً فُرَادَى، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ فُرَادَى، فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فِي الْجَمَاعَةِ وَلِلنَّاسِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ

"আবু মূসা আশআরী রা. ইসপাহানে অবস্থানকালে একদিন তার বাহিনীর লোকজনকে দুই সারিতে বিভক্ত করলেন। তখন অবশ্য তাদের তেমন ভয়ভীতি ছিল না। কিন্তু তিনি তার সাথিদের দ্বীনের বিধিবিধান (সালাতুল খাওফ) শেখাতে চাইলেন। তিনি একদলকে সাথে নিয়ে এক রাকআত আদায় করলেন অপর দল তখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ করে। এক রাকআত পড়ে প্রথম দলটি (কিবলার দিকে ফিরেই) পেছনে হেঁটে এসে নিজেদের সঙ্গীদের স্থানে অবস্থান নেয়। তখন দ্বিতীয় দলটি তাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবু মূসা আশআরী রা.-এর সাথে সালাতের অপর রাকআত আদায় করে। দু-রাকআত শেষে তিনি সালাম ফেরান। তখন প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে একাকী নিজের বাকি এক রাকআত আদায় করে নেন।

হাদীসে একাকী শব্দ নেই। তাই এখানে মূলত ইমামের দুই রাকআত পূর্ণ হয় আর মুসল্লীদের প্রত্যেকেই জামাআতের সাথে এক রাকআত আদায় করে (আরেক রাকআত নিজে নিজে পড়ে নেয়)।"[৩১৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণিত পদ্ধতি

২৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ خَلْفَهُ صَفًّا، وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَهُمْ فِي صَلَاةٍ كُلُّهُمْ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى الَّذِينَ خَلْفَهُ مَكَانَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَقَضَوُا الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ . قَالَ سُفْيَانُ: وَنَأْخُذُ بِقَوْلِ حَمَّادٍ، يَقْضِي الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ

৩১৭. সনদ মাওকূফ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৮২৭৪।

"রাসূল ﷺ (রণক্ষেত্রে ভীতিকালে) সালাত আদায় করেছেন তখন তার পেছনে এক সারি ছিল আর অন্য সারিটি শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তিনি তাকবীর পাঠ করলে তারাও তাকবীর পাঠ করেন। এভাবে তিনি তাদের নিয়ে এক রাকআত সালাত আদায় করেন। তখন প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় আর তারা এগিয়ে এসে রাসূল ﷺ-এর সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করে। সালাত শেষে রাসূল ﷺ সালাম ফিরিয়ে নিলে তার পেছনে থাকা দলটি নিজেদের সালাতের স্থানে দাঁড়িয়েই বাকি এক রাকআত আদায় করে নেন। এর পর তারা আগের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেন। তখন সেখানে থাকা (প্রথম রাকআত জামাআতে পড়া) দলটি সেখানে দাঁড়িয়েই তাদের বাকি এক রাকআত আদায় করে নেন।

সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ রহ. বলেন, 'আমরা হাম্মাদ ইবনু সালামাহ রহ. বর্ণিত পদ্ধতিতেই সালাতুল খাওফ আদায় করে থাকি। এই সালাতে আগে প্রথম দল এবং পরে দ্বিতীয় দল পদ্ধতি বজায় থাকবে।"[৩১৮]

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বর্ণিত পদ্ধতি

২৫১. ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন,

يَصُفُّ صَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَلَيْسُوا فِي صَلَاةٍ، وَيَصُفُّ صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً

"সালাতুল খাওফ আদায়কালে একটি দল শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নেবে। তারা সালাতে শামিল হবে না। অপর দলটি ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকআত আদায় করবেন। তখন প্রথম রাকাআত আদায়কারী দলটি শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দলটির জায়গায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে ইমামের সাথে এক রাকআত আদায় করবে এবং পাহারায় থাকা দলটির জায়গায় চলে যাবে। তখন প্রথম দলটি নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ এক রাকআত আদায় করে নেবে।"[৩১৯]

---

৩১৮. সনদ হাসান।

৩১৯. সনদ মাওকুফ সহীহ। সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৪২৪৬।

বিশেষ ক্ষেত্রে পদাতিক, সাওয়ারি অবস্থায় এবং ইশারায় সালাতের অনুমতি

২৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন,

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: تُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهْتَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَحَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ تُومِيءُ إِيمَاءَ الْمَكْتُوبَةِ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

'অতঃপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই (সালাত) আদায় করে নাও অথবা সাওয়ারির ওপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'[৩২০]

এর ব্যাখ্যায় আব্দুল মালিক ইবনু আবি সুলাইমান রহ. বলেন, 'আয়াতে বর্ণিত অবস্থায় শুধু ফরয সালাত আদায় করবে। পদাতিক হোক বা সাওয়ারিতে থাকুক। সাওয়ারি যেদিকে ফিরেই চলুক।'[৩২১]

২৫৩. রজা ইবনু হাইওয়াহ রহ. বলেন,

كَانُوا فِي جَيْشٍ، وَأَمِيرُهُمُ السِّمْطُ بْنُ ثَابِتٍ أَوْ ثَابِتُ بْنُ السِّمْطِ، فَكَانَ خَوْفٌ، فَصَلُّوا رُكْبَانًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى الْأَشْتَرَ قَدْ نَزَلَ يُصَلِّي، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَهُ؟ قِيلَ: نَزَلَ يُصَلِّي. فَقَالَ: مَا لَهُ خَالَفَ، خُولِفَ بِهِ

"একবার তারা এক বাহিনীতে ছিলেন। তাদের আমীর ছিলেন সিমত ইবনু ছাবিত

---

৩২০. সূরা বাকারা, ২:২৩৯

৩২১. সনদ মাওকুফ সহীহ। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৪/৩৯১।

অথবা সাবিত ইবনু সিমত রহ.। সেই অভিযানে ভীতিকর পরিস্থিতি থাকায় তারা সাওয়ারিতে বসেই সালাত আদায় করেন। সালাতের পর আমীর লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখেন আশতার নামক এক ব্যক্তি সাওয়ারি হতে নেমে সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বললেন, 'সে কী কারণে নামল?' বলা হলো, 'সালাত আদায় করতে নেমেছে।' তিনি বললেন, 'সে (জামাআতের) বিপরীত কাজ করেছে, তার সাথেও বিপরীত কাজ করা হবে।'"[৩২২]

২৫৪. যমরাহ ইবনু হাবীব এবং তার ভাই মুহাসির রহ. বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرٍ، وَنَزَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَصَلَّى بِالْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أَرَغِبْتَ عَنْ صَلَاتِي . قَالَ: لَسْتُ مِثْلَكَ، أَنْتَ تَسْعَى فِي عَنَقٍ، وَنَحْنُ نَسْعَى فِي رِفْقٍ. فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ

"রাসূল ﷺ একবার এক অভিযানে বের হলেন। যখন সালাতের সময় হলো তখন তিনি সাওয়ারির পিঠেই ছিলেন। তিনি সাওয়ারিতে বসেই সালাত আদায় করে নেন। কিন্তু তার সাথে থাকা আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. সাওয়ারি হতে নেমে জমিনে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বলেন, 'হে ইবনু রাওয়াহা, তুমি কি আমার (অনুগামী হয়ে) সালাত আদায় করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে নাকি?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বিষয়টি আপনার মতো নয়। আপনি খুব দ্রুত চলছিলেন। আমরা অবশ্য ধীরে চলছিলাম। এরপর রাসূল ﷺ তাকে এ জন্য আর কিছু বললেন না।"[৩২৩]

২৫৫. বর্ণনাকারী আরও বলেন,

وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَلَّى أَصْحَابُهُ عَلَى ظَهْرٍ، فَاقْتَحَمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: خَالَفَ خَالَفَ اللهُ بِهِ . فَمَا مَاتَ الرَّجُلُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

---

৩২২. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৮২৭০।

৩২৩. সনদ মুরসাল এবং দুর্বল। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ২৮/৮৬।

"রাসূল ﷺ একবার এক অভিযানে বের হলেন। তার সঙ্গীগণ সাওয়ারির পিঠেই সালাত আদায় করেন। এক ব্যক্তি নিজেকে অযথা কষ্ট দিয়ে জমিনে সালাত আদায় করে। এই দেখে রাসূল ﷺ বলেন, 'সে বিপরীত কাজ করেছে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে বিপরীত কাজ করবেন।' অবশেষে লোকটি ইসলাম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে।"[৩২৪]

যুদ্ধরত অবস্থায় ইশারায় এক রাকআত সালাত

২৫৬. শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় সালাত আদায় সম্পর্কে হাসান বসরী রহ. বলেন,

رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً

"ইশারায় এক রাকআত ও দুই সিজদা আদায় করবে।"[৩২৫]

যুদ্ধ চলাকালীন যেকোনো দিকে ফিরে সালাত আদায় করা যাবে

২৫৭. ফায্‌ল ইবনু দালহাম রহ. বলেন,

عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِجَالًا} [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَأَنْتَ تَمْشِي، أَوْ تَرْكُضُ فَرَسَكَ، أَوْ تُوضَعُ بَعِيرَكَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، أَوْ كُنْتَ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

'অতঃপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই (সালাত) আদায় করে নাও অথবা সাওয়ারির ওপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'[৩২৬]

---

৩২৪. সনদ মুরসাল এবং দুর্বল। আরও রয়েছে : ইবনুল আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ২৮/৮৬।
৩২৫. সনদ সহীহ। আতিয়্যাহ আওফী রহ. হতে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে : তাফসীরু ইবনি আবি হাতিম, ২/৪৫০ [২০৮৩]।
৩২৬. সূরা বাকারা, ২:২৩৯

এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরী রহ. বলেন, 'তরবারি চালনার সময় সালাত আদায় করলে এক রাকআত করবে। রুকু এবং সিজদা এমনভাবে হবে যেন আপনি চলছেন আর ঘোড়াকে কিংবা উটকে পদাঘাত করছেন। সাওয়ারি কিংবা আপনার চেহারা যে-মুখী হোক না কেন।'[৩২৭]

২৫৮. ইমাম শু'বাহ রহ. বলেন,

عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ سُئِلُوا عَنْ صَلَاةٍ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ قَالُوا: رَكْعَةٌ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ

"ইমাম হাকাম, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ এবং কাতাদা রহ.-কে লড়াই চলাকালীন সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন, 'তোমার চেহারা যেদিকে আছে সেদিকে ফিরেই এক রাকআত সালাত আদায় করবে।"[৩২৮]

২৫৯. ইবনু আবি নাজীহ রহ. বলেন,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ تَجْزِي تَكْبِيرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَالَ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: تَكْبِيرَتَيْنِ

"মুজাহিদ রহ. বলেন, 'লড়াই চলাকালীন (সালাতের জন্য) এক তাকবীরই যথেষ্ট। সুফিয়ান রহ. বলেন, ইশারায় দুই রাকআত করে আদায় করবে। অথবা তিনি যুওয়াইবির রহ. এর সূত্রে ইমাম যাহহাক হতে বর্ণনা করেন, দুই তাকবীরে সালাত আদায় করবে।"[৩২৯]

লড়াইকালীন কসর এক রাকআত

২৬০. ইয়াযিদ ইবনু সুহাইব ফাকির রহ. বলেন,

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَقْصَرُهُمَا؟ قَالَ: إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَإِنَّ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ

---

৩২৭. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৪/৩৮৮।

৩২৮. সনদ হাসান।

৩২৯. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৪/৩৮৬,৮৭।

"জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রা.-কে সফরের দুই রাকআত কসর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সফর এবং লড়াই উভয়ক্ষেত্রে কি কসর এই দুই রাকআত? তখন তাকে বলতে শুনি যে, লড়াই চলাকালে কসর হলো এক রাকআত। দুই রাকআত নয়।"[৩৩০]

২৬১. হাম্মাদ ইবনু সালামাহ রহ. বলেন,

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ أَوْ يُطْلَبُ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ، قَالَ: يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَلَا يَدَعُ الْوُضُوءَ وَلَا الْقِرَاءَةَ

"আমি ইবরাহীম নাখাঈ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক ব্যক্তি শত্রুর সন্ধানে বেরিয়েছে কিংবা শত্রু তার সন্ধানে বেরিয়েছে এমতাবস্থায় সালাতের সময় হলে সে কী করবে?' তিনি বললেন, 'সে যেদিকে ফিরে আছে সেদিকে মুখ করেই ইশারায় সালাত আদায় করবে। রুকুর তুলনায় সিজদায় একটু বেশি ঝুঁকবে। তবে অযু এবং কিরাআত (সালাতে কুরআন পাঠ) ত্যাগ করবে না।"[৩৩১]

২৬২. মা'মার রহ. বলেন,

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: إِذَا طَلَبَ الْأَعْدَاءُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ كَانُوا، رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً قَالَ قَتَادَةُ وَتُجْزِئُ رَكْعَةٌ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

"অতঃপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই (সালাত) আদায় করে নাও অথবা সাওয়ারির ওপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।"[৩৩২]

---

৩৩০. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসী, ১৮৯৮।

৩৩১. সনদ হাসান।

৩৩২. সূরা বাকারা, ২:২৩৯

এর ব্যাখ্যায় ইমাম যুহরী রহ. বলেন, যখন শত্রু ধাওয়া করে তখন যেদিকে চেহারা আছে সেদিকে ফিরেই সালাত আদায় করা জায়িয। পদাতিক কিংবা সাওয়ারি যে অবস্থাতেই থাকুক, ইশারায় দুই রাকআত সালাত আদায় করে নেবে। কাতাদাহ রহ. বলেন, 'এক রাকআতই যথেষ্ট হবে।'[৩৩৩]

২৬৩. মাকহূল শামী রহ. বলেন,

أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، أَغَارَ عَلَى شِمَاسَةَ، وَذَلِكَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى ظَهْرِ دَوَابِّكُمْ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي بِالْأَرْضِ قَالَ: مَا هَذَا؟ يُخَالِفُ خَالَفَ اللهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ الْأَشْتَرُ

"শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ রা. খুব ভোরে শাম্মাসার ওপর আক্রমণ চালাতে বের হন। তখন তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাওয়ারির ওপর বসেই সালাত আদায় করে নাও।' অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন সে জমিনে নেমে সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, এটা কী? সে বিপরীত করেছে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে বিপরীত আচরণ করবেন। দেখা গেল লোকটির নাম আশতার।"[৩৩৪]

২৬৪. সাবিক বারবারী রহ. বলেন,

كَتَبَ مَكْحُولٌ إِلَى حَسَنٍ الْبَصْرِيِّ، فَجَاءَ كِتَابُهُ وَنَحْنُ بِدَابِقَ فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ، وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ؟ قَالَ: بَلْ يَنْزِلُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كَانَ عَدُوُّهُمْ يَطْلُبُوهُمْ، فَلْيُصَلِّ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ إِيمَاءً

"মাকহূল রহ. হাসান বসরী রহ.-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চান যে, এক ব্যক্তি পলায়নরত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করছে এমতাবস্থায় সালাতের সময় হলে সে কি সাওয়ারির পিঠেই সালাত আদায় করে নেবে? আমরা যখন দাবিক নামক এলাকায় ছিলাম তখন হাসান রহ.-এর উত্তর লেখা পত্র এসে পৌঁছায়। তিনি বলেন, 'না; বরং সে ব্যক্তি জমিনে নেমে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করবে। তবে শত্রু যদি তাকে ধাওয়া করে তবে সে সাওয়ারির পিঠে বসে ইশারাতেই সালাত আদায় করে নেবে।"[৩৩৫]

---

৩৩৩. সনদ হাসান। আরও রয়েছে : তাফসীরুত তাবারী, ৪/৩৮৮।।

৩৩৪. সনদ হাসান।

৩৩৫. সনদ হাসান। সাবিক বারবারী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও সাধারণ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।

২৬৫. আতা ইবনু ইয়াসার রহ. বলেন,

إِنْ كُنْتَ الطَّالِبُ فَانْزِلْ فَصَلِّ، وَإِنْ كُنْتَ الْمَطْلُوبَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً

"তুমি যদি (শত্রুর) সন্ধানে থাকো তাহলে (সালাতের সময় হলে) সাওয়ারি হতে নেমে সালাত আদায় করে নাও। আর যদি (শত্রুর পক্ষ হতে) তোমাকে অনুসন্ধান করা হয় তাহলে তুমি (কোথাও না থেমে) ইশারায় সালাত আদায় করে নাও।"[৩৩৬]

জালিমের ভয়ে ইশারায় সালাত আদায় করা

২৬৬. মুহাম্মাদ ইবনু আবি ইসমাঈল রহ. বলেন,

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً يُومِئَانِ إِلَيْهِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

"আমি সাঈদ ইবনু যুবাইর এবং আতা ইবনু রাবাহ রহ.-কে ইমামের (ওয়ালিদ ইবনু মারওয়ানের দীর্ঘ) খুতবা প্রদানকালে (সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বসে বসে) ইশারায় সালাত করতে দেখেছি।"[৩৩৭]

২৬৭. আবু হাশিম ওয়াসিতী রহ. বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّهُ كَانَ يُومِئُ وَالْحَجَّاجَ يَخْطُبُ

"আবু ওয়াইল রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ (দীর্ঘ সময় নিয়ে) খুতবা প্রদানকালে (সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়) তিনি ইশারায় সালাত আদায় করে নিতেন।"[৩৩৮]

২৬৮. আতা ইবনু ইয়াসার রহ. বলেন,

أَنَّ الْوَلِيدَ أَجْرَى الصَّلَاةَ بِالْخَيْفِ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَوْمَأْتُ قَالَ دَاوُدُ: خَطَبَ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلَ يُلِيحُ بِثَوْبِهِ فَوْقَ الْجَبَلِ فَمَا تُرَى الشَّمْسُ. فَيَقُولُ: إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ

---

৩৩৬. সনদ হাসান।
৩৩৭. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক, ৩৭৯৬
৩৩৮. সনদ সহীহ।

খলিফা ওয়ালিদ ইবনু মারওয়ান খাইফ নামক স্থানে সালাত আদায়ে বেশ বিলম্ব করে বসেন। আমি আতা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তখন কী করেছেন?' তিনি বললেন, 'আমি ইশারায় সালাত আদায় করে নিয়েছি।

বর্ণনাকারী দাউদ রহ. বলেন, 'খলিফা ওয়ালিদ একবার ঈদুল আযহার পরদিন খুতবা দিচ্ছিলেন। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কাপড় নেড়ে তাকে ইশারা করেন যে, আপনি কি সূর্য দেখছেন না? উত্তরে খলিফা বলেন, 'তোমরা সালাতের মধ্যেই রয়েছ।'[৩৩৯]

মুজাহিদ বাহিনীর আসল যোগ্যতা

২৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনু হুওয়াইতিব রহ. বলেন,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، إِذْ دَخَلَ شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرِيَّةَ، مُجْتَنِحٌ بَيْنَ شَابَّيْنِ، فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ اللهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِأَبِي بَحْرِيَّةَ، فَأَوْسَعَ لَهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَحْرِيَّةَ، أَتُرِيدُ أَنْ نَضَعَكَ مِنَ الْبَعْثِ؟ قَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ تَضَعَنِي مِنَ الْبَعْثِ، وَلَكِنْ تَقْبَلُ مِنِّي أَحَدَ هَذَيْنِ - يَعْنِي ابْنَيْهِ - ثُمَّ قَالَ: مَنْ هَذَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: هُوَ يُخْبِرُكَ عَنْ نَفْسِهِ. فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُوَيْطِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي أَمَا أَنِّي فِي أَوَّلِ جَيْشٍ، أَوْ قَالَ: فِي أَوَّلِ سَرِيَّةٍ دَخَلَتْ أَرْضَ الرُّومِ، زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلَيْنَا ابْنُ عَمِّكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّعْدِيِّ، وَإِنَّ جُلَّ حَمُولَةٍ...، وَإِنَّ جُلَّ مَا فِي رِمَاحِنَا الْقُرُونُ، وَإِنَّ جُلَّ مَا مَعَ أَمِيرِنَا مِنَ الْقُرْآنِ الْمُعَوِّذَاتُ، وَسُوَرٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ قِصَارٌ، وَمَا نَلْقَى مِنَ النَّاسِ أَحَدًا فَيَظُنُّ أَنَّهُ يَقُومُ لَنَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَا ابْنَ أَخِي، لَيْسَ فِينَا غَدْرٌ، وَلَا كَذِبٌ، وَلَا خِيَانَةٌ، وَلَا غُلُولٌ

"একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মালিকের নিকট বসা ছিলাম। তখন সেখানে দুই যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে শামের একজন বৃদ্ধ আগমন করেন। তার নাম ছিল আবু

---

৩৩৯. সনদ সহীহ।

বাহরিয়্যাহ। তাকে দেখামাত্রই আব্দুল্লাহ বলে উঠলেন, 'স্বাগতম হে আবু বাহরিয়্যাহ!' এই বলে তিনি আমার আর তার মাঝে সেই বৃদ্ধের বসার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর বললেন, 'আবু বাহরিয়্যাহ, বলুন কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আপনি কি চান বর্তমান বাহিনী হতে আমি আপনার নাম বাদ দিয়ে দিই?' তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে বাহিনী হতে অব্যাহতি দেবেন তা আমি তা চাই না। তবে আমার পরিবর্তে এই দুজনের যেকোনো একজনকে গ্রহণ করুন।' তারা তার পুত্র ছিল। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পাশে এই লোকটি কে?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'সে নিজেই আপনাকে তার পরিচয় দিক।' তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কে?' বললাম, 'আমি আবু বকর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু হুওয়াইতিব।' তিনি বললেন, 'আরে ভাতিজা, সাবাশ! উমর রা.-এর খিলাফতকালে রোমান ভূমিতে প্রবেশকারী প্রথম বাহিনীতে আমিও ছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন তোমার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনুস সা'আদী। আমাদের বাহ্যিক অবলম্বন বলতে শুধু বর্শার (অস্ত্রের) তীক্ষ্ণতাটুকুই ছিল। আমাদের আমীর সূরা কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক ও নাস-সহ ছোট ছোট কিছু সূরা জানতেন। আমরা এমন কাউকে দেখিনি যে (প্রথম দেখায়) তাকে আমাদের আমীর মনে করত। তবে ভাতিজা, আমাদের মাঝে কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, খিয়ানত কিংবা আত্মসাতের প্রবণতা ছিল না।"[৩৪০]

আমীর হবেন উম্মাহর আশ্রয়স্থল

২৭০. উমার ইবনু খাত্তাব রা. বলেন,

أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

"আমি প্রতিটি মুসলমানের ফিরে আসার আশ্রয়স্থল।"[৩৪১]

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

وَمَا تَوْفِيْقُنَا إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

৩৪০. সনদ দুর্বল। একাধিক সমস্যাগ্রস্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন। আরও রয়েছে: তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৩২/১১৫।
৩৪১. সনদ সহীহ। আরও রয়েছে : মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৩৬৮৮।

মুহাম্মাদ ﷺ আমার, আপনার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত অনাগত সকল মাখলূকের নবী ও রাসূল। তার আনীত শরীয়াহ তথা ইসলাম মানবজাতির সকল সমস্যার শেষ সমাধান। ইসলামের বিধিবিধান ব্যতীত আর কোনো মতবাদ শতভাগ ইনসাফ, সততা ও মানবতা সুনিশ্চিত করতে পারবে না। তাই এই উম্মাহর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো জমিনের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেয়া। স্বয়ং রাসূল ﷺ তার মুবারক হাতে গড়ে ওঠা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে এই শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। তারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামকে কায়িম রাখার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। দাওয়াতের ময়দান থেকে শুরু হওয়া ইসলামের অগ্রযাত্রা জিহাদ ও কিতালের ময়দানে এসেও থেমে যায়নি। কিয়ামাত পর্যন্ত দ্বীনের অন্যান্য ফরয বিধিবিধানের মতো জিহাদ ও কিতালকেও এই উম্মাহর জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী পশ্চিমা নেতৃত্ব, নৈতিকতা-বিবর্জিত নানা মতাদর্শ আর তাদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত গণমাধ্যমগুলো ইসলামের এই ফরয ও মানবতা প্রতিষ্ঠার বিধানটিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে খোদ মুসলিম জাতিকে এ থেকে বিমুখ করার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়।